অহল্যাবাঈ

ঐতিহাসিক নাটক

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত
প্রথম অভিনয় রজনী—
শনিবার, ৩০শে শ্রাবণ, ১৩৩২ সাল

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

এক টাকা

প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

ভৃতীয় সংস্করণ

প্রিণ্টার শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পদভরসা

আশীর্ব্বাদ ও উৎসর্গ

প্রিয় বিপিন বাবু!

সংসার-রঙ্গমঞ্চে আমাদের চতুষ্পার্শ্বে সুখ-দুঃখের ও আমোদ আনন্দের অভিনয় পাশাপাশি অহরহঃ চলিতেছে দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং নাট্যকারের এই নবীন জীবন-রঙ্গমঞ্চেই বা তাহার ব্যত্যয় হইবে কেন? আমার "অহল্যাবাঈ" রঙ্গালয়ে অভিনীত হইলে শত্রু-মিত্র নির্ব্বিশেষে যখন ইহার প্রশংসা ধ্বনিত হয়—বন্ধুগণ আমার উদ্দেশে সৌভাগ্যের পুষ্পচন্দন বর্ষণ করিয়া আমাকে যখন অস্থির করিয়া তুলিতেছিলেন,—তখন অন্যদিকে আমার নানা শাখা-প্রশাখা-সংযুক্ত দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মজীবন তরুর উপর অলক্ষ্যে নিয়তি দুর্ভাগ্য বজ্র-ক্ষেপনের আয়োজন করিতেছিল। আমি জনসাধারণের আদর ও প্রশংসার আলোকে দিশেহারা হইয়া—দুর্ভাগ্যের সে অমোঘ সন্ধানের দিকে ভ্রূক্ষেপ করিবারও অবকাশ পাই নাই! কিন্তু—কিন্তু—বলিতেও হৃদয় কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে—আমার কর্ম্মজীবন-তরুর প্রতি পল্লবটীর উপর আপনার লক্ষ্য যে নিবদ্ধ আছে, তাহা আমি জানিতাম না—দুর্ভাগ্যও বোধ হয় জানিত না;—সেই বজ্রবর্ষণের পূর্ব্বে আপনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া—ত্যাগের আদর্শ লইয়া—বন্ধুত্বের গৌরব রক্ষার্থ বদ্ধ পরিকর হইয়া—আমাকে সেই দুর্ভাগ্যের প্রহরণ ব্যর্থ করিবার শক্তিদান করিয়াছিলেন! তাহারই প্রভাবে আজ আমার কর্ম্ম-জীবন তরু সর্ব্ব আপদ মুক্ত—নব বলে দৃপ্ত। সংসারে আমার

প্রতিষ্ঠার জন্য—আমার শ্রীবৃদ্ধির জন্য—আমার কল্যাণের জন্য,—আপনি আপনার হৃদয়ের শেষ শোণিতবিন্দু পর্য্যন্ত উৎসর্গ কবিতে প্রস্তুত, অথচ তাহার বিনিময়ে ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ ব্যতীত আর কিছুরই প্রার্থী নহেন, এমন—মহত্ত্ব. এমন নিস্বার্থ-স্বভাব, এমন বন্ধুবাৎসল্য—বর্ত্তমান যুগে দুলভ, —কিন্তু যাহার প্রাণে কিছু মাত্র সত্বা আছে—সে কখনও কৃতজ্ঞতা প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে না ;—তাই—আপনার উদ্দেশে চিরপ্রদত্ত আশীর্ব্বাদী পুষ্পের উপর আমার জীবন-তরুর প্রফুল্ল পুষ্প—অহল্যাবাঈ—আপনাব করকমলে অর্পণ কবিয়া বড় তৃপ্তি—বড় শান্তি অনুভব করিতেছি। "আশীর্ব্বাদ" ও "উৎসর্গ"—এই উভয় জিনিসেব অর্থ যাহাই হউক—বৈষম্য বড় অধিক নাই, সুতরাং আশীর্ব্বাদের ন্যায়—আমার এ দান গ্রহণ করিতে বোধ হয় আপনার আপত্তি নাই। ইতি—

গুণমুগ্ধ—

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকা

তেজস্বিনী, করুণাময়ী, ধর্ম্মপ্রাণা, কর্ম্মপ্রাণা, রাজ্ঞীকুলোত্তমা মহারাষ্ট্রীয় মহিলা অহল্যাবাঈএর স্মরণীয় নাম—এই দূর বঙ্গেবও গৃহে গৃহে পরিচিত। এদেশে রেল বসিবাব বহু পূর্ব্বে যখন পশ্চিমে তীর্থযাত্রা অতি সুকঠিন ছিল তখন দাক্ষিণাত্যের এই পুণ্যবতী কলিকাতাব অপরপাবে শালিখা হইতে শ্রীশ্রীবারাণসীধামে-যাত্রার অতি সুদীর্ঘ অথচ সুন্দব ও সুগম্য পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়া বঙ্গের তীর্থযাত্রী নরনারীকে দৈব ঋণে আবদ্ধ কবিয়াছিলেন। সেই "বেনাবস্ রোড" এখনও বিদ্যমান থাকিয়া বঙ্গবাসীকে নিত্য "অহল্যাবাঈ" এর নাম স্মবণ করাইয়া দেয়। কাশীধামে যিনি বিশ্বেশ্বরেব মন্দির দর্শন করেন, তিনিই অহল্যাবাঈকে সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করেন। কাশী-বাসীর স্নানের জন্য কীর্ত্তিকুশলা অহল্যা কি সুরম্য সোপানাবলিবিশিষ্ট ঘাটই রাখিয়া গিয়াছেন। এইরূপ গয়া প্রভৃতি তীর্থে তীর্থে মন্দির, ধর্ম্ম-শালা, অন্নসত্রাদি অহল্যার জীবন হিন্দুর মনে জাগাইয়া রাখিয়াছে।—সেই অহল্যাদেবীর জীবন-চিত্র পারিপার্শ্বিকগণসহ এই নাটকে চিত্রিত হইয়াছে।

নূতন সংস্করণে "অহল্যাবাঈ" নাটকের বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন বা বর্জ্জন করা হয় নাই, সুতরাং ভূমিকায় নূতন কথা কিছু বলিবারও নাই।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
কাশীধাম

নাট্যোল্লিখিত ভূমিকা-লিপি

পুরুষ

মলহররাও ... ... ইন্দোরাধিপতি।
কুন্দরাও . ... ঐ পুত্র
মালিরাও ... ... কুন্দরাওয়ের পুত্র।
তুকাজী ... ... মলহররাওয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র।
গোবিন্দপন্থ ... ... ঐ সেনাপতি।
গঙ্গাধর ... ... ঐ মন্ত্রী।
জহুজী ... ... মথুরার সম্ভ্রান্ত নাগরিক।
সোমনাথ ... ... মথুরার জমীদার ও দিল্লীশ্বরের ওমরাহ।
সূর্য্যমল ... ... ঐ সহচর।
আহম্মদ শাহ ... ... দিল্লীর বাদশাহ।
লক্ষ্মীকান্ত ... ... বঙ্গদেশী যুবক।
নন্দজী, ভীমজী ... ... মালিরাওয়ের পারিষদ।
মাধবরাও ... ... মহারাষ্ট্র পেশোয়া।
রাঘবদাদা (রঘুনাথরাও) ... ঐ পিতৃব্য (প্রতিনিধি)
গাজিউদ্দীন ... ... দিল্লীশ্বরের প্রধান উজীর।
মল্লপতি ... ... ভীলদলপতি।

সেনানিগণ, অমাত্যগণ, গুরু, পুরোহিত, সৈন্যগণ, রক্ষিগণ, পাণ্ডা, ভীল-বালক, পারিষদগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

অহল্যাবাঈ ... ... জহুজীর কন্যা।
তুলসী .. ... জহুজীর পালিতা।
রুক্মাবাঈ ... ... গোবিন্দপন্থের পত্নী।
নারায়ণী ... ... ঐ কন্যা।
গঙ্গাবাঈ ... ... ভিখারিণী (সিন্ধিয়া রাজবংশের কন্যা।)
তারাবাঈ ... ... তুকাজীর মাতা।

নর্ত্তকীগণ, অহল্যা-সঙ্গিণীগণ, বাইজীগণ ইত্যাদি।

অহল্যাবাঈ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মথুরা—জহ্নুজীর বাটি।   কাল—প্রভাত।

জহ্নুজী সিন্ধিয়া ও সূর্য্যমল।

সূর্য্যমল।—সিন্ধিয়া সাহেব! কথাটা কি তা'হলে সত্য?

জহ্নুজী।—কি কথা ভাইসাহেব?

সূর্য্যমল।—এই আপনার কন্যার বিবাহের কথা; শুন্‌ছিলেম—আপনি নাকি ইন্দোরের রাজকুমারের সঙ্গে অহল্যার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেছেন!

জহ্নুজী।—হাঁ ভাইসাহেব—এ কথা সত্য,—সত্যই ইন্দোরের রাজকুমারের সঙ্গে অহল্যার বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছে—বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির হয়ে গেছে।

সূর্য্যমল।—বটে! আমার বন্ধু—দিল্লীশ্বরের ওমরাহ সোমনাথের সঙ্গে হ'ল অহল্যার বিবাহের সম্বন্ধ, আর এখন আপনি তাড়াতাড়ি সেটা চাপা দিয়ে, একেবারে ইন্দোরে গিয়ে আর একটা সম্বন্ধ ক'রে বসলেন!

জহ্নুজী।—তুমি ভুল বুঝেছ ভাইসাহেব—ভুল বুঝেছ, ইন্দোরের রাজকুমারের সঙ্গেই প্রথমে অহল্যার বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছিল; ইন্দোরের রাজা স্বয়ং সম্বন্ধ করেছিলেন। একবার ঘটনা-চক্রে ইন্দোর-রাজ

আমার বাটীতে আতিথ্য-গ্রহণ করেন ; আমি অহল্যার ওপর তাঁর পরিচর্য্যার ভার দিয়েছিলেম ; অহল্যার পরিচর্য্যায় তুষ্ট হয়ে হোলকার মহারাজ তাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ কর্‌বারঅভিলাষ প্রকাশ ক'রে যান ; তাবপর তুমি এসে সোমনাথের সঙ্গে অহল্যার বিবাহের প্রস্তাব করেছিলে। এতে আমার অপরাধ কি ভাইসাহেব ?

সূর্য্য।—আপনার এই অপরাধ, আপনি আপনার চির-পরিচিত প্রতিবেশী মহাসম্ভ্রান্ত সোমনাথকে প্রত্যাখ্যান ক'রে, দেশান্তরের এক অজ্ঞাত অপবিচিত ব্যক্তির সঙ্গে কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করেছেন। সিন্ধিয়া সাহেব ! আমার অনুরোধ শুনুন, এ সম্বন্ধ আপনি ভেঙ্গে ফেলুন, সোমনাথের সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ দিন—আপনার মঙ্গল হবে।

জহ্নুজী।—তা হয় না ভাইসাহেব—তা হয় না ; যাকে কথা দিয়েছি, তার সঙ্গে কথার তঞ্চকতা করি—এমন শক্তি আমার নেই।

সূর্য্য।—আর আমাকে বুঝি আপনি কথা দেন নি ?

জহ্নুজী।—না ভাইসাহেব, তোমাকে আমি কখনো কথা দিইনি ; আমি তোমাকে শুধু বলেছিলেম—ভেবে দেখি ; আমি এতে রাজী—এমন কথা তোমাকে বলি নি ; তা যদি বলতেম, তাহলে দেবতার প্রার্থনাও অগ্রাহ্য ক'রে তোমার বন্ধুর সঙ্গে অহল্যার বিবাহ দিতেম।

সূর্য্য।—বুঝতে পেরেছি সিন্ধিয়া সাহেব, হোলকারের ভয়েই আপনি ইতস্ততঃ কর্‌ছেন ;—সোমনাথকে কন্যা-সম্প্রদান কর্‌লে পাছে হোলকার এসে আপনাকে পীড়ন করে—সেই ভয়েই আপনি অভিভূত ! আপনি ভয় ত্যাগ করুন সিন্ধিয়া সাহেব, সোমনাথের সহায় স্বয়ং দিল্লীশ্বর ; সোমনাথ যদি আপনার জামাতা হয়, তাহলে হোলকারের সাধ্য কি আপনার কণামাত্র অনিষ্ট করে ! আপনি সম্মত হোন সিন্ধিয়া সাহেব, এ বিবাহে সমস্ত মথুরাবাসী সন্তুষ্ট হবে, কেউ এতে আপত্তি করবে না।

(তুলসীর প্রবেশ।)

তুলসী।—কে বলে—এতে কেউ আপত্তি করবে না? এ প্রস্তাবে আমার আপত্তি,—সমস্ত মথুরাবাসীর আপত্তি। বাবা! ভাবছেন কি? আপনার বাক্‌দত্ত জামাতা—হোলকার মহারাজের পুত্র; সহস্র প্রতিবন্ধক পদাঘাতে দূর ক'রে তারই হস্তে আপনাকে কন্যা-সম্প্রদান করতে হবে।

জহুজী।—হ্যাঁ মা—আমি তা জানি, আমি সংকল্পহারা হইনি মা। ভাই সাহেব! আমাকে মার্জ্জনা করো, আমি এ সম্বন্ধ ভঙ্গ করতে পারবো না।

(সোমনাথের প্রবেশ।)

সোম।—কিন্তু এ সম্বন্ধ আপনাকে ভঙ্গ করতেই হবে; ইন্দোরের হোলকার দিল্লীশ্বরের পরম শত্রু, আপনি দিল্লীশ্বরের প্রজা; তাঁর শত্রুর সঙ্গে আপনি সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারেন না।

তুলসী।—ইন্দোরের হোলকার দিল্লীশ্বরের শত্রু হতে পারেন, কিন্তু আমার পিতার সঙ্গে তাঁর কিছুমাত্র শত্রুতা নেই, বরং বন্ধুত্ব আছে; সামাজিক কার্য্যে—পুত্র-কন্যার বিবাহব্যাপারে দিল্লীশ্বরের হস্তক্ষেপনের কোন অধিকার নেই।

সোম।—তুমি চুপ করো।

জহুজী।—ওর ওপর বীরত্ব-প্রকাশ ক'রে কোনো ফল নেই ভাই সাহেব! তুলসী বড় খাঁটি কথা ব'লেছে; ওর কথার সঙ্গে আমার উক্তির কিছুমাত্র অনৈক্য নেই; তোমার এ যুক্তি খাটবে না ভাইসাহেব।

সোম।—যাক্—ওসব যুক্তি তর্কের আর কোনও আবশ্যক দেখি না।—কিন্তু আপনার স্মরণ থাকে যেন—দিল্লীশ্বরের ওমরাহ আজ উপযাচক হয়ে আপনার বাড়ীতে এসে আপনার কন্যার পাণি-প্রার্থনা করছে! —আপনি এতে সম্মত আছেন কি না?

জহ্নুজী।—আমি তো আগেই বলেছি ভাইসাহেব, এ ব্যাপারে আমি কখনই সম্মত হতে পারি না।

সোম।—উত্তম; আর আমার কিছু বলবার নেই; সিন্ধিয়া সাহেব! আমি চল্‌লেম, কিন্তু যাবার আগে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে—এই কক্ষতলে পদাঘাত ক'রে বলে গেলেম—এর প্রতিফল হাতে হাতে পাবেন। [প্রস্থান।

সূর্য্য।—আপনার বাসস্থান শ্মশান হবে। [প্রস্থান।

জহ্নুজী।—তাই তো তুলসী—এ সব কি ব্যাপার মা! আমি যে ওদের ভাবগতিক দেখে অবাক্ হয়ে গেছি!

তুলসী।—বাবা! ভাবছেন কেন? কিসের ভয়? দিল্লীর বাদশার একজন চাটুকারের আস্ফালন দেখে আমরা ভয় পাবো? পাপীষ্ঠ সোমনাথ দিল্লীশ্বরের একজন স্তাবক বইতো নয়! আর আপনি যাঁর পুত্রের সঙ্গে অহল্যার বিবাহ দেবেন, তিনি একজন বিপুল রাজ্যের অধীশ্বর—বিশাল মহারাষ্ট্র-চক্রের নেতা; তাঁর অঙ্গুলি সঞ্চালনে সমস্ত হিন্দুস্থান এখন পরিচালিত; তাঁর নামে দিল্লীর সিংহাসন থর থর কম্পিত! তিনিই আমাদের রক্ষক, শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সহায়, ভয়ের কারণ কি বাবা! আসুন আমরা খুব আড়ম্বর ক'রে অহল্যার বিবাহের আয়োজন করি।

জহ্নুজী।—বেশ, তাই কর—আর ভেবে কি কর্‌বো বলো। শ্রীকৃষ্ণের মনে যা আছে—তাই হবে।



দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দিল্লী—দেওয়ান-খাস। কাল—রাত্রি।

আহম্মদশাহ, পারিষদগণ ও নর্ত্তকীগণ।

নর্ত্তকীগণের গীত।

হেসনা হেসনা—কাছেতে ঘেঁসোনা—
জাঁহাপনা ওলো আসবে।
ট'লোনা ট'লোনা- ঢলিয়ে প'ড়না—
চেওনা চেওনা অমন ক'রে॥
যৌবন-ভরে দেহ ভরপুর, রুমু ঝুমু ঝুমু রুমু বাজায়ে নুপুর,
মুকুরে দেখিব মুখ—চাহিব না পরে।
তুম্-তুম্-তুম্—তা-না-না-না-না—
পরের পায়ে প্রাণবিলান,—ও'তো চাইনা।
চাই মুক্ত-হৃদয়—শক্ত সাধন—প্রেমের মন্দিরে॥

১ম পারিষদ।- স্ফূর্ত্তি চালাও—স্ফূর্ত্তি চালাও—

২য় পারি।—জোরসে চালাও—হরদম চালাও—

অহম্মদ।—সিরাজি লেয়াও—সিরাজি লেয়াও—

৩য় পারি।- এই সিরাজি দাও—জাঁহাপনাকে সিরাজি দাও—

(প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহরী।- জাঁহাপনা!

আহ।—ও কমবখত কি বলে শোন তো হ্যা,—সিরাজি লেয়াও—

১ম পারি।—এই কমবখত কি বলছিস্? জাঁহাপনাকে কেন জ্বালাতন করতে এসেছিস্?

প্রহরী।—জাঁহাপনা! আমীর সোমনাথ বাহাদুর দেখা করতে চান।

আহ।—আসতে বল্।— [প্রহরীর প্রস্থান।

(সোমনাথ ও সূর্য্যমলের প্রবেশ।)

উভয়ে।—তসলিম জাঁহাপনা!

আহ।—আরে এসো;—খবর কি?

সোমনাথ।-খবর বড় ভাল নয় জনাব!—আমার আশার মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছে।

আহ।—সে কি?

সোম।—জহুজী সিন্ধিয়া আমার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান ক'রে মলহররাও হোলকারের পুত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেওয়া স্থির করেছে।

আহ।—বল কি? তোমার সঙ্গেই তো তার সম্বন্ধ স্থির হয়েছিল!

সোম।—হয়েছিল; কিন্তু হোলকারের হুকুমে জহুজী আমার সঙ্গে সম্বন্ধ-স্থাপনে রাজী নয়; সে আমার মুখের ওপর স্পষ্ট ক'রে বলেছে—দিল্লীশ্বরের একটা তাঁবেদারের সঙ্গে আমি কন্যার বিবাহ দোব না!

আহ।—বটে এতদূর! আচ্ছা আমিও তাহলে স্পষ্ট ক'রে বল্‌ছি—আমার পরম শত্রু মলহররাও হোলকারের পুত্রের সঙ্গে আমি কিছুতেই জহুজী সিন্ধিয়াকে কন্যার বিবাহ দিতে দিব না; এর জন্য যত অর্থ—যত সৈন্যের দরকার হবে আমি অম্লান বদনে প্রদান করতে প্রস্তুত। সোমনাথ! দিল্লীর বাদশাহের আদেশ—তুমি বাদশাহী ফৌজ নিয়ে গিয়ে বলপূর্ব্বক জহুর কন্যাকে বিবাহ কর।

(গাজিউদ্দীনের প্রবেশ।)

গাজিউদ্দীন।—জাঁহাপনা! এক বিশেষ সংবাদ পেয়ে এই রাত্রেই আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি, আমার গোস্তাকি মাপ করবেন।

আহ।—আবার কি সংবাদ উজীর সাহেব?

গাজি।—জাঁহাপনা! এই মাত্র সংবাদ পেয়েছি—ইন্দোর-রাজ মলহররাও হোলকার ফৌজ নিয়ে দিল্লী আক্রমণ করতে আসছে।

আহ।—আপনি ভুল সংবাদ পেয়েছেন উজীর সাহেব; মলহররাও হোলকার ইন্দোর থেকে বেরিয়েছে বটে, কিন্তু দিল্লী আক্রমণ করতে নয়; সে আসছে—মথুরায় পুত্রের বিবাহ দিতে। কিন্তু এই উপলক্ষেই তার অহঙ্কার চূর্ণ করতে হবে; তাকে দমন করার ফুরসদ পাওয়া গেছে। উজীর সাহেব! এখনি সেনাপতিদের তলপ করুন, দিল্লীর সমস্ত ফৌজ মলহররাও হোলকারের বিরুদ্ধে প্রেরণ করুন; মধ্যপথেই দস্যু হোলকারের ধ্বংস ক'রে ফেলুন; সকলকে বলে দিন—মথুরায় পৌঁছিয়াই আগে হোলকারকে আক্রমণ ক'রে যেন একেবারে ধ্বংস ক'রে ফেলা হয়!—সোমনাথ! তুমি নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে জহুজীর কন্যাকে বিবাহ করো,—এই উদ্যোগে দুই কাজ সম্পন্ন হোক!

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সেকেন্দ্রাবাদ—মহারাষ্ট্র শিবির। কাল—মধ্যাহ্ন।

মলহররাও হোলকার।

মলহর।—কঠোর পরীক্ষা আমার সম্মুখে উপস্থিত,—অন্তরে এখন কঠিন সমস্যার উদয়! কর্ত্তব্য কিছুই স্থির করতে পারছি না, কি ভাবে সমস্যার সমাধান করি—তা বুঝতে পারছি না; পরীক্ষায় জয়যুক্ত হবার কোনো লক্ষণই দেখতে পাচ্ছিনা। অসীম উৎসাহে যখন ইন্দোর থেকে বহির্গত হয়েছিলেম, তখন আকাশ পরিষ্কার ছিল, অনুকূল বাতাসের হিল্লোল দেখে প্রাণ পুলকে পূর্ণ হয়েছিল! দিল্লীর দরবারে

তথন ভ্রাতৃভেদ—গৃহযুদ্ধ ; ভেবেছিলেম—বিনা রক্তপাতে সামান্য চেষ্টায় দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করবো—দিল্লীর দুর্গশিখরে মহারাষ্ট্রের বিজয়কেতন সগর্ব্বে উড়িয়ে দোব ! কিন্তু আশা আমার—আর তার সাফল্য আর এক জন শক্তিমান মহাপুরুষের হাতে ! আগ্রা পর্য্যন্ত আসতে না আসতেই দিল্লীর ঝঞ্ঝা কেটে গেলো, আমীর ওমরাহদের হস্তগত ক'বে কূটকৌশলী আহম্মদশাহ দিল্লীশ্বর হয়েছে—পূর্ব্ব গৌবব পূর্ব্ব প্রতিপত্তি আবাব দিল্লীতে ফিরে এসেছে। এ অবস্থায় দিল্লীবিজয় ক্রীড়ার বিষয় নয় ! (পবিক্রমণ ও চিন্তা) জহ্নুজীর কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধ। দিল্লী অভিযানেব উপলক্ষ মাত্র ; এক উদ্যমে দুই কার্য্যসাধন আমাব প্রাণের বাসনা ! এ বাসনা কি সিদ্ধ হবে না ? যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাব অন্ধকাব হৃদয়কে উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় ক'রে রেখেছে—সে আকাঙ্ক্ষা কথনো কি আমাকে সিদ্ধির সুবর্ণমণ্ডিত পথে নিয়ে যাবে না ?

(গোবিন্দপন্থ ও সেনানীগণের প্রবেশ।)

আসুন ; আমি এতক্ষণ আপনাদেরই প্রতীক্ষা করছিলেম। বন্ধুগণ ! আপনারাই আমার প্রধান অবলম্বন ; আপনাদের অসিবলে ও বুদ্ধিচাতুর্য্যে আজ আমার বাহিনী—সর্ব্বজয়ী,—সমগ্র গুর্জ্জবভূমি মহাবাষ্ট্র-পতাকার অধীন, দুর্দ্ধর্ষ বোহিল্লাগণ নির্ব্বীর্য্য, পোর্ত্তুগীজ-শক্তি বিধ্বস্ত ; এখন সেকেন্দ্রা থেকে দিল্লী পর্য্যন্ত বিশালভূখণ্ডে আধিপত্য-স্থাপন—আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য, এ কর্ত্তব্য-সাধনে আপনারা আমার সহায় হোন।

গোবিন্দপন্থ।—আমরা চিবদিনই মহারাজের সহায় ; এ কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করতে আমরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

সেনানী।—মহারাজের কার্য্যে জীবন দিতেও আমরা কুণ্ঠিত নই।

মলহর।—এ মহারাজের কার্য্য নয় সেনানী, এ কার্য্য মহারাষ্ট্র-ভূমির।—আপনারা বোধ হয় অবগত আছেন, পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে দিল্লী জয় করবার সঙ্কল্প ক'রে আমরা ইন্দোর থেকে বহির্গত হয়েছিলেম; এখন আমরা দিল্লীর সান্নিধ্যে উপস্থিত,—মথুরায় পুত্রের বিবাহ-উৎসব, আর দিল্লীতে ভীষণ সমর-সংঘর্ষ; কোন্ কার্য্য আগে কর্ত্তব্য—আমি আপনাদের কাছে তারই পরামর্শ চাই।

(প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহরী।—মহারাজ! একজন বঙ্গদেশী আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন।

মলহর।—যাও—তাঁকে সম্মান ক'রে এখানে নিয়ে এসো!—

[প্রহরীর প্রস্থান।

বঙ্গদেশী! বঙ্গদেশী আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছেন—এর অর্থ কি?

(লক্ষ্মীকান্তের প্রবেশ।)

লক্ষ্মী।—মহারাজের জয় হোক!

মলহর।—আসুন—বঙ্গদেশী! কোনো বিশেষ কারণে আমরা এখন অত্যন্ত ব্যস্ত আছি; আপনার আগমনের কারণ সত্বর ব্যক্ত করুন।

লক্ষ্মী।—মহারাজ! আমার এক আত্মীয়ের অনুসন্ধানে আমি বঙ্গদেশ হতে দিল্লীতে এসে উপস্থিত হই, কিন্তু কাল রাত্রে মহারাজের বিরুদ্ধে এক ভীষণ চক্রান্তের কথা শুনে—সেখানে আর স্থির থাকতে না পেরে—এখানে ছুটে এসেছি!

মলহর।—আপনি আমার বিরুদ্ধে কি চক্রান্তের কথা অবগত হয়েছেন?

লক্ষ্মী।—মহারাজ যে দিল্লীশ্বরের অধিকারে পদার্পণ করেছেন—এ সংবাদ

বর্ত্তমান দিল্লীশ্বরের কর্ণগোচর হয়েছে, মহারাজকে ধ্বংস করবার জন্য তিনি ত্রিশ হাজার বাদশাই ফৌজ পাঠাবার হুকুম দিয়েছেন। তাদেব প্রতি বাদশাহের আদেশ হয়েছে—আপনাকে যেন কোন মতে মথুরায় প্রবেশ করতে দেওয়া না হয়।

মলহর।—কারণ ?

লক্ষ্মী।—তার কারণ এক হিন্দুপরিবারের সর্ব্বনাশ-সাধন! আপনি হিন্দুচূড়ামণি;—হিন্দুরমণীর নিগ্রহকাহিনী শুন্‌লে আপনি অস্থির হয়ে উঠবেন —মহাবাজ! বল্‌তে বুক ফেটে যায় --বর্ত্তমান দিল্লীশ্বরের আদেশে তার পার্শ্বচর সোমনাথ মথুবাবাসী জহুজীর কন্যা—আপনার বাক্‌দত্তা পুত্রবধূ অহল্যাবাঈকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করতে গেছে; মথবা-প্রবেশে আপনাকে বাধা দেবার জন্য ত্রিশ হাজার বাদশাহী ফৌজ বন্যার মতন ছুটে আসছে! মহারাজ যদি এই দণ্ডে অগ্রগামী না হন—তাহলে সর্ব্বনাশ হবে, সব পণ্ড হবে।

মলহর। বাদশাহী ফৌজ কতদূব পর্য্যন্ত এগিয়ে এসেছে—তা আপনি বলতে পারেন ?

লক্ষ্মী।—এতক্ষণ তাবা বোধ হয় আলিগড়ের কাছাকাছি এসেছে।

মলহর।—তাহলে ওইখানেই তাদের সমাধির স্থান প্রস্তুত হয়ে আছে।—গোবিন্দপন্থ! সেনানীবৃন্দ! একটু আগে আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করছিলেম—কোন কার্য্য আগে কর্ত্তব্য; এখন বুঝ্‌তে পারছেন—এক সঙ্গে দুই কার্য্য সম্পন্ন কর্‌তে হবে,—আজই রাতারাতি গিয়ে ত্রিশহাজাব বাদশাহী ফৌজকে ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে; এ কার্য্যের ভার আমি আপনাদের ওপর অর্পণ করলেম; গোবিন্দপন্থ! আপনি এ যুদ্ধের সেনাপতি! সমস্ত ফৌজ নিয়ে এই দণ্ডে আপনি আলিগড়ে অভিযান করুন; আমি কেবল পঞ্চশত

অশ্বারোহী নিয়ে ভিন্ন পথে মথুরায় গিয়ে অহুজীর কন্যাকে রক্ষা করবো।—কুন্দরাও!

(কুন্দরাওয়ের প্রবেশ।)

কুন্দরাও।—পিতা!

মলহর।—পুত্র, রণসজ্জায় আজ তোমার বিবাহ-বন্ধন—ফুলসজ্জায় নয়! প্রস্তুত হও পুত্র,—এখনি মথুরায় যেতে হবে; পঞ্চশত ক্ষিপ্রগামী অশ্বারোহী;—যাও!

[কুন্দরাওয়ের প্রস্থান।

সেনানীগণ! এখনি তাঁবু তুলতে বলুন, দামামায় আঘাত করুন, রণভেরী বাজিয়ে দিন; রণরঙ্গে সকলে মেতে উঠুক; সমর-সঙ্গীতে আকাশ পাতাল প্রতিধ্বনিত হোক!—সাধু বঙ্গদেশী! বড় সুসময়ে তুমি এ সংবাদ দিয়ে আমাকে দুশ্ছেদ্য ঋণপাশে আবদ্ধ করেছ। আজ থেকে তুমি ইন্দোরেশ্বরের পার্শ্বচর হলে;—এসো আমার সঙ্গে।

লক্ষ্মী।—রাজাধিরাজের অনুগ্রহ লাভ ক'রে—এ নগণ্য বঙ্গবাসী আজ ধন্য হ'ল!—রাজ-অনুগ্রহ শিরোধার্য্য!

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মথুরা—গোবিন্দপন্থের বাটী। কাল—অপরাহ্ণ।

নারায়ণী।

নারায়ণী।—কি করলুম!—না ভেবে চিন্তে বাপ মাকে লুকিয়ে সোমনাথের স্তোকবাক্যে ভুলে, তাকে পতিত্বে বরণ করলুম! আমার এতখানি স্বাধীনতা পিতা মাতা কি মার্জ্জনা করবেন? তাঁরা কি তাকে জামাতা বলে গ্রহণ করবেন? যদি না করেন, তা হলে কি হবে?

আমি যে ধর্ম্ম-সাক্ষ্য ক'রে সোমনাথকে বরমাল্য দিয়েছি, পিতা-মাতার আপত্তি হলেও আমি তো তাকে ত্যাগ করতে পারবো না; সোমনাথই আমার স্বামী—সে বই আর কেউ আমার স্বামী হবে না। কিন্তু সোমনাথ এখন জন্থুজী সিন্ধিয়ার কন্যাকে বিবাহ করবার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে শুনে, আজ যেন সোমনাথের ভালবাসা সম্বন্ধে আমার মনে কেমন সন্দেহ হচ্ছে।

(সোমনাথের প্রবেশ।)

সোমনাথ।- নারায়ণী। এ কি। কি ভাবছো?

নারায়ণী। –কি ভাবছি—তা কি ক'রে বলবো? কি ভাবছি শুনবে?—আমি আমার বাপ মাকে কি ক'রে মুখ দেখাব!

সোম।—নারায়ণী। স্থির হও, আমি জানি—আমি অপরাধী, আমারই প্ররোচনায় তুমি তোমার পিতা মাতার অজ্ঞাতে আমাকে আত্মদান করেছ, কিন্তু প্রিয়তমে. তোমার প্রতি আমার অকৃত্রিম ভালবাসা মনে ক'রে আমায় ক্ষমা করো।

নারায়ণী।—আমি বড় দুঃখিনী, আমি তোমায় ভালবাসি, তোমার ভালবাসা পাবার জন্য- সংসারের ভেতর যত কিছু কাজ আছে, আমি সবই করতে পারি, কিন্তু আমি বড় অসুখী, আমার অসুখের অন্ত নেই।

সোমনাথ।—নারায়ণী। তবে কি তুমি আমাকে অবিশ্বাস করো?

নারায়ণী।--ক্ষমা কর, অমন কথা মুখে এনো না, আমি তোমায় অবিশ্বাস করি নি—তোমার সততায় আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ হয় নি, তবে আজ একটা বড় মর্ম্মভেদী জনরব শুনেছি। সে জনরব তোমারই সম্বন্ধে, তা শুনে অবধি আমি অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছি.—এখনো আমি সে জনরবে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে পারিনি—

কেন না তোমার মুখে শুনিনি বলে। তাই আমি তোমাকে এত তাড়াতাড়ি ডেকেছি।

সোম। আমার সম্বন্ধে তুমি কি জনরব শুনেছ নারায়ণী? স্বচ্ছন্দে বল, যদি সত্য হয়—নিশ্চয়ই আমি তা স্বীকার করব।

নারায়ণী।—সে কথা কি ক'রে বলবো—বলতে গেলে মুখে বেধে যায়! জহ্নুজী সিন্ধিয়ার কন্যাকে—

সোম।—ওঃ—বুঝতে পেরেছি নারায়ণী, আর তোমাকে বলতে হবে না, আমিই সব বলছি। মথুরাময় রাষ্ট্র হয়েছে বটে—আমি জহ্নুজীর কন্যাকে বাহুবলে হরণ করবার চেষ্টা করছি।

নারায়ণী।—বল—তুমি, এ জনরব মিথ্যা?

সোম।—তাই বা কি ক'রে বলি? তোমার কাছে আমি মিথ্যা বলতে পারি না। যা রটে—তা বটে; যা রটেছে—তা ঘটবে—এটা স্থির; তবে তুমি আশ্বস্ত থেকো নারায়ণী—যে এ হরণের সঙ্গে আমার প্রণয় বা বিবাহবন্ধনের কোনো সম্বন্ধ নেই।

নারায়ণী।—তবে তাকে হরণ করবার উদ্দেশ্য কি? সুন্দরী যুবতীকে পূজা করবার জন্য কেউ তো হরণ করে না।

সোম।—এ হরণের উদ্দেশ্যের সঙ্গে রাজনীতির সম্বন্ধ আছে। আমি এ ক্ষেত্রে মহাভারতের শিখণ্ডী মাত্র; আমাকে সম্মুখে স্থাপন ক'রে কোন শক্তিমান—অহল্যার ওপর শরত্যাগ করছে—এটা স্থির জেনো; আমার এতে কোন হাতই নেই, আমি উপলক্ষ মাত্র।

নারা।—তোমার কথায় আমার কিছুমাত্র অবিশ্বাস নেই, কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

সোম।—আমার কথা দুর্বোধ্য নয়—তবে রহস্যময় বটে।—তুমি বোধ হয় শুনে থাকবে—ইন্দোরের রাজপুত্রের সঙ্গে অহল্যার বিবাহ স্থির

হয়েছে ; কিন্তু ইন্দোরের রাজা দিল্লীর বাদশাহের বিষম শত্রু—তাতে জহ্নুজী দিল্লীশ্বরের প্রজা ;—আক্রোশ বশতঃ দিল্লীশ্বর এ বিবাহে আপত্তি করেন। কিন্তু জহ্নুজী তাতে কর্ণপাত না করায়—দিল্লীশ্বর এ বিবাহ পণ্ড ক'রে তাঁর কোনো নির্ব্বাচিত রাজকর্ম্মচারীর সঙ্গে অহল্যার বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁরই আদেশে আমি অহল্যাকে হরণ করতে চলেছি। লোকে এতে আমাকেই অপরাধী করবে, কিন্তু তুমি বুঝে দেখ প্রিয়তমে— এ বিষয়ে আমার কোন অপরাধ নেই।

নারা।—তোমার কথা শুনে আমি আশ্বস্ত হলুম,—কিন্তু একটা অনুরোধ—তুমি এ কাজে হাত দিয়ো না। লোকের কাছে অপরাধী হয়ো না।

সোম।—এ অনুরোধ করো না প্রিয়তমে; দিল্লীশ্বর আমার প্রভু; তাঁর আদেশ অমান্য করা আমার পক্ষে অসাধ্য! ওকি সর্ব্বনাশ—তোমার পিতা যে! এ অবস্থায় আমাকে দেখলে রক্ষা থাকবে না—আর এখানে নয়!

[বেগে প্রস্থান।

নারা।—এই প্রেম! এই তার পরিণাম! যেন চোরের অভিনয়! যা ভেবেছিলুম—যার ভয় করেছিলুম—তাই বুঝি ঘটে যায়! বাবাকে দেখে সে তো এখানে এক দণ্ড দাঁড়াতে সাহস করলে না! হায়—হায়—কি সর্ব্বনাশ করেছি!— না, না, কিসের সর্ব্বনাশ! সোমনাথের দোষ কি? সে যে আমার স্বামী,—ঈশ্বর সাক্ষ্য ক'রে তাকে যে ভালবেসেছি—তাতে দোষ কি? যা হবার তাই হবে—ভেবে আর ফল কি!—ঐ যে বাবা আসছেন! বাবা—বাবা—

(গোবিন্দপন্থ ও রুক্মার প্রবেশ।)

গোবিন্দ।—নারায়ণী—নারায়ণী—মা আমার—

নারা।– কখন এসেছ বাবা ?

গোবিন্দ।—এই সবে মাত্র এসেছি মা, এখনি আবার যেতে হবে।

নারা।—এখনি যেতে হবে! এসেই কোথায় যাবে বাবা ?

গোবিন্দ।—যুদ্ধে যাবো ; আমার সৈন্যদল নক্ষত্রবেগে দিল্লীর পথে ছুটে চলেছে, আমি একবার নিমিষের মতন তোমাদের দেখে যেতে এলেম—কি জানি কি ঘটে! এখনি নক্ষত্রবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে সৈন্যদের ধরতে হবে। রুক্মা! তুমি তো সবই সংক্ষেপে শুনেছ, আর একটা কথা তোমাকে শুনিয়ে দিয়ে যাই ; আজ তোমরা একটু সাবধানে থেকো ; শুনলেম, সেই লম্পট সোমনাথটা আজ বাদশাহী ফৌজ নিয়ে জহুরীর কন্যাকে হরণ করতে এসেছে,—

রুক্মা।—অ্যাঁ—বলকি ? তা কেউ তাতে বাধা দেবে না ?

গোবিন্দ।—অবশ্য দেবে ; ইন্দোরের রাজপুত্রের সঙ্গে সে কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়েছে ; হোলকার-মহারাজ সদলবলে প্রচ্ছন্ন-ভাবে মথুরায় আসছেন ; তাঁরই হাতে আজ লম্পট সোমনাথের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।—আর দেরী নয়—আমি তাহলে আসি ; নারায়ণী মা আমার —এবার ফিরে এসে তোমাদের ইন্দোরে নিয়ে যাবো।

রুক্মা।—চলো দেবতার প্রসাদী ফুল সঙ্গে দিই। [প্রস্থান।

নারা।—কি শুনলুম—কি শুনলুম! মা মহামায়া, কি শোনালি মা ? আমার স্বামীর জীবন আজ বিপন্ন—হোলকার মহারাজের হস্তে তাঁর জীবনান্ত হবে! কে তাঁকে রক্ষা করবে ? কে তাঁকে রক্ষা করবে ? সোমনাথ—সোমনাথ—স্বামী! কে তোমাকে রক্ষা করবে! না না —ভয় নেই—আমি তোমার জীবন-সঙ্গিনী, আমি তোমার পত্নী, আমি তোমাকে রক্ষা করবো, আমার প্রাণ দিয়ে তোমার বিপদ মুক্ত করবো!

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বিবাহ মণ্ডপ। কাল—গোধূলি।

জহ্নুজী সিন্ধিয়া, পুরোহিত কন্যাযাত্রিগণ,

গুরু ও পুরবালাগণ

জহ্নুজী।—আজ আমার সকল বাসনা পূর্ণ হল গুরুদেব। উপযুক্ত পাত্রের হাতে আজ অহল্যাকে সম্প্রদান ক'রে আমি নিশ্চিন্ত হব। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন শুভকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়।

গুরু।—বৎস, তুমি শ্রীহরির পরম ভক্ত, তুমি সাধকচূড়ামণি, তোমার সাধ কখনো অপূর্ণ থাকবে না। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় এ শুভকার্য্য নিরাপদেই সম্পন্ন হবে।

জহ্নুজী।—আমি শুভকার্য্যের আয়োজন মাত্র করেছি, তার সমাপ্তি শ্রীহরির ইচ্ছা, আর আপনাদের আশীর্ব্বাদ।

পুরোহিত।—মহাশয়! আপনার কন্যাকে একবার এখানে আনুন, আমরা আশীর্ব্বাদ করি।

গুরু।—হাঁ—বৎস, মাকে একবার নিয়ে এসো, আমরা মার মাথায় সর্ব্ববিঘ্ননাশিনী পতিতপাবনী সুরধনীর মন্ত্রপূত জল সিঞ্চন ক'রে আশীর্ব্বাদ করি।

জহ্নুজী।—তুলসী। মা।- অহল্যাকে নিয়ে এসো।—গুরুদেব! অহল্যা আমার বড় আদরের কন্যা।—মা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, ওকে এতটুকু রেখে ওর গর্ভধারিণী বৈকুণ্ঠধামে চলে গেছে, আমি বুকে ক'রে এতদিন, ওকে পালন ক'রে এসেছি, আজ মাকে পাত্রস্থ করতে এত আমোদেও আমার প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ছে।

গুরু।—বৎস, সংসারের গতিই এই ; মা-বাপ বুকের রক্ত দিয়ে কন্যাকে পালন করে, তার পর বিবাহের দিনে সেই কন্যাকে পরের হাতে তুলে দিতে হয় ; একজন কেঁদে দেয়—আর একজন হেসে নিয়ে যায় !

(তুলসীর সহিত অহল্যার প্রবেশ।)

জহ্নুজী।—মা। গুরুদেব ও কুলাচার্য্যকে প্রণাম করো।

(অহল্যার তথাকরণ)

গুরু।—এসো মা এসো—চিরায়ুষ্মতি হও ; আশীর্ব্বাদ করি মা—আজ যে সিঁদুর সীমন্তে দেবে তা যেন অক্ষয় হয়,—যে লৌহবলয় আজ হাতে দেবে—তা যেন বজ্রের মতন দৃঢ় হয়,—তোমার সুনাম যেন ভারতময় ব্যাপ্ত হয়।

পুরোহিত।—আমি আশীর্ব্বাদ করি মা,—আজ এই হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে যাঁকে তুমি আত্মদান করবে,—তিনি যেন রাজ-রাজেশ্বর হন,—তোমাদের জীবন যেন মধুময় পুষ্পময় হয়।

(সূর্য্যমল, সোমনাথ, ও সৈন্যচতুষ্টয়ের প্রবেশ—
বরাসনে সোমনাথের উপবেশন।)

সূর্য্যমল।—পুরোহিত ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ কখনো মিথ্যা হবার নয়। অহল্যা ! ওই কন্দর্পলাঞ্ছিত সুপাত্রের হস্তে ঈশ্বর সাক্ষ্য ক'রে তুমি আত্মদান করো ; সঘনে শঙ্খ বেজে উঠুক, পুরবালা হুলুধ্বনি দিক, দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করুক,—তোমাদের দাম্পত্য-জীবন মধুময়, পুষ্পময় হোক !

জহ্নুজী।—অ্যাঁ—ও কে···সূর্য্যমল—ভাইসাহেব—তুমি ? ওকি—ও কে —ও কে—আমার জামাতার আসনে ও কে—

সূর্য্যমল।—আপনার জামাতা—সোমনাথ বাহাদুর।

জহ্নুজী।—আমার জামাতা সোমনাথ বাহাদুর—না নরকের কুক্কুর আমার

দেবরূপী জামাতার পবিত্র আসনে এসে বসেছে!—সোমনাথ! সোমনাথ! ভাইসাহেব! বলো—বলো, তুমি আমার সঙ্গে পরিহাস করতে এসেছ!

সোমনাথ।—না সিন্ধিয়া সাহেব। পরিহাস কবতে আসিনি,—সমগ্র হিন্দুস্থানের একচ্ছত্র সম্রাট—দিল্লীর বাদশাহ—শাহনশা আহম্মদশাব আদেশে আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করতে এসেছি।

গুরু।—বাপু, আমি শাস্ত্রধ্যায়ী ব্রাহ্মণ সিন্ধিয়া সাহেবের কুলগুরু; আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই,—বাদশা দেশের রাজা সমাজের রাজা নন, সমাজের রাজা ব্রাহ্মণ; সমাজপতি ব্রাহ্মণের অনুমতি নিয়েই সিন্ধিয়া সাহেব এ বিবাহেব আয়োজন করেছেন; দিল্লীশ্বরের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবার কি অধিকার আছে?

সোমনাথ।—দিল্লীশ্বর দেশেব ঈশ্বর—আইনেব ঈশ্বর; এ বিবাহ পণ্ড করবার দিল্লীশ্বরের যথেষ্ট কারণ আছে, অধিকার আছে, ক্ষমতাও আছে।

জহ্‌জী।—আর আমি কন্যার পিতা, দিল্লীশ্বরের মুখের কথা অগ্রাহ্য করবার আমারও যথেষ্ট ক্ষমতা আছে।

সূর্য্যমল।—শুধু মুখের কথা নয় সিন্ধিয়া সাহেব, দিল্লীশ্বরের স্বাক্ষরিত বাদশাহী পরোয়ানাও আছে।

জহ্‌জী।—ও পরোয়ানায় কি লেখা আছে?

সূর্য্যমল।—সোমনাথের হস্তে আপনাব কন্যাকে অর্পণ কববার আদেশ লেখা আছে। এই নিন প’ড়ে দেখুন। [প্রদান।

অহল্যা।—বাবা! ও পরোয়ানা ছিঁড়ে ফেলুন; যে নরাধম একজন ধর্ম্মপ্রাণ প্রজাকে এমন অন্যায় আদেশ জানাতে সাহস করে, সে বাদশাহ নয় দস্যু, তার পরোয়ানার কোন মূল্য নেই।

জঙ্গুজী।—ঠিক বলেছ মা, ডাকাতের পরোয়ানার কোন মূল্য নেই! আপনারা সকলে সাক্ষী আপনারা সকলে দেখুন আপনাদের সমক্ষে, অগ্নিদেবের সমক্ষে, অন্তর্য্যামী নারায়ণের সমক্ষে, গুরু পুরোহিতের সমক্ষে আমি এই বাদশাহী পরোয়ানা ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড ক'রে পদতলে দলিত করলেম!

সোমনাথ।—সূর্য্যমল! দাঁড়িয়ে দেখছ কি? তোমার সঙ্গের প্রহরীরা মানুষ—না—পুতুল?

সূর্য্য।—তোরা যে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছিস? তোদের সামনে দাঁড়িয়ে একজন সামান্য রায়ৎ শাহানশার পরোয়ানা ছিঁড়ে ফেলে পায়ে থেঁতলে দিলে আর তোরা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছিস্? তোরা কি দিল্লীশ্বরের নেমকের চাকর?

সৈন্যগণ।—বেসক্! হুজুর, হুকুম!

সূর্য্য। হুকুম দিচ্ছি,—এখুনি ওই বৃদ্ধ পাষণ্ডকে বন্দী কর, আচ্ছা, দাঁড়াও —যদি সহজে কার্য্য সিদ্ধ হয়, তা'হলে বলপ্রকাশে দরকার নেই। অহল্যা! তোমার পিতা উন্মাদ হয়েছে, ওর সঙ্গে আমি কথা কইতে অনিচ্ছুক; এখন তোমাকে বলছি—তুমি যদি নিজের কল্যাণ চাও—পিতার কল্যাণ চাও—তাহলে এখনি গিয়ে সোমনাথের পার্শ্বে পাত্রীর আসনে উপবেশন করো; সহজে যদি সম্মত না হও—তা হলে বলপ্রকাশে এ আদেশ-পালনে তোমাকে বাধ্য করবো।

অহল্যা।—সূর্য্যমল! অহল্যাকে এ পর্য্যন্ত কেউ কখনো ভয় দেখাতে পারে নি, মৃত্যু ভয় দেখাতে এসে অহল্যার শিয়র থেকে ফিরে চলে যায়! যেদিন তোমার মতন কুক্কুরের ভ্রূকুটি-ভ্রূভঙ্গ দেখে অহল্যাবাঈ ভয় পাবে, সে দিন আকাশ থেকে সূর্য্য পৃথিবীতে নেমে আসবে।

সূর্য্য।—তবে আর আমার দোষ নাই,—এই! তোরা একে বলপূর্ব্বক ওই আসনে বসিয়ে দে! পুরোহিত ঠাকুর! আমার আদেশ—আপনি মন্ত্র পড়ুন নতুবা আর কখনো আপনাকে এ পৃথিবীতে মন্ত্র প'ড়তে হবে না।

পুরোহিত। অ্যাঁ—অ্যাঁ—আমি—অ্যাঁ—নারায়ণ—নারায়ণ—

জহুজী।—ভয় নেই ব্রাহ্মণ—আমি এখনো মরিনি—আমি এখনো বেঁচে আছি আমি থাকতে আমার সামনে কেউ তোমার অমর্য্যাদা করতে পারবে না—কোনো সয়তান আমার কন্যার ছায়াস্পর্শ করতে পারবে না!—তুলসী—তুলসী—আমার হাতিয়ার নিয়ে আয়। [তুলসীর প্রস্থান] আজ জহুজী সিন্ধিয়া বৃদ্ধ হয়েছে কিন্তু একদিন যৌবনকালে এই জহুজী হাজার হাজার সৈন্যচালনা করেছে পর্ব্বত ভেঙে চুরমার ক'রে দিয়েছে চোখের আগুনে শত্রু পুড়িয়ে মেরেছে!—আজ বৃদ্ধ জহুজী আবার জেগে উঠবে আজ তার দুর্ব্বল শিথিল হস্তে আবার মত্ত মাতঙ্গের শক্তি আসবে অস্ত্র ধরে আবার সে পাষণ্ড-দমন করবে! অস্ত্র নিয়ে আয় কে আছিস আমার হাতিয়ার নিয়ে আয়। [উন্মত্তবৎ পরিভ্রমণ]

সূর্য্যমল।—বেঁধে ফেল এখনি ওকে বেঁধে ফেল,—

জহুজী।—অস্ত্র নিয়ে আয় অস্ত্র নিয়ে আয় আমার অস্ত্র নিয়ে আয়—

(অস্ত্র হস্তে তুলসীর প্রবেশ।)

তুলসী।—বাবা। বাবা! এই নাও অস্ত্র—এই নাও অস্ত্র—অস্ত্র নিয়ে আত্মমর্য্যাদা—কন্যার মর্য্যাদা—বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করো; আমিও সশস্ত্র হয়ে এসেছি রণরঙ্গিনী কিরীটেশ্বরীর হাতের খড়্গ কেড়ে নিয়ে এসেছি মা করালীর এই করাল খড়্গ হাতে ক'রে রণোন্মাদিনী চামুণ্ডার বেশে মুক্ত কেশে কক্ষভ্রষ্ট নক্ষত্রের গতিতে শত্রুর তরঙ্গে

ঝাঁপিয়ে পড়ি! দেখি কার সাধ্য আমাদের কাছ থেকে অহল্যাকে কেড়ে নেয়—

অহল্যা।—তুলসী! তুলসী! ভগিনী! নিরস্ত হ'—নিরস্ত হ',—আজ শুভ দিন—এদিনে রক্তপাত করতে নেই, তাতে অমঙ্গল হবে; বিনারক্তপাতে যে কার্য্য সম্ভব হতে পারে—সে কার্য্য-সাধনে রক্ত কেন বোন! বাবা! নারায়ণ আমাদেব সহায় সুদর্শন আমাদের রক্ষক।

শ্যামল।—অপদার্থ ভীরুগণ! এখনো তোরা আদেশ পালনে ইতস্ততঃ কর্‌ছিস্‌?

সৈন্যগণ।—ধরো—পাকড়ো

অহল্যা।—বৎসগণ! পুত্রগণ! বীরগণ! তোমরা মানুষ, তোমাদেরও প্রাণ আছে, তোমাদের সংসার আছে, সে সংসাবে তোমাদের মা আছে—তোমাদের ভগিনী আছে—তোমাদের কন্যা আছে—তোমাদেব আপদ বিপদ আছে—ধর্ম্মরাজ দণ্ড-তুলে তোমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন,—একবার কল্পনার চক্ষে তা দেখো, একবার নিজেব পবিণাম ভাবো, স্ত্রী-কন্যা-ভগিনীর পরিণাম ভাবো,—তারপর যদি ইচ্ছা হয় আমাকে ধরো।

সূর্য্য।—আর সঙ্গে সঙ্গে এটাও ভেবে রাখো—বাদশাহের হুকুম অমান্য করলে একদম কোতল হতে হবে।

১ম সৈন্য।—হুজুর! আমরা মেয়েলোকের গায়ে হাত দিতে পাববো না—

সূর্য্য।—উত্তম, তোমরা ওই বৃদ্ধকে বন্দী করো—মনে রেখো, ও বাদশাহি পরোয়ানা ছিঁড়ে ফেলেছে—বৃদ্ধকে ধরো—

সৈন্যগণ।—বুড্‌ঢাকে পাকড়াও (সৈন্যগণের অগ্রগমন)

জহুজী।—শত্রু—শত্রু—সংহার! সংহার!!

[সৈন্যগণকে আক্রমণ]

তুলসী।—তারা! তারা! হাতে তোর শক্তি ধারা ঢেলে দে মা।

(প্রথম সৈন্যকে অস্ত্রাঘাত ও তাহার পতন)

জহুজী।—মারো! মারো!—মারো—(দ্বিতীয় সৈন্যের পতন)

সূর্য্যমল!—এইবার তুমি মরো—সয়তান! এইবার তুমি মরো—

[জহুজীর বক্ষে বর্শাঘাত; তাঁহার পতন]

অহল্যা।—বাবা—বাবা—

তুলসী।—বাবা—কি হলো—

গুরু।—নারায়ণ—নারায়ণ—রক্ষা করো—

(বন্দুকেব আওয়াজ—তৃতীয় সৈন্যের পতন,—
মলহররাও, কুন্দরাও ও লক্ষ্মীকান্তের প্রবেশ।)

মলহর।—এখনো তিন জন বাকি—এখনো তিন জন পিশাচ জীবন্ত,—মারো;—পুত্র, তুমি পথরোধ করো,—লক্ষ্মীকান্ত—সিন্ধিয়া সাহেবকে দেখো,—আর আমি হাতে হাতে সঙ্গে সঙ্গে এদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি! (যুদ্ধ, মলহরের-অস্ত্রাঘাতে ৪র্থ সৈন্যের পতন; সোমনাথ ও সূর্য্যমলের পরাভব স্বীকার।) এইবার দুষ্কর্ম্মের দু'জন নায়ক ব্যাস—তাহলেই কাজ শেষ! (পিস্তল ধারণ পূর্ব্বক) ব্যাস—এইবাব—এইবার প্রস্তুত হও—মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও; মানুষ ম'রে পাপেব প্রায়শ্চিত্ত করে—তোমারা বড় ভাগ্যবান—তোমাদের পাপের সীমা আসমান ছাড়িয়ে গেছে—তাই জীবন্ত তোমরা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারছো।

সূর্য্যমল।—রক্ষা করুন—রক্ষা করুন—মারবেন না—দোহাই আপনার—আমাদের রক্ষা করুন—

মলহর।—রক্ষা করবো? তোমাদের মতন নরাধমকে রক্ষা ক'রে আমি আবার অধর্ম্মের—অনাচারের সঙ্গীবৃদ্ধি করবো? না—তা হবে না—আমি তোমাদের রক্ষাকর্ত্তা নই;—আমি তোমাদের সংহারকর্ত্তা—তোমাদের সংহার করতে এসেছি।—

সোম।—আমরা অপরাধী—আমরা আপনার কাছে মার্জ্জনাপ্রার্থী, আমাদের মার্জ্জনা করুন—আমাদের ক্ষমা করুন।

মলহর।—ক্ষমা? মার্জ্জনা?—মলহররাও হোলকারের বিধানে মার্জ্জনার অস্তিত্ব নেই; মার্জ্জনা করে প্রতারিত হয়ে মলহররাও হোলকার এখন মায়ামমতা বর্জ্জিত! চোরের মার্জ্জনা আছে—দস্যুর মার্জ্জনা আছে—হত্যাকারীর মার্জ্জনা আছে—নারীর লাঞ্ছনাকারী অপরাধীর মার্জ্জনা আমার শাস্ত্রে নেই; আমার কাছে শত্রুর ক্ষমা-প্রার্থনা নিষ্ফল—ভস্মে ঘৃতাহুতি;—মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও পাপী।

(বেগে নারায়ণীর প্রবেশ।)

নারায়ণী।—রক্ষা করো—রক্ষা করো—মহারাজ—মহারাজ—আমার স্বামীকে রক্ষা করো!

মলহর।—কে তুমি? কি বলছ তুমি? সরে যাও—আমার লক্ষ্যের পথ থেকে সরে যাও—আমাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করো না—সরে যাও—

নারায়ণী।—মহারাজ! আপনি হিন্দুকুল প্রদীপ; আপনি হিন্দুর রাজা; আমি আপনার কন্যা—আপনার কাছে আমার স্বামীর প্রাণভিক্ষা করতে এসেছি; পিতা! আমাকে আমার স্বামী ভিক্ষা দিন!

মলহর।—মলহররাও হোলকার বালক নয়! নারীর অনুরোধে সংকল্প তার পণ্ড হবার নয়!

নারায়ণী।—মহারাজ। উনি আমার স্বামী; আমার দেবতা! আমি জানি, এ বিষয়ে ওঁর কোনো অপরাধই নেই; দিল্লীশ্বরের আদেশে

উনি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন, ওঁকে মার্জ্জনা করুন মহারাজ! আর যদি ওঁকে বধ করাই আপনার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আগে আমাকে হত্যা করুন—তার পর আমার স্বামীকে বধ করবেন।

মলহর।—মা! তুমি দেবী; আমি পিস্তল ফেলে দিলেম; তুমি তোমার স্বামীকে নিয়ে স্বচ্ছন্দে চলে যাও; আমি তোমার স্বামীকে ক্ষমা করলেম—মুক্তি দিলেম; তার অধর্ম্মের সহচরকেও অব্যাহতি দিলেম।—যাও।

[নারায়ণী, সোমনাথ ও সূর্য্যমলের প্রস্থান]

সিন্ধিয়া সাহেব! আমার বিলম্বের জন্য আমি আপনার কাছে অপরাধী।

জহ্নুজী।—মহারাজ! আর আমার আক্ষেপ নেই আমার সকল বাসনা পূর্ণ হয়েছে; যোগ্য পাত্রে কন্যা সম্প্রদান ক'রে আমি ভবধাম পরিত্যাগ করতে পরছি—এই আমার শান্তি। বৎস, কুন্দরাও! এগিয়ে এসো—অহল্যা! তোমার হাত দাও; বৎস! আজ তোমার হাতে আমার বড় আদরের ধন—আমার বক্ষরক্ত—আমার জীবনের আলো—অহল্যাকে সম্প্রদান করলেম। বৎস, মা আমার দেবীস্বরূপিণী, এর ওপর বিশ্বাস রেখো—এই আমার অনুরোধ; বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ থাকলে অহল্যার কল্যাণে তুমি রাজ-রাজেশ্বর হবে—শিবের শূল তোমার হস্তের আয়ুধ হবে! মহারাজ! আশীর্ব্বাদ করুন। আমার জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত। (মৃত্যু)

অহল্যা।—বাবা। বাবা!

মলহর।—মা! মা! কেঁদো না—স্থির হও, কেঁদো না, আজ থেকে আমি তোমার পিতা—তুমি আমার স্নেহময়ী কন্যা—তুমি আমার আদরিণী পুত্রবধূ—তুমি হোলকার-কুলের রাজলক্ষ্মী!

তুলসী।—বাবা! এ আনন্দের দিনে সত্যই কি তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে। সুদূর বাঙলা থেকে—এখানে এসে পিতৃহারা হয়ে—তোমার আশ্রয়ে যে বড় সুখে ছিলুম বাবা!—আমাকে অনাথিনী ক'রে কোথায় গেলে!

লক্ষ্মী।—একি আশ্চর্য্য! অ্যাঁ—আমি কি স্বপ্ন দেখছি! এ যে সেই তুলসী!—তুলসী! তুলসী! সত্যই কি তুমি সেই তুলসী! আমার বাগদত্তা তুলসী!—আমি লক্ষ্মীকান্ত!

তুলসী।—অ্যাঁ—অ্যাঁ—তুমি—তুমি—উঃ—

লক্ষ্মী।—স্থির হও, তুলসী, স্থির হও;—দারুণ বিষাদের পরও তুমুল হর্ষ! স্থির হও!—রাজাধিরাজ! আপনি হয় তো এ দৃশ্য দেখে বিরক্ত হচ্ছেন; কিন্তু আমার আজ আহ্লাদের সীমা নাই;—এই রমণী আমার বাকদত্তা পত্নী! তুলসীর সন্ধানে আমি বাঙ্গালা ছেড়ে এত দূরে এসেছিলেম!

অহল্যা।—মহারাজ! এই তুলসী আমার বাল্যসঙ্গিনী—আমার সহচরী; ভাগ্যদোষে আমি আজ পিতৃহারা—এখন আমি একে কি ক'রে ছেড়ে যাবো?

মলহর।—কেন মা তুমি এঁকে ছেড়ে যাবে?—তুমি ছাড়লেও আমি কি ছাড়তে পারি মা;—ইনিও যে আমার মা!—আমারই আলয়ে এঁর স্থান। লক্ষ্মীকান্ত! তোমার বাকদত্তা পত্নীকে আমিই তোমার হস্তে প্রদান করছি—গ্রহণ করো;—তোমরা দুজনে সুখী হও; মা অহল্যা আমার চক্ষে লক্ষ্মী,—আর তুমি মা সাবিত্রী; লক্ষ্মী-সাবিত্রীরূপে তোমরা দুজনে ইন্দোরের রাজসংসার উজ্জ্বল করো।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক*

ইন্দোর—রাজসভা।　　　　কাল—প্রভাত।

মলহররাও, গোবিন্দপন্থ, গঙ্গাধর ও সভাসদ্‌গণ।

মলহর।—রোহিল্লাদের আচরণে আমি স্তম্ভিত হয়েছি গঙ্গাধর। তারা তখন পরাজিত হয়ে, দন্তে তৃণ ধারণ ক'রে আমার কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা করেছিল—সমস্ত গুজরাট প্রদেশে আমার সর্ব্বভৌম আধিপত্য স্বীকার করেছিল, অথচ তারাই এখন আবার মহা আড়ম্বরে আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে। এতে রোহিল্লাদের আমি কিছুমাত্র অপরাধ দেখতে পাচ্ছি না,—এ ব্যাপারে আমিই অপরাধী; কেননা—আমি তাদের মার্জ্জনা করেছিলেম, তাদের কাতর প্রার্থনায় দয়ার্দ্র হয়ে গুর্জ্জরের উর্ব্বরভূমি নরশোণিতে রঞ্জিত করতে কুণ্ঠিত হয়েছিলেম!—যাক্ সে কথা, রোহিল্লারা যেন বিদ্রোহী হলেন কিন্তু আমার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী গুজরাটের শাসনকর্ত্তা মহাযোদ্ধা সিন্ধেজি বাহাদুর কি করলেন? তিনি কি তখন নিদ্রা দিচ্ছিলেন? না বিদ্রোহীদের আস্ফালন দেখে বিনা রক্তপাতে নির্ব্বিবাদে প্রদেশটি তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে সরে এলেন?

গঙ্গাধর।—তা যদি হত তাহলেও হয়তো মহারাজ আশ্বস্ত হতে পারতেন, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক সিন্ধেজি স্বয়ং বিদ্রোহী দলের নায়ক, রোহিল্লাদের

* এই দৃশ্যটি অভিনয়ে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

সঙ্গে যোগ দিয়ে সে গুজরাটের স্বাধীন রাজা হয়েছে ; প্রচুর অর্থ পেয়ে রোহিল্লারা তাকে সাহায্য করছে।

মলহর। বটে। আমার পরমবিশ্বস্ত—আমার অন্নে প্রতিপালিত—আমার অনুগ্রহে পদপ্রাপ্ত সিন্ধেজি আজ বিদ্রোহী। অত্যাচারী দেশদ্রোহী—রোহিল্লাদের সঙ্গে যোগদিয়ে আমার বিরুদ্ধাচারী !—বিশ্বাসঘাতক ! স্বার্থপর ! নরকের প্রেত তোমার প্রতি আমি অসাধারণ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেম—তোমার মতন কীটানুকীটকে আমি রাজার ঐশ্বর্য্য দেবতার সম্মান, কুবেরের সম্পদ প্রদান করেছিলেম,—এই বুঝি তার প্রতিদান !

গঙ্গাধর। মহারাজ! আরো সংবাদ আছে ;—সিংহাসনচ্যুত দিল্লীশ্বর আহম্মদশা রোহিল্লাদের উত্তেজিত করেছে।

মলহর।—তা তো করবেই ; আমি যে তার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদশন করেছি ; দিল্লী-বিজয় করে আমি যে সেই সয়তানকে নিরাপদে অক্ষত-দেহে দিল্লী থেকে পালিয়ে যাবার অবকাশ দিয়েছি ! সে তার প্রতি-শোধ নেবো না !

(জনৈক রাজকর্ম্মচারীর প্রবেশ।)

রাজ-কর্ম্মচারী।—মহারাজ ! বড় দুঃসংবাদ জানতে এসেছি ; ভরত-পুরের জাঠেরা বিদ্রোহী হয়েছে।

মলহর। ব্যস্ ! বিদ্রোহীরা গুজরাট দখল করেছে, সঙ্গে সঙ্গে ভরত-পুরেও বিদ্রোহের আগুন জলে উঠেছে ! আর কোথাও আগুন জলে নি ? আর কোথাও বিদ্রোহের ধ্বজা উঠে নি বল বল—এক সঙ্গে সমস্ত সাম্রাজ্যব্যাপী বিদ্রোহের বার্ত্তা বলে ফেলো !

রাজকর্ম্মচারী।—মহারাজ আরো ভীষণ সংবাদ আছে ভরতপুরের রাজ-কর্ম্মচারীরা বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে তার ফলে—বলতে

কণ্ঠ রুদ্ধ হয় মহারাজ—আপনার ভ্রাতা বিদ্রোহীদেব হস্তে নিহত হয়েছেন !

মলহর।—কি ! আমার ভ্রাতা বিদ্রোহিদের হস্তে নিহত হয়েছে !—কাকে তুমি একথা বলছ কাপুরুষ ?—যার নামে হিন্দুস্থান কম্পিত হয়, যার ইঙ্গিতে রাজরাজেশ্বরের মাথার মুকুট ভূতলে লুণ্ঠিত হয়, যার রোষ-কটাক্ষে নরকের পিশাচ পৈশাচিক আচরণে ভয় পায়,—আজ সেই হোলকাবের সাম্রাজ্যে নরপিশাচের তাণ্ডব নৃত্য—তার প্রাণাধিক ভ্রাতা আজ সেই সব পিশাচের চক্রান্তে নিহত ! পন্থজি শ্মশানে পিশাচের চিতা জ্বলেছে,—ভারতেব যেখানে যত নরপিশাচ আছে —যত রাক্ষস আছে—যত সয়তান আছে,—আজ তারা তাদের সারাজীবনের দৃপ্ত হিংসাতৃষ্ণা নিয়ে লালায়িত লোভে আমায় গ্রাস করতে আসছে ! চারিদিকে পিশাচের তাণ্ডব নৃত্য।

গোবিন্দ।—মহারাজ ! শ্মশানে পিশাচের চিতা জ্বলেছে -আমরা এই খানে নবককুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করি, হিন্দুস্থানেব সমস্ত নরপিশাচকে আকর্ষণ ক'রে এই অনল কুণ্ডে আহুতি প্রদান কবি।

বাজকর্ম্মচারী। - ঐ দেখুন মহারাজ। আপনার বিধবা ভ্রাতৃজায়া শোকে দুঃখে লোকলজ্জা পরিত্যাগ ক'রে, শিশুপুত্রের হাত ধ'রে প্রকাশ্য বাজসভায় উপস্থিত।

(শিশু তুকাজিকে লইয়া তারাবাঈয়ের প্রবেশ।)

মল্লহব।—এ্রকি।—এ্রকি বিষাদময়ী মূর্ত্তি ! একি ভয়াবহ শোক প্রতিমা ! এ্রকি মর্ম্মভেদী নিদারুণ দৃশ্য ! মা—মা—সতী লক্ষ্মী ! দীর্ঘকাল পরে এই শোকজীর্ণ—দীর্ণ দেহে অফুরন্ত অশ্রু নিয়ে দেখা দিতে এলে !

তারা।—মহারাজ আপনার সদ্যবিধবা ভ্রাতৃবধূ অনাথপুত্রের হাত ধ'রে আজ রাজ-দরবারে প্রাণের আবেদন জানাতে এসেছে স্বামীপুত্র নিয়ে

সাধের সংসার পেতেছিলুম, পিশাচের তা সহ্য হ'লনা; তারা সে সংসারে আগুন ধরিয়ে দিলে; সে আগুনে স্বামী আমার পুড়ে খাক হয়ে গেলো! চোখের ওপর আমি সে দৃশ্য দেখলুম, দাঁড়াতে পারলুম না; সর্ব্বস্ব ফেলে এই পুত্রকে কোলে ক'রে চোরের মতন পালিয়ে এলুম, সঙ্গে সঙ্গে আমার বড় সাধের সংসার পুড়ে ছাই হয়ে গেলো!—মহারাজ! কেবল এই বালকের প্রাণরক্ষার জন্য আমি অভাগিনী এখনো বেঁচে আছি,—এরই জন্য লোকলজ্জা ত্যাগ ক'রে মান-মর্য্যাদা ভুলে গিয়ে দরবারে এসে দাঁড়িয়েছি!—এই বালক আমার পুত্র—আপনাব ভ্রাতার পুত্র আপনার বংশের দুলাল; আপনার সিংহাসনেব তলায় আমি একে রাখছি—আপনি একে আশ্রয় দিন—এই আমার প্রার্থনা।

মলহর।—মা! এ বালককে আমি বুকে তুলে নিলেম; তোমার পুত্র তুকাজি আর আমার পৌত্র মালিরাও এক বক্ষে স্থান পাবে।

তুকাজি।—উঃ—মহারাজ বুক জ্বলে যাচ্ছে—বাবার হত্যাকাণ্ড যেন এখনো দেখতে পাচ্ছি,—ডাকাতরা যেন তাঁকে খুঁচে খুঁচে মারছে!—

তারা।—উঃ—কি সে ভাষণ দৃশ্য!—ঘোরা ভয়ঙ্করা রাত্রি, সকলে ঘুমুচ্ছে! ওই হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠলো—ওই দেখো চারিদিকে অগ্নিকাণ্ড! স্বামী আমার নিদ্রিত,—ওই দেখো খুঁচে খুঁচে মারছে—ওই দেখো রক্তের ফোয়ারা ছুটছে! উঃ কি দৃশ্য—কি দৃশ্য! আর দেখতে পারি না! স্বামি! স্বামি! প্রভু। দেবতা! দাঁড়াও—দাঁড়াও—আমি যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি! মহারাজ—প্রতিশোধ! তুকাজি প্রতিশোধ!—আমি যাই - আমি যাই—তাঁর কাছে যাই! [বেগে প্রস্থান।

তুকাজি।—মা! মা! কোথা যাও—

মলহর।—দাঁড়াও তুকাজি দাঁড়াও,—মাকে বাধা দিয়ো না—মাকে যেতে দাও—মায়ের মায়া পরিত্যাগ করো; মা তোমার পিতার সঙ্গে সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করুন; তোমার আমার কর্ত্তব্য এইখানে।

তুকাজি।—মহারাজ!

মলহর।—বৎস! চুপ করো—চুপ করো; যদি চখের জল ফেলো, তাহ'লে প্রতিহিংসার অনল নিবে যাবে! পিতৃহারা কুমার আমার! যে অগ্নি তোমার পিতাকে দগ্ধ করেছে—এতক্ষণে আমি সেই বহ্নি দেখতে পাচ্ছি। ওই সেই অগ্নির লেলিহান রসনা আকাশ স্পর্শ করছে। সেই প্রচণ্ড অনলে তোমার জননী আত্মাহুতি দান করছে। ওই অনল হৃদয়ে ধারণ ক'রে আমাদের কর্ত্তব্য পালনে অগ্রসর হ'তে হবে! এ হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে।

(ছদ্মবেশে সোমনাথ, সূর্য্যমল ও নাজিমদ্দৌলার প্রবেশ।)

সোমনাথ।—হাঁ মহারাজ! প্রতিশোধ নিতে হবে—আমাদের দয়াময় রাজার হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে; আমরা এতে নিঃস্বার্থভাবে আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

মলহর।—কে তোমরা?—কি উদ্দেশ্য তোমাদের?

সোম।—আমরা মহারাজের মৃত ভ্রাতার প্রজা—আমরা তাঁর সন্তান সমান,—পাষণ্ড জাঠেরা আমাদের পিতাকে হত্যা করেছে,—আমরা রাজহত্যার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে চাই।

মলহর।—আমার ভ্রাতার অনুরক্ত প্রজাগণ। সত্যই কি তোমরা তোমাদের পিতৃতুল্য রাজার শোচনীয় হত্যার প্রতিশোধ নিতে চাও?

সকলে।—চাই- -প্রতিশোধ চাই।

মলহর।—এর জন্য জীবনপাতে প্রস্তুত?

সকলে।—প্রস্তুত।

মলহর।—যে রাজার রাজ্যে এমন প্রভুভক্ত—এমন রাজভক্ত—এমন বিশ্বস্ত প্রজার বাস, সে রাজাকে বিদ্রোহীদের অস্ত্রাঘাতে প্রাণ দিতে হ'ল কেন—আমি তা বুঝতে পারছি না। শুন তোমরা—ভরতপুরে বিদ্রোহ দমনে আমি তোমাদের সাহায্য গ্রহণ করব, আমি তোমাদের প্রতিশোধ নেবার অবকাশ দোব; প্রতিশোধ নেবার জন্য—তোমাদের পিতৃতুল্য রাজার হত্যাকারীদের ধ্বংস করবার জন্য—তোমরা যদি রাক্ষসের মূর্ত্তি ধারণ করো—তাতেও আমি আপত্তি করব না!

গোবিন্দপন্থ। আপনি এঁদের ইন্দোর দুর্গে নিয়ে যান; ভরতপুরের অভিযানে এঁরা আমাদের সহকারী! এবার যে রণভেরী নিনাদিত হবে, তার ফলে হোলকারের অধিকারে আর বিদ্রোহীর এক প্রাণীরও অস্তিত্ব থাকবে না!



দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রমোদ-কুঞ্জ। কাল—অপরাহ্ণ।

শিলাসনে কুন্দরাও আসীন ও অহল্যা পার্শ্বে দণ্ডায়মান।

সখীগণের নৃত্য-গীত।

ও যে এসেছে তোমারই পাশে ;—
হৃদয়ের ভাব হৃদয়ে বহিয়া—এসেছে অনেক আশে॥
যাচিছে করুণা—নিঠুর হ'য়ো না,
মরম-পীড়িতে বেদনা দিয়োনা—ফিরায়োনা নিরাশে॥

নীরব কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে, ফুটিয়াছে ফুল ভ্রমরা গুঞ্জে,
মৃদুল মৃদুল পরশিত স্বর, মিলন-রাগিণী বাজে সুমধুর,
সুলয়ে সুতানে কুঞ্জ ভরপুর্ কোকিল কুহরে আবেশে।
কুসুম-সুষমা ঢালিয়া অঙ্গে, মাতাল মলয়া ছুটীছে রঙ্গে,
নাও প্রাণবঁধু প্রিয়তমা সঙ্গে—বসাও পাশেতে উল্লাসে ॥

[প্রস্থান।

অহল্যা।—তুমি আজ কি ভাবছ? ওরা সকলে নেচে গেয়ে চলো গেলো কই তুমি তো একটিও কথা কইলে না?—কি ভাবছ?

কুন্দ।—কি ভাবছি? অনেক দিন আগেকার কথা; আজ এই প্রমোদ-উদ্যান নূতন বসন্তের সমাগমে ফুলের সৌরভের সঙ্গে সঙ্গে যেন বহুদিন পূর্ব্বের কোনো অজ্ঞাত অপূর্ব্ব রহস্য বহন ক'রে আনছে।

অহল্যা।—কি সে রহস্য প্রিয়তম?

কুন্দ।—সে রহস্য কি শুনবে? তোমার ভবিষ্যদ্বাণী! মনে পড়ে কি প্রিয়তমে, সে আজ পাঁচ বছরের কথা;–তোমাকে বিবাহ ক'রে সর্ব্বপ্রথমে এই প্রমোদ-কুঞ্জের শোভা দেখাতে এনেছিলেম। ভেবেছিলেম—আমার বিলাস-কুঞ্জ দেখে না জানি তুমি কতই তুষ্ট হবে! কিন্তু তুমি স্বর্গের নন্দনতুল্যা এমন মনোরম উদ্যান দেখে অপ্রেমিকার মতন বলেছিলে,—স্বামি! তোমার কর্ত্তব্য নয়—সৌন্দর্য্যের উপাসনা; মহাপ্রাণ কর্ম্মবীর পিতার আদর্শে কর্ম্মজীবনের প্রতিষ্ঠা—তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম; তাই দেখলেই আমি তুষ্ট হব।—তোমার মুখে তখন এ কথা শুনে আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি, মনে আনন্দ পাই নি; তোমার রূপ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলেম; তুমি তখন বলেছিলে—এ বিলাস-লালসা অচিরে আমার মন থেকে অপসৃত হবে! অহল্যা! তোমার সে ভবিষ্যদ্বাণী আজ সত্য হয়েছে; সত্যই আজ সে দিন এসেছে—সত্যই আজ এই প্রমোদ-কুঞ্জ আমার কণ্টক-

কুঞ্জ বলে মনে হচ্ছে! এ সব বিলাস বিভ্রম আজ দাবানলের মতন আমার চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন ক'রে আমায় অস্থির ক'রে তুলেছে! অহল্যা! আজ আমার নর্ম্ম-জীবনের অবসান—কর্ম্ম জীবনের সূত্রপাত।

অহল্যা।—এ তোমারই যোগ্য কথা স্বামী!—তোমার মুখেই এ কথা শোভা পায়। প্রভু, এতদিন আমাদের জীবন মিলনে ও প্রণয়ে, গল্পে ও আনন্দে—যেন মধুর মিলন স্বপ্নের মতন—বসন্তের সুধাময় হিল্লোলের মতন—শরতের রজত-শুভ্র-রজনীর মতন কেটে গেছে; এখন তুমি পুত্রের পিতা; বিলাস-কুঞ্জে আমোদ উল্লাস এখন আর তোমার পক্ষে শোভা পায় না! মহাপ্রাণ পিতা—এ বয়সে এখনো অসুর-শক্তিতে রাজ্যশাসন করছেন, এক দণ্ড নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করেন—এমন অবকাশটুকুও তাঁর নেই; তাঁর পুত্র তুমি—তোমার কি কর্ত্তব্য নয় প্রভু, তার অনুমতি নিয়ে তার কার্য্যভার নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করা?

কুন্দ।—অহল্যা অহল্যা! প্রিয়তমে! আমি তোমার উপদেশ গ্রহণ করব!—তোমারই সাহায্যে আজ আমার ন্যায় বিলাসীর জীবন-স্রোত সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়েছে। আজ আমার মোহের অবসান,—আমি আজ জাগ্রত, আমি আজ কর্ম্মপথের কর্ম্মী পান্থ! কর্ম্মের সন্ধান এখন আমার প্রধান কর্ত্তব্য।

(মলহররাওয়ের প্রবেশ।)

মলহর।—কর্ম্ম তোমার সম্মুখে পুত্র! তুমি বড় ভাগ্যবান—তাই জেগে উঠেই কর্ম্মের সন্ধান পেয়েছ! পুত্র! বড় সুসময়ে তুমি জেগে উঠেছ! আমি তোমার কালনিদ্রা ভাঙাতে এসেছিলেম, এসে দেখলেম—ভবানীরূপিনী জননী আমার তোমার মোহঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়েছেন।

কুন্দ।—পিতা পিতা! আজ আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়েছে—আমাকে মার্জ্জনা করুন।

মলহর।—কুন্দরাও! কার কাছে তুমি মার্জ্জনা চাচ্ছ? মলহররাও হোলকার মার্জ্জনা-বর্জ্জিত! তার শাস্ত্রে পুত্রেরও মার্জ্জনা নেই; আমি তোমাকে মার্জ্জনা করিতে আসিনি পুত্র, মর্ম্মান্তিক দণ্ডে দণ্ডিত করতে এসেছিলেম, তোমার সৌভাগ্য—তুমি তোমার দেবী-স্বরূপিনী সহধর্ম্মিণীর কল্যাণে মাহেন্দ্রক্ষণে জাগ্রত হয়েছ; এখন তুমি আমার দণ্ডের বহির্ভূত—এখন আর তুমি মোহপ্রাপ্ত নও; যদি মার্জ্জনা ভিক্ষার সাধ থাকে, তাহলে আমার মাতার নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করো—কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

অহল্যা।—বাবা! বাবা! আমি কি আর করেছি; অন্যায় আদেশ ক'রে আমাকে লজ্জা দেবেন না—আমার অকল্যাণ করবেন না।

মলহর।—মা! যে দিন তোমাকে প্রথম দেখেছি—সেই দিনই বুঝেছি, তুমি আদ্যাশক্তি ভবানীর অংশে জন্মগ্রহণ করেছো। তোমার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমার বংশ পবিত্র হয়েছে—আমার সাম্রাজ্য উজ্জ্বল হয়েছে! মা বিলাস-বিদ্বেষী মলহররাও হোলকার তার একমাত্র বংশধরকে বিলাস-পঙ্কে নিমজ্জিত দেখেও এতদিন নীরব ছিল কেন তা জান কি?—কেবল তোমার জন্য, তুমি তার জীবন-সঙ্গিনী সেই জন্য! তোমার মতন দেবীস্বরূপিনী রমণী যার সহধর্ম্মিণী সে কখনো অধঃপতনের শেষ সীমায় পদার্পণ করতে পারে না—আমার মনে এই ধারণা প্রবল ছিল; তাই এতদিন পর্য্যন্ত আমি তাকে ক্ষমা ক'রে এসেছি! কিন্তু আজ ঘটনাচক্রে আমি সহ্যের সীমা অতিক্রম ক'রে পুত্রের বিলাসকুঞ্জে আসতে বাধ্য হয়েছি! তুমি বড় সন্ধিক্ষণে তাকে জাগিয়েছ মা! কুন্দরাও! আমি আজ এখানে এসে

উপস্থিত হয়েছি কি জন্য—তা জান? আজ আমার সাধের সাম্রাজ্য মজ্জমান! দীর্ঘকাল পরিশ্রমে, সহস্র সহস্র রাজভক্ত বীরের জীবনের বিনিময়ে, আমার চিরজীবনের উত্তপ্ত শোণিত সেচন ক'রে যে সকল সাম্রাজ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেম—আজ সেখানে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে উঠেছে! আমার বড় সাধের গুজরাট রাজ্য আজ আবার রোহিল্লাদের কবলগত! আমার অধিকৃত ভরতপুর আজ হস্তচ্যুত। আমার ভ্রাতা নিহত, ভ্রাতৃজায়া স্বামীর অনুগামী, ভ্রাতুষ্পুত্র বালক তুকাজি আজ পিতৃমাতৃহীন—পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য আমার শরণাপন্ন—পুত্র! নব জাগরণে কর্ম্মের সন্ধান করছিলে—এখন দেখতে পাচ্ছ—তোমার চতুর্দ্দিকে কর্ম্ম-স্রোত! কোন্ কর্ম্মের প্রার্থী তুমি?

কুন্দ।—পিতা! পিতা! আমাকে ভরতপুর উদ্ধারের ভার দিন; আমি পিতৃব্য-হত্যার প্রতিশোধ নোব, বিদ্রোহদলের উচ্ছেদ ক'রে ভরতপুরে আবার হোলকার-আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করব।

মল্লহর।—উত্তম; আমি তোমাকে ভরতপুরেই পাঠাব; ভরতপুরের তিন জন বিশ্বস্ত রাজভক্ত যোদ্ধা আর বিশ হাজার সৈন্য তোমার সহায়। আর মা! আমার অনুরোধে তোমাকেও আজ এক গুরুতর ভার নিতে হবে।—আমার ভ্রাতুষ্পুত্র পিতৃমাতৃহীন বালক তুকাজি হোলকার আজ থেকে তোমার পুত্র তুমি তার জননী! সম্পর্কে যাই হোক—তুকাজি তোমার গর্ভের সন্তান—এই জ্ঞানে এই বিশ্বাসে পুত্রনির্ব্বিশেষে তোমায় তাকে পালন করতে হবে। বল মা, তুমি এতে সম্মত।

অহল্যা।—বাবা! এত আমার কর্ত্তব্য; এর জন্য আপনি এত ক'রে বলছেন কেন তা তো বুঝতে পারছি না।—বাবা! তুকাজি আজ

থেকে আপনার আশ্রিত হয়ে আমার কোলে প্রতিপালিত হবে ; যেমন আমার মালিরাও—তেমনি পুত্র তুকাজি ; ধর্ম্ম সাক্ষ্য ক'রে পুত্রজ্ঞানে আমি তার পালনভার গ্রহণ করব।

মলহর।—মা! তোমার কথা শুনে দগ্ধ প্রাণে এতক্ষণে সান্ত্বনা পেলেম! —কুন্দরাও, প্রস্তুত হও ;—আজই তোমাকে ভরতপুর অভিযান করতে হবে। [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

গোবিন্দপন্থের বাটী ; কাল—রাত্রি

নারায়ণী

নারায়ণী।—তাইতো! এ আমি কি করছি! তার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে এ আমি কি করছি! আমার এত দিনের সযত্ন গঠিত হৃদয়ে পিতৃভক্তি পূর্ণ ক'রে রেখেছিলুম, আজ তা চূর্ণ করতে বসেছি! পিতা আমার বিবাহের সম্বন্ধ ক'রে আমার সম্মতির জন্য দিবারাত্রি উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছেন ; আর আমি সত্য কথা গোপন ক'রে, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করছি! না—আর নয় ; আর তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করব না, আর মিথ্যা স্তোক-বাক্যে তাঁকে ভোলাব না, আজ আমি তাঁর কাছে সমস্ত কথা প্রকাশ ক'রে বলবো —অপরাধ স্বীকার ক'রে তাঁর কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা করব! ওই— ওই বাবা আছেন! মা—ভবানী! হৃদয়ে আমার বল দে—সাহস দে—একবার এ নিরাশ জীবনে আশার ফুল ফোটা মা!

(গোবিন্দপন্থ ও কন্যার প্রবেশ)

গোবিন্দ।—নারায়ণী! আর আমাকে সন্দেহে রেখো না মা;—তোমার ভাবগতিক দেখে আমার মনে গভীর সন্দেহ হয়েছে। যাক—সে কথা যাক;—এখন আমি তোমাকে যা বল্‌তে এসেছি শোন। আমি রাজার ঘরে তোমার বিবাহের সম্বন্ধ করেছি; তোমার প্রার্থনায়, অনেক দিন-পরিবর্ত্তন করেছি; কিন্তু এবার আমার শেষ কথা, তাঁদেরও এবার শেষ প্রতীক্ষা।—যদি তোমার এ বিষয়ে কিছু বলবার থাকে, আমাকে স্পষ্ট ক'রে বল মা, আমি আর সন্দেহে থাকতে প্রস্তুত নই!

নারা।—বাবা! যদি বলি—লজ্জার বাঁধ ভেঙ্গে আমার মর্ম্ম বেদনার কথা যদি সরল মনে অম্লান বদনে তোমার কাছে বলি, তাহ'লে বলো—তুমি আমাকে মার্জ্জনা কর্‌বে।

গোবিন্দ।—মার্জ্জনা? কিসের মার্জ্জনা? এ আবার কি কথা মা। তুমি তো আমার কাছে কখনো কোন অপরাধ করো নি, তবে এ কথা বলছো কেন? কিসের জন্য তুমি মার্জ্জনার কথা বল্‌ছো, আমি তো তা বুঝতে পারছি না মা!

নারা।—বাবা সত্যই আমি তোমার কাছে অপরাধ করেছি, আমার সে অপরাধ বড় গুরুতর; কিন্তু তা হলেও আমার মনে আশা আছে, আমি তোমার কাছে মার্জ্জনা পাবো; বল বাবা—আমায় মার্জ্জনা ক'রবে?

গোবিন্দ।—আবার সেই কথা! আবার তোমার মুখে মার্জ্জনাপ্রতিশ্রুতির প্রার্থনা! নারায়ণী! কন্যা হয়েও কি তুমি আমার হৃদয়ের পরিচয় পাওনি? তুমি তো জান মা, আমার হৃদয় বড় স্নেহপ্রবণ! তুমি আমার একমাত্র সন্তান, একাধারে তুমি আমার পুত্র ও কন্যা।

তোমার জন্য আমি চির দারিদ্র্যকে আলিঙ্গন করতে পারি—যমের দণ্ডও বোধ হয় অম্লানবদনে মাথা পেতে নিতে পারি। যদি শুনি—তুমি তোমার ঘুমন্ত পিতাকে হত্যা কর্‌বার জন্য তার বুকের উপর ছুরী তুলেছিলে—কিম্বা স্বহস্তে তার সাধের সংসারে আগুন জ্বালিয়ে দিতে গিয়েছিলে—এমন অপরাধেরও যদি তুমি অপরাধিনী হও, তা হলে আমি প্রসন্নমনে সহাস্য বদনে তোমাকে মার্জ্জনা করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু মা—আমার সুনামে—আমার পবিত্র বংশ কলঙ্ক স্পর্শ করে এমন কোন অপরাধ—এমন কোন কার্য্য যদি তোমার দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে তাহলে আমার কাছে তাব মার্জ্জনা নেই।

নারা।—বাবা! আমি তোমার বড় আদরের কন্যা।—অতি শৈশব থেকে তোমার সঙ্গে সঙ্গে সহস্র দুর্গম স্থানে বিচরণ করেছি।—দুর্ভেদ্য অরণ্যের অভ্যন্তরে—শৈল-শিখরের ভীম গভীর নীরবতায় নারীহৃদয়ের সমস্ত কোমল কামনা বিসর্জ্জন দিয়েও শেষ রক্ষা ক'রতে পারিনি! আমি আজ আত্মহারা তোমার অজ্ঞাতে অপরের কিঙ্করী!

গোবিন্দ।—কিঙ্করী!—আমার অজ্ঞাতে তুমি অপরের কিঙ্করী! এ আমি কি শুন্‌ছি!

রুক্মা।—কি বলছিস নারায়ণী—কি করেছিস সর্ব্বনাশী? তুই কাকে ভালবেসেছিস? রাজার ঘরে আমরা তোর বিবাহের সম্বন্ধ করেছি, আমাদের মাথা খেতে তুই কাকে ভালবেসেছিস? কে সে?

নারা।—মা লজ্জা ক'রবো না, সঙ্কোচ করবো না, আজ লজ্জার বাঁধ ভেঙ্গে গেছে; সত্য কথা বলি শোন—সে সোমনাথ।

রুক্মা।—সোমনাথ? কে সোমনাথ? কোথাকার কে সে?

নারা।—মা তুমি তাঁকে দেখেছো; মথুরার জমিদার সোমনাথকে নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে।

গোবিন্দ।—অ্যাঁ—এ কি শুন্‌ছি? নারায়ণী! কি বল্‌ছিস?—সর্ব্বনাশী! কি করেছিস? কি করেছিস? কালসর্পকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছিস? —রাক্ষসী—পিশাচী—কি করেছিস? কি করেছিস?

নারা।—বাবা! বাবা!

গোবিন্দ।—চুপ কর্ রাক্ষসী—চুপ কর্ পিশাচী—চুপ কর্ সর্ব্বনাশী,—আমাকে ওনামে ডাকিস্‌নি,—আমি তোর পিতা নই; আমি তোর শত্রু! উঃ—যে লম্পট—যে পামর—যে সয়তান—আমার শত্রু, আমার প্রভুর শত্রু, দেশের শান্তির শত্রু, তাকে—তাকে,—আমার কন্যা হয়ে তুই তাকে—সেই নরপিশাচ সোমনাথকে—উঃ বলতেও বুক কেঁপে উঠছে—বুকের রক্ত জমাট বেঁধে যাচ্ছে—প্রাণ ফেটে যাচ্ছে! —তাকে—তাকে—তুই—তুই—কালামুখী! কালসাপিনী! বল—এখনো বল—মিথ্যা কথা!

নারায়ণী।—বাবা! আমি তোমাকে মিথ্যা বলিনি,—সত্য কথা বলিছি। এ আজকের কথা নয়—পাঁচ বছর আগেকার কথা; আমরা তখন মথুরায়; সোমনাথ আমাকে যাদু করেছিল—আমাকে মুগ্ধ করেছিল, নইলে কেন আমি সকলের অজ্ঞাতে তাকে আত্মসমর্পণ করবো?

গোবিন্দ।—রুক্মা! রুক্মা! তুমি সর্ব্বদাই বলতে—সংসারে আমাদের মতন সুখী কে? তখন সুখেব সীমা খুঁজে পেতে না,—এখন বুঝতে পারছ; গুণবতী কন্যার কল্যাণে আমরা কি স্বর্গীয় সুখের অধিকারী হয়েছি? সংসারে তখন পোড়া চোখে দুখের অবধি দেখতে পাওনি; আজ দেখো—রুক্মা, রুক্মা—বুকের আগুনে চোখ দুটো জ্বালিয়ে দেখো —তোমার কুমারী কন্যা আমাদের সুখের সংসারের ওপর—আমার পুণ্য বংশের পবিত্রতা ভেদ ক'রে আজ কলঙ্কের কি উজ্জ্বল ধ্বজা তুলে ধরেছে। দেখো—দেখো—প্রাণ খুলে দেখো—দুই হাতে বুক চেপে

দেখো ; তুমি দেখো, আমি দেখি ; দেশেব বাজা দেখুক, প্রজা দেখুক, শত্রু দেখুক, সকলে দেখুক—আমাদেব সংসাব কেমন চমৎকার !

নাবায়ণী।—বাবা ! মোহেব ছলনায় বুদ্ধিব ভ্রমে আমি তোমার চরণে অপবাধিনী,—কিন্তু আমি কলঙ্কিনী নই। আমি তাঁকে বিবাহ কবেছি ; ধর্ম্মেব বিধানে তিনি আমাব স্বামী, আমি তাঁব পত্নী।

গোবিন্দ।—ধর্ম্ম ? এখানে ধর্ম্ম কোথায় ? পুত্রকন্যার বিবাহে শাস্ত্রমতে পিতা মাতাই যোগ্য অধিকাবী। সর্ব্বনাশী—বাক্ষসী ধর্ম্মেব দোহাই দিয়ে আমাকে মুগ্ধ কবতে চাস্ ? মনে কবেছিস বুঝি—ধর্ম্মেব দোহাই দিলে আমি সব ভুলে যাবো।—মিথ্যা কথা ; আমাব চক্ষে তুই—সেই পিশাচেব বিলাসেব দাসী !

নারায়ণী।—বাবা !—বাবা ! ঈশ্বব সাক্ষ্য ক'বে বল্‌ছি, আমি কলঙ্কিনী নই ; তিনি আমাব স্বামী ! আমি তাঁব স্ত্রী ! বাবা, আমাদেব মার্জ্জনা করো এই আমার প্রার্থনা।

কৃষ্ণা।—ঘরের কলঙ্ক বাড়িয়ে আর কি ফল হবে প্রভু ? মেয়েকে মার্জ্জনা করো, অদৃষ্টফলে শত্রু আজ জামাতা—

গোবিন্দ।—জামাতা ? কে আমার জামাতা ? যে পিশাচ মহারাজ হোলকারের মহা শত্রু, যার চক্রান্তে চতুর্দ্দিকে আগুন জ্বলে উঠেছে, মহারাজার ভ্রাতা যার জন্য নিহত, গুজরাট বিদ্রোহিদেব কবলগত, এখনো যে প্রাণপণে আমাদের সঙ্গে শত্রুতাচরণ করছে,—সেই নরপিশাচ সোমনাথ আমার জামাতা ? নারায়ণী ! আমি বুঝতে পেরেছি, সেই নরাধম আমার অজ্ঞাতে প্রলোভনে তোকে মুগ্ধ করেছে ! তার এ আচবণের প্রতিফল আমি তাকে স্বহস্তে প্রদান করবো। এখন তোর প্রতি আমাব এই আদেশ—সেই বর্ব্বরের স্মৃতি

হৃদয় থেকে উৎপাটিত ক'রে আমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হয়ে বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান কর।

নারায়ণী।—বাবা! এ কথা তোমার মুখে শোভা পায় না! ক্রোধে তুমি আমাকে যাই বলো—যাই ভাবো—আমি কলঙ্কিনী নই; ধর্ম্মের চক্ষে—নারায়ণের চক্ষে—বিশ্ব-বিধাতার চক্ষে আমি স্বামীর বিবাহিতা স্ত্রী! যদি দুনিয়ার রাজা আমার পাণি-প্রার্থী হন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য্য আমার পদতলে ফেলে দেন,—তা হলেও আমি স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিনী হতে পারবো না।

গোবিন্দ।—আর আমি যে তোমার পিতা—আমার আদেশ যে তোমার সর্ব্বদা পালনীয়—এ কথা একবারও তুমি তোমার মনের কোণে স্থান দিতে চাও না! রুক্মা, রুক্মা! শুনছ? দেখছো? দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ ক'রে অনন্ত কষ্ট সহ্য ক'রে যাকে সংসারের আলো দেখিয়েছ, শরীর পাত ক'রে যাকে পালন করেছ, যার একটু কষ্ট দেখে বেদনার একটু ক্ষীণ আভাস পেয়ে চক্ষে জগৎ সংসার অন্ধকার দেখেছ,—আজ সেই আদরিণী কন্যার কথা শুনছ? সে আজ মানুষ হয়েছে; সে আজ বাপ চায় না, মা চায় না; বাপ মার সম্মুখে পাথরের প্রাচীর গেঁথে দিয়ে সে আজ স্বেচ্ছাচারিণীর মত বাপের শত্রুর হাত ধরে দিগন্তের কোলে মিশে যেতে চায়!- বাঃ—বাঃ রে সংসার! মরি—মরি—বিধাতার সৃষ্টি কি চমৎকার! যাঃ—দূর হ,—এই দণ্ডে আমার সম্মুখ থেকে দূর হ'!

নারায়ণী।—বাবা! বাবা!

গোবিন্দ।—ভুলবো না কালামুখী—ভুলবো সর্ব্বনাশী! তোর ছল ছল চক্ষু আর আমাকে ভোলাতে পারবে না! যাও—দূর হও।

নারায়ণী।—মা! মা! তুমিও বিমুখ হলে? তুমিও নিদয় হলে মা?—তুমিত একটা কথাও কইছ না!

রুক্মা।—মা—মা আমার—বুকপোরা ধন! আয় মা বুকে আয়—

গোবিন্দ।—[বাধা দিয়া] খবরদার! রুক্মা—রুক্মা—তুমি আমার স্ত্রী; কন্যাস্নেহে মুগ্ধ হয়ে কর্ত্তব্য ভুলো না; আমার আদেশ—কলঙ্কিনী কন্যাকে পরিত্যাগ করো; আমি ওকে ত্যাগ করেছি—তুমিও ত্যাগ করো।

রুক্মা।—ওগো—কি বলছ? কাকে ত্যাগ কবছ?

গোবিন্দ।—কাকে ত্যাগ করেছি, তা কি বুঝতে পারছ না? যে আমার সংসারে শ্মশানের চিতা জ্বেলেছে—আমার পুণ্যবংশে কলঙ্কের কালি দিয়েছে—আমি সেই কলঙ্কিনী কালামুখী কন্যাকে ত্যাগ করছি।

নারায়ণী।—বাবা! বাবা! আমি যাচ্ছি—জন্মেব মতন তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছি! মা! মা! আমার মায়া ভুলে যাও—অভাগিনী মেয়েকে বিদায় দাও!—যাই তবে; কিন্তু যা'বার আগে আবার বলে যাই,—আমি কলঙ্কিনী নই; ইচ্ছা করলে হয় তো তোমরা আমার স্বামীকে আপনার ক'রে নিতে পারতে!

[প্রস্থান।

রুক্মা।—কি করলে? কি করলে? মেয়েটাকে সত্যি সত্যি তাড়িয়ে দিলে?

গোবিন্দ।—হাঁ—দিলেম।

রুক্মা।—দিলে? মুখ ফুটে আবার তা বলছ? তুমি কি পাষাণ? তোমার হৃদয়ে কি একটুও দয়া মায়া নেই? আমার যে বুক ফেটে যাচ্ছে,—আমি যে তার মা—

গোবিন্দ।—আর আমিও যে তার বাপ! রুক্মা! আমার বুক কি ফাটছে না? আমার বুকের ভেতর কি তুষের আগুন জ্বলছে না? অভাগিনী পরিত্যক্তা কন্যাকে আবার বক্ষে ধারণ করবার জন্য কি

আমার হৃদয় বিদ্রোহী হয়ে ছুট্‌তে চাচ্ছে না? কিন্তু কি করবো, উপায় নেই! রুক্মা! রাজা আমার দেবতা; মহারাজা হোলকার আমার অন্নদাতা, আশ্রয়দাতা, প্রতিপালক; রাজদ্রোহীর পত্নীকে—আমি আমার আলয়ে স্থান দিতে পারি কি? বলো দেখি রুক্মা তা পারি কি?—ওকি! তুমি কাঁদছ!—রুক্মা! রুক্মা! কেঁদোনা—কেঁদোনা—চ'খের জল ফেলো না—আমার বুক কাঁপছে:—আমায় ধরো; আমার প্রাণ উদ্বেলিত হচ্ছে, চক্ষে ধাঁধা লাগছে, দিগন্তের অন্ধকার প্রলয় তরঙ্গ নিয়ে আমায় বুঝি গ্রাস করতে আসছে! রুক্মা! আমায় ধরো—আমায় ধরো!!

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রণস্থল। কাল—রাত্রি

(মৃত সৈন্যগণ পতিত; সেবাকারিণী

রমণীগণের প্রবেশ।)

গীত

ব্যথিত আহত কে আছ এখানে দাওহে বারেক সাড়া।
তোমাদের ডাকি লইতে ভবনে এসেছি এখানে মোরা॥
শুশ্রূষাকারিণী আমরা রমণী, ভবানী-রূপিনী অহল্যা-সঙ্গিনী,
করুণাময়ী জন-জননী তিনি,—আতুরের সেবা তাঁহারই ধারা।
ঘোরা যামিনী আঁধারে মগনা, নিশাচর-ধ্বনি শোননা-শোননা-
সুধাই কাতরে কথাটি কহনা,—হয়োনা হয়োনা আপনহারা॥

১ম রমণী।—কই, আর তো কেউ সাড়া দিলে না?

(অহল্যা ও তুলসীর প্রবেশ)

অহল্যা।—আর সাড়া কে দেবে বোন? যারা সাড়া দেবার, তারা দিয়েছে; এখন যারা পড়ে আছে, তারা মানুষের ডাকে সাড়া দেবে না; তাদেব প্রাণবায়ু পঞ্চভূতে মিশে গেছে।

তুলসী।—তোমরা চলে এসো; এদিকে আর একটিও আহত নেই; এখানে শুধু মৃতদেহ পড়ে আছে; আমরা ওদিক থেকে আহতদের তুলে নিয়ে গেছি।

অহল্যা।—আহা! আজ অনেকগুলি দুর্ভাগ্য প্রাণীর প্রাণরক্ষা হয়েছে! এরাও যদি আহত হত, তাহলে হয়তো এদেরও বাঁচাতে পারতুম।

(কুন্দবাওয়ের প্রবেশ।)

কুন্দরাও।—অহল্যা, তোমার আচরণে আমি আশ্চর্য্য হয়েছি; সদাসর্ব্বদাই তোমার জন্য আমাকে অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে থাকতে হচ্ছে, যদিও আমি যুদ্ধে জয়লাভ করেছি—শত্রুধ্বংস ক'রে যদিও কুম্ভীর দুর্গ দখল করতে পেরেছি, কিন্তু এখনো এ অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে শত্রুশূন্য হয়নি, এখনো তারা আমাদের ছিদ্র অন্বেষণ করছে—আবার দলবদ্ধ হয়ে কুম্ভীর দুর্গ পুনরধিকার করবার চেষ্টায় আছে। এ অবস্থায় এই অন্ধকার রাত্রে ভীষণ সমরক্ষেত্রে হতাহত সৈন্যস্তূপের মধ্যে এ ভাবে বিচরণ করা তোমার পক্ষে শোভা পায় কি?

অহল্যা।—প্রভু! এই উদ্দেশ্য নিয়েই তোমার সঙ্গে রাজধানী থেকে সুদূর সমর-প্রাঙ্গণে এসেছি; তোমারই অনুমতি নিয়ে আমার সঙ্গিনীদের সঙ্গে যুদ্ধান্তে ভীষণ সমরক্ষেত্রে এসে আহত মরণাপন্ন সৈন্যদের শুশ্রূষা করেছি। এখানে এসে প্রথমে যা দেখেছিলুম প্রভু —তাতে প্রাণ ফেটে গিয়েছিল! বিশাল প্রান্তরের চতুর্দ্দিকে

স্তূপীকৃত দেহ ; কেউ হত, কেউ বা আহত ; দারুণ প্রহারে নির্জ্জীব হয়ে অনেকে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে পড়ে মরণ চীৎকার করছিল ; কেউ চায়—একটু তৃষ্ণার জল, কেউ চায়—এক মুষ্টি ক্ষুধার অন্ন, কেউ চায়—একটু মুক্ত স্থান, কেউ চায়—একবার জন্মের মতন স্ত্রীপুত্রের দর্শন ! দুর্ভাগাদের আর্ত্তনাদে আকাশ ফেটে যাচ্ছিল, কেউ তাদের দিকে ফিরে চায়নি—কেউ তাদের প্রার্থনায় কাণ দেয়নি ! আমরা তাদের মুক্ত করেছি, শিবিরে নিয়ে গিয়ে তাদের মুখে তৃষ্ণার জল, ক্ষুধার অন্ন দিয়েছি ; আজি সেখানে গিয়ে দেখো—সহস্র সহস্র আহত মরণাপন্ন প্রাণী মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে আবার সবল সুস্থ হয়ে উঠে বসেছে ; তাদের মুখে আবার প্রতিভার অরুণরাগ ফুটে উঠেছে ; তারা সব শত্রুসেনা, কিন্তু আজ শত্রুতা ভুলে গিয়ে আমাদের দলভুক্ত হয়েছে—আত্মোৎসর্গ করেছে। প্রভু ! আমাদের কার্য্যে হিতই হয়েছে, অন্যায় কিছু হয়নি।

কুন্দ।—সব বুঝলেম ; কিন্তু অহল্যা – সত্য কথা বলতে কি, সমরক্ষেত্র পুরবালাদের বিচরণের স্থান নয়, এখানে বিপদ পদে পদে ; এ যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ নয় অহল্যা ; এ অঞ্চলের রাজদ্রোহীরা দলবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ উপস্থিত করেছে ; এরা সব বিদ্রোহী, বিদ্রোহীদের ধর্ম্মজ্ঞান নেই—তাদের বিশ্বাস নেই।

অহল্যা।—আমরা রমণী, আহতদের শুশ্রূষা করাই আমাদের কাজ ; বিদ্রোহীরা ধর্ম্মজ্ঞান বর্জ্জিত হলেও, তারা কখনো স্ত্রীলোকের অমর্য্যাদা করবে না।

কুন্দ।—যারা গভীর রাত্রে অতর্কিতভাবে দুর্গ অধিকার ক'রে নিদ্রিত রাজার বক্ষে অস্ত্রাঘাত করতে পারে, জগতে তাদের অসাধ্য কর্ম্ম নেই ! তাদের পক্ষে সবই সম্ভব ! পরাজিত লাঞ্ছিত শত্রুপক্ষ কোনো

প্রকারে এই অরক্ষিত সমরক্ষেত্রে যদি তোমাদের আক্রমণ করে, তাহলে—

তুলসী।—তাহলে আমরা কি করবো,—এই কথা জিজ্ঞাসা করছেন কুমার? এর উত্তর আমার মুখে শুনুন;—তাহলে তারা এই অস্ত্রহীনা শ্বেতবসনা কয়টি নারীকে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে দেখবে! দেখবে—এই রমণীদের রিক্তহস্তে আগ্নেয় আয়ুধ, অঙ্গে দুর্ভেদ্য বর্ম্ম, মুখে বিদ্যুতের প্রভা, চক্ষে বজ্রের দীপ্তি!

কুন্দ।—সে কি!!

অহল্যা-সঙ্গিনীগণের রণ-রঙ্গিণীবেশে প্রবেশ।

গীত।

মোরা রণরঙ্গিণী—বধূ-রাণী-সঙ্গিণী—নহি হে ননীর পুতলী।
শান্তিতে শান্ত মমতাময়ী—সমরে বিষম বিজয়ী।
আসে যদি অরি—কিবা তাতে ভয়,
বীরাঙ্গনা মোরা—রণেতে দুর্জ্জয়,
করে কপালিনী হবেন উদয়—সন্ সন্ সন্ ছুটবে গুলী।
ধর্ম্মের তরে দৃপ্ত দেহ—পুষ্ট মোদের প্রাণ,
নাসারন্ধ্রে অগ্নি ছোটে—শত্রু কম্পমান,
তুলে দিতে করে বিজয় নিশান—আসিবে আপনি জননী কালী॥

কুন্দ।—না, আর আমার অবিশ্বাস নেই; তোমরা মনে করলে যে অসাধ্য সাধন করতে পার—তাতে আর সন্দেহ নেই! অহল্যা! আর আমি তোমার কোনো সদনুষ্ঠানে বাধা দোব না।

তুলসী।—আমি এমন নির্ব্বোধ নই, যে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা না ক'রে হোলকারবংশের কুললক্ষ্মীকে অরক্ষিত সমরক্ষেত্রে বিচরণ করবার

অবকাশ দোব!—যাক্, আমাদের কাজ শেষ হয়েছে, এখন দুর্গে চলুন।

কুন্দ।—চলো।

[সকলের প্রস্থান।

(সোমনাথের প্রবেশ।)

সোমনাথ।—অন্ধকার! চতুর্দ্দিকে অন্ধকার! ভীষণ দুর্ভেদ্য অন্ধকার যেন নরকের প্রেতের মতন আমাকে আলিঙ্গন করতে আসছে! এই অন্ধকাররাশির মধ্যে অন্ধভাবে আমরা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে ছুটিছি? এর ফল কি হবে জানি না! যাদের উত্তেজিত ক'রে বিদ্রোহ বাধিয়ে ছিলেম, তারা আজ পরাজিত—সর্ব্বস্বান্ত; রাজসৈন্যদলে ছদ্মভাবে সংশ্লিষ্ট থেকেও আমরা কিছু করতে পারলেম না। হতাবশিষ্ট বিদ্রোহীদের অদূরে সযত্নে রক্ষা করেছি,—কোনো নূতন কৌশল আবিষ্কার করবার জন্য একাই বহির্গত হয়েছি! কিছু কি করতে পারবো না? শত্রু-হননের যে সঙ্কল্প করেছি—তা কি সিদ্ধ হবে না! হায়—নারায়ণী! এ সময় তোমায় যদি পেতেম—

(নারায়ণীর প্রবেশ।)

নারায়ণী।—তাহলে কি করতে প্রভু?

সোমনাথ।—এ কি—নারায়ণী? সত্যই কি তোমায় পেলেম? সত্যই কি এ বিপদে তুমি আমাকে রক্ষা করতে এসেছ? দয়াময়! তুমি যে এত করুণাময় তা জানতেম না।—নারায়ণী! নারায়ণী! প্রিয়তমে! কি ক'রে তুমি আমার সন্ধান পেলে?

নারা।—তুমি যে ছদ্মবেশে কুমারের সৈন্যদলে আছ—আমি তা জানতুম;

তাই সন্ধান ক'রে এখানে এসেছি। প্রভু, আমি আজ আশ্রয়হীনা—তাই তোমার কাছে আশ্রয় নিতে এসেছি।

সোম।—আশ্রয়হীনা!—সে কি! তোমার পিতা?

নারা।—তিনি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

সোম।—তাড়িয়ে দিয়েছেন?—পিশাচ! নরাধম! পশু!—

নারা।—তোমার পায়ে পড়ি—তাঁকে কুকথা বলো না, আমি তা সহ্য করতে পারবো না; তিনি আমার পিতা! তাঁর কোন দোষ নেই; আমাকে তাড়িয়ে দেবার তাঁর যথেষ্ট কারণ ছিল, তুমি তা সবই জান প্রভু!

সোম।—বুঝিছি! তা তুমি এখন কি করতে চাও নারায়ণী?

নারা।—তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার দাসী; তুমিই এখন আমার আশ্রয়দাতা; আমি তোমার চরণে আশ্রয় চাই।

সোম।—প্রিয়তমে! আমিও আজ বড় বিপন্ন; বিপদ থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমি আজ ভীষণ জীবন-সংগ্রামে রত হয়েছি; নারায়ণী! তুমি বুদ্ধিমতী, এ সময় তুমি আমার সহায় হও!

নারা।—আমি তোমার দাসী; আপদে বিপদে আমি তোমার সঙ্গিনী; তোমার মঙ্গলের জন্য আমি কি না করতে পারি প্রভু?

সোম।—তোমার সাহায্য পেলে এ জটীল জীবন-সংগ্রামে নিশ্চয়ই আমি জয়যুক্ত হবো; নারায়ণী! আমি তোমার সাহায্য চাই, সকল রকমে তোমার সাহায্য চাই।

নারা।—তোমার জন্য আমি প্রাণত্যাগেও কুণ্ঠিত নই; বলো—কি করতে হবে?

সোম।—এখনি তা শুনতে পাবে; সে এক ভীষণ ষড়যন্ত্র; তোমাকে সে ষড়যন্ত্রের নায়িকা হতে হবে।

নারা।—ষড়যন্ত্র!—সে কি ?

সোম।—ভয় পেয়ো না—আশ্চর্য্য হয়ো না; সত্যই ষড়যন্ত্র,—ভীষণ ষড়যন্ত্র; কিন্তু সে ষড়যন্ত্র আমার কল্যাণের জন্য, আমার জীবন-রক্ষার জন্য, সংসারে আমার প্রতিষ্ঠার জন্য; এসো শুনবে এসো।

নারা।—প্রভু! উপরে ভগবান আছেন,—ওই চন্দ্রদেব আমাদের কথার সাক্ষী হচ্ছেন,—আমি তোমার কথায় বিশ্বাস ক'রে তোমার কল্যাণের জন্য তোমার অনুসঙ্গিনী হলুম; যা তোমার ধর্ম্মে হয় তাই কোরো।

সোম।—এসো—চলে এসো!

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

দুর্গ-পথ। কাল—রাত্রি।

লক্ষ্মীকান্ত।

লক্ষ্মীকান্ত।—না—গতিক বড় ভাল বোধ হচ্ছে না! কেমন যেন একটা খট্‌কা লাগছে! এক বেটা হাবিলদার এসে কুমারকে কি বললে; কুমার তার কথা শুনে শয়নকক্ষে চলে গেলেন, তার পরেই ফিরে এসে সেই লোকটার সঙ্গে হন্তদন্ত হয়ে কেল্লা থেকে বেরিয়ে গেলেন।—আমিও তাঁর পেছু নেবো মনে ক'রে আসছি, এমন সময় দেখি, একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে অহল্যা দেবী একটা ছুঁড়ীর সঙ্গে কি পরামর্শ করছেন!—কি যে ব্যাপার, তা তো কিছু বুঝ্‌তে পারছি না! কুমার কি দেবীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বেরিয়ে গেলেন? না, তা তো বোধ হয় না; কুমার একটু উদ্ধত মেজাজের মানুষ বটেন,

কিন্তু দেবী তো সে রকম নন; তিনি যে মাটীর মানুষ! না—একবার তুলসীর সঙ্গে পরামর্শ করতে হচ্ছে; তাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে কোনো কাজে হাত দেওয়া হবে না। [প্রস্থান।

(অহল্যা ও নারায়ণীর প্রবেশ।)

অহল্যা।—ভয় নেই বোন, আমি তোমার স্বামীকে রক্ষা করবো।

নারা।—আপনি একলা যাবেন দেবী?

অহল্যা।—একলা কেন? তুমি তো আমার সঙ্গে আছ বোন!

নারা।—স্তূপীকৃত শবের ভেতর তিনি পড়ে আছেন, আমরা দু'জনে কি তাঁকে আনতে পারবো?

অহল্যা।—কেন পারবো না?—তোমার স্বামীকে সে অবস্থায় দেখলে তোমার দেহে তখন দশ হস্তীর বল আসবে; তোমার দেখাদেখি আমারো হাত দু'খানি দশভুজার শক্তি ধরবে।—অন্য কারোর সাহায্য নেবার কিছুমাত্র দরকার দেখি না।

নারা।—রক্ষী-প্রহরীদেরও সঙ্গে নেবেন না?

অহল্যা।—না; আমি তাদের কখনো সঙ্গে নিই না; আমার সঙ্গিনীরাই আমার রক্ষয়িত্রী। কিন্তু তারা কঠোর পরিশ্রমের পর এখন নিদ্রাতুরা; আমি তাদের অনর্থক কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি না! তুমি আর দেরী করো না,—চলো।

নারা।—যদি আপনার কোন বিপদ হয়?—কেউ যদি অত্যাচার করে?

অহল্যা।—কিসের বিপদ হবে?—কে অত্যাচার করবে? আমি বিপন্নকে রক্ষা করতে যাচ্ছি, বিপদবারণ নারায়ণ আমাকে রক্ষা করবেন! আমায় দেখলে অত্যাচারীর হস্ত অচল হবে, অঙ্গ পঙ্গু হবে, চক্ষু অন্ধ হয়ে যাবে! তুমি ভেবো না, আমার জন্য ভেবো না।

মনে ক'রে দেখো—তোমার স্বামী সমর ক্ষেত্রে জীবন্মৃত অবস্থায় প'ড়ে আছেন—এতক্ষণে হয়তো শৃগাল-কুকুরে তাঁর দেহ নিয়ে টানাটানি করছে তুমি আর এক পল দেরী করো না, আমায় শীঘ্র সেখানে নিয়ে চলো।

নারা।—[স্বগত] ঈশ্বর! তোমার রাজ্যে সৃষ্টির এতো বৈষম্য! অহল্যাও মানুষ, আমিও মানুষ; কিন্তু আমাদের দুজনের ভেতর কত প্রভেদ। আমি অহল্যাকে মিথ্যা কথায় ভুলিয়ে তার সর্ব্বনাশ করতে এসেছি, আর সে তাইতেই ভুলে আমার জন্য অম্লানবদনে বিপদের মুখে ছুটে চলেছে! উঃ—কি ভয়ঙ্কর! কি ভয়ঙ্কর! আমি এমন দেবীর সর্ব্বনাশ করতে বসেছি? সত্যই কি আমি পিশাচী হয়েছি? নারী হৃদয়ের সমস্ত করুণ প্রবৃত্তি কি পিত্রালয় ত্যাগ করবার সঙ্গে সঙ্গেই বিসর্জ্জন দিয়েছি!—উঃ—আমি কি হয়েছি! কি হয়েছি!

অহল্যা।—তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একমনে কি ভাবছো? তুমি কি পাগল হয়েছো? তোমার স্বামী মরতে বসেছে, আর তুমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু ভাবছো!

নারা।—[স্বগত] স্বামী! স্বামী! তুমি আমার দেবতা, তোমার আদেশ আমার পালনীয়; তাই অনিচ্ছাস্বত্ত্বেও তোমার আদেশ পালন করতে এসেছিলুম, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলুম না প্রভু, আমায় মার্জ্জনা করো। আমি এখুনি তোমার ষড়যন্ত্রের জাল ছিঁড়ে দোব!

অহল্যা।—এমন পাগল তো কোথাও দেখিনি!—দেখ বোন, কক্ষে আমি স্বামীর প্রতীক্ষা করছিলুম, কিন্তু তোমার বিপদের কথা শুনে, তাঁকে কিছু না বলেই তোমার সঙ্গে চলে এসেছি! তিনি হয় তো এতক্ষণ বিশেষ উদ্বিগ্ন হ'য়ে আমায় খুঁজচেন!—তুমি যে কেন মিছে দেরী করছো; আমি তা বুঝতে পারছি না।

নারা।—দেবী! দেবী! আমায় ক্ষমা করুন—আমায় ক্ষমা করুন!

অহল্যা।—ক্ষমা করবো? কেন—কি হয়েছে? তুমি আমার কি এমন ক্ষতি করেছ যে তার জন্য ক্ষমা চাচ্ছ?

নারা।—আমি আপনার সর্ব্বনাশ করেছি—আপনার সুখের মূলে বজ্রাঘাত করেছি।

অহল্যা।—কি তুমি বলছো? পাগলের মতন কি বলছো? আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না!

নারা।—বুঝতে পারছো না—আশ্চর্য্য! ওঃ—ঠিক! দেবী হয়ে দানবীর চক্র বুঝবে কি ক'রে! আমি দানবী—আমি রাক্ষসী;—আমার রাক্ষস স্বামী আহত হয় নি—আমি তোমাকে মিথ্যা সংবাদ দিয়েছি-তোমার সর্ব্বনাশ করতে এসেছি!

অহল্যা।—অ্যাঁ—কি বলছো? তোমার স্বামীর সংবাদ তাহলে সত্য নয়? তুমি তা হলে আমাকে এখানে মিথ্যা ডেকে এনেছো?—আমার সর্ব্বনাশ করতে এসেছ?—তুমি আমার কি সর্ব্বনাশ করবে ভগিনী?

নারা।—যার বাড়া আর রমণীর সর্ব্বনাশ হতে পারে না—যার বাড়া আর বিপদ নেই! দেবী! দেবী! আমি তোমার স্বামীকে মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দিয়েছি!

অহল্যা।—অ্যা—অ্যাঁ—কি বললে? না, না, মিথ্যা কথা,—এ কখনো সম্ভব হতে পারে না।

নারা।—হাঁ হয়েছে—দেবী! সম্ভব হয়েছে! আমি তোমার চিরশত্রু সোমনাথের স্ত্রী। সে এখানে ষড়যন্ত্রের জাল পেতেছে; তারই কথায় আমি মিথ্যা সংবাদ নিয়ে শয়ন-কক্ষ থেকে তোমাকে ডেকে এনেছি;

এই অবসরে অপর চক্রী তোমার স্বামীর কাছে তোমার চরিত্রে অপবাদ দিয়েছে, তুমি দুর্গের বাইরে সোমনাথের সঙ্গে দেখা করতে গেছো—এই মিথ্যা সংবাদ দিয়েছে!—তাই শুনে তোমার স্বামী একলা দুর্গ থেকে বেরিয়ে গেছেন! দুর্গের বাইরে সহস্র শত্রু সৈন্য তাঁর প্রতীক্ষা করছে! এতক্ষণ হয়তো তিনি শত্রু-হস্তে বন্দী হয়েছেন; শত্রুরা তাঁকে হত্যা করবার সংকল্প করেছে! ওই-ওই বুঝি চীৎকার! ওই বুঝি তাঁর মরণ-আর্ত্তনাদ! উহুঃ—আমি কি করলুম—আমি কি করলুম!

অহল্যা।—অ্যাঁ—কি করলে? কি করলে? তুমি ত রমণী! রমণী হ'য়ে এ তুমি কি করলে! তোমার প্রাণে একটু বাজলো না! না—না—তোমার দোষ কি! দোষ আমার অদৃষ্টের, বলো—বলো তুমি—স্বামী আমার কোন্ পথে গেছে? বলো—বলো তুমি, কোন্ খানে শত্রু তাঁকে বন্দী করবার সংকল্প করেছে?—বলো—শীঘ্র বলো—

নারা।—দুর্গের পেছনে—নদীর ধারে!

অহল্যা।—বজ্রধর! বুকে আমার বজ্রের বল দাও! নারায়ণ! চক্ষে আমার সূর্য্যের আলো দাও; সহস্রলোচন! আমায় পথ দেখাও,—: আমি যেন স্বামীর সন্ধান পাই!

নারা।—(বাধা দিয়া) কোথা যাও—একলা কোথা যাও? সৈন্যদের ডাকো—তাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও—

অহল্যা।—সরে যাও—পথ দাও, আমায় বাধা দিয়ো না, আমি পথ পেয়েছি, তুমি আমার পথের কণ্টক হয়ো না! সতী নারী একাই স্বামীকে রক্ষা করবে—সহস্র মত্ত মাতঙ্গ তার কটাক্ষে ভস্ম হয়ে যাবে! যদি তোমার দয়া হয়—যদি ইচ্ছা হয়—এ সংবাদ আমার সহচরী তুলসীকে দিয়ো—লক্ষ্মীকান্তকে বলো—দুর্গ রক্ষা করতে বলো! আর

আমার কিছু বলবার নেই ; যদি স্বামীকে পাই, তবে ফিরবে—নতুবা এই শেষ ! [বেগে প্রস্থান।

নারা।—যাও, যাও দেবী—স্বামীর সন্ধানে যাও ! আর আমি—যে পাপ করেছি, এখনি তার প্রায়শ্চিত্ত করবো,—দুর্গবাসীদের জাগিয়ে তুলে তোমার সাহায্যে পাঠাব। [প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

দুর্গের অভ্যন্তর। কাল—রাত্রি।

ছদ্মবেশী আহম্মদ শা।

আহ।—ষড়যন্ত্র বোধ হয় সফল হয়েছে ;—কুমার কুন্দরাও কেল্লা থেকে বেরিয়ে গেছে, এতক্ষণে নিশ্চয়ই সে বন্দী হয়েছে ! কেউ যে তাকে সাহায্য করতে যাবে, এমন উপায়টি রাখিনি ; আমিই এখন সেনা-নিবাসেব প্রধান প্রহরী, জনপ্রাণীকেও সেদিকে যেতে দিচ্ছি না ; তাই ঘাঁটি আগলে দাঁড়িয়ে আছি। সয়তান মলহবরাও ! তুমি যেমন আমার সঙ্গে সয়তানী করেছো—আমিও তেমনি তার প্রতিশোধ দিচ্ছি ! –ও কি, কে অমন ক'রে ছুটে আসছে ? লক্ষীকান্ত না ? তাইতো, সেই তো ; বোধ হয় ও কোনো খবর পেয়ে ছুটে আসছে !—আচ্ছা, এসো সয়তান ! আমিও এখানে তোমার জন্য ফাঁদ তৈরী ক'রে রেখেছি।

(লক্ষীকান্তের বেগে প্রবেশ।)

লক্ষী।—হাবিলদার সাহেব ; হাবিলদার সাহেব ! এখনি ফৌজ-মহল্যার দরজা খুলে দাও, দামামায় ঘা দাও, সমস্ত ফৌজদের ডেকে তোলো,—আমাদের বড় বিপদ !

আহ।—কি হয়েছে হুজুর—কি হয়েছে? আপনি এমন করছেন কেন? হয়েছে কি?

লক্ষ্মী।—সর্ব্বনাশ হয়েছে। শত্রুর চক্রান্তে কুমার কুন্দরাও একলা দুর্গ থেকে বেরিয়ে গেছেন! এখনি হাজার অশ্বারোহী নিয়ে তাঁর সন্ধানে যেতে হবে; এ রাত্রে দুর্গ আক্রমণেরও সম্ভাবনা আছে; সমস্ত সৈন্যকে সজাগ রাখতে হবে। তুমি এখনি দরজা খুলে দাও!

আহ।—ব্যস্ত হবেন না হুজুর! আমি এখনি দরজা খুলে দিচ্ছি; মুহূর্ত্তের ভেতর সমস্ত কাজ ফতে করছি! হুজুর! আমিও এক বড় কুখবর পেয়েছি—

লক্ষ্মী।—কি খবর?

আহ।—এগিয়ে আসুন—চুপি চুপি বলবো।

লক্ষ্মী।—কি বলো—শীঘ্র বলো।

আহ।—দাঁড়ান, একখানা চিঠি—ভয়ঙ্কর চিঠি—দেয়ালের ওই ফাটালে রেখেছি, নিয়ে আসি।

(পত্র আনয়নের ছলে সরিয়া আসিয়া গুপ্ত রজ্জু আকর্ষণ; সঙ্গে সঙ্গে লৌহদ্বার পতন)

লক্ষ্মী।—একি! একি!

আহ।—হুজুর আপাততঃ বন্দী।

লক্ষ্মী।—কি! কি!

আহ।—কি তা বুঝতে পারছ না?—শঠে শঠে আলিঙ্গন! এ তোমাদেরই শাস্ত্রের কথা! লক্ষ্মীকান্ত! আমি কে—তা এখনো বুঝতে পারনি বোধ হয়! এই দেখো—আমি কে!

(শ্মশ্রু ত্যাগ।)

লক্ষ্মী। – আহম্মদ শা!

আহ।—হাঁ, আমি আহম্মদ শা; দিল্লীশ্বর আহম্মদ শা,—কিন্তু আজ সর্ব্বস্বহারা! তোমাদের কৃতকার্য্যেব প্রতিশোধ নেবাব জন্য ছদ্মবেশে ছদ্মনামে আমি হীন সৈনিকের বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেম। আমি আহম্মদ শা; তোমাদের কুমাব যার সঙ্গে কেল্লা থেকে বেরিয়ে গেছে —সে সূর্য্যমল; আব হতভাগ্য কুমারকে বন্দী কববাব জন্য পাঁচ হাজার বিদ্রোহী ফৌজ নিয়ে যে নদীতীবে প্রতীক্ষা কবছে—সে সোমনাথ! বুঝতে পারছো বোধ হয়, আমরা তোমাদের ওপর কেমন চমৎকার চাল চেলেছি! এ চালের শেষ ফল কি—এই খানে ব'সে ব'সে তুমি তা ভাবতে থাকো!

[প্রস্থান।

লক্ষ্মী।—তাই তো—কি সর্ব্বনাশ! কি ষড়যন্ত্র! কি ভয়ঙ্কর চক্রান্ত! কি করি! কি করি! সয়তান আমাকে ফাঁদ পেতে বন্দী করেছে —আমি এখন কি কবি! তুলসী—তুলসী! কোথায় তুই? আয় —আয়—শীগ্‌গীর আয়—ছুটে আয়! রাজা যায়—রাজ্য যায়—মান যায়—মর্য্যাদা যায়—সব যায়! আয়—ছুটে আয়! দুর্গবাসি! কে কোথায় আছো—জাগো—সকলে জাগো—অস্ত্র ধরো—রণরঙ্গে মাতো —উত্তর দাও—এক জন উত্তর দাও—

নেপথ্যে তুলসী।—তুমি কোথায়? বলো—তুমি কোথায়?

লক্ষ্মী।—আমি বন্দী,—শত্রু দরজা ফেলে দিয়ে আমায় বন্দী করেছে!

নেপথ্যে তুলসী।—ভয় নেই—এখনি আমি তোমায় মুক্ত করছি!

লক্ষ্মী।—তুলসী! তুলসী! সৈন্যদের জাগিয়ে তোলো—বিপদের কথা বলে দাও, আর এক মুহূর্ত্ত দেরী হ'লে সর্ব্বনাশ হবে!

(তুলসীর সহিত সৈন্যগণের প্রবেশ ও দরজা ভঙ্গ-করণ।)

তুলসী।—ভয় নেই—আর চিন্তা নাই প্রভু, মহারাজ এসেছেন? গুজরাটে শত্রুদমন ক'রে কুমারকে সাহায্য করতে এসেছেন!

লক্ষ্মী।—মহারাজ এসেছেন? কই—কই মহারাজ! কোথায় মহারাজ।

(মলহররাওয়েব প্রবেশ।)

মলহররাও।—লক্ষ্মীকান্ত! লক্ষ্মীকান্ত! আমি এসেছি? ভবিষ্যদ্দর্শী ভগবান উপযুক্ত সময়ে আমাকে এখানে উপস্থিত করেছেন। এসো লক্ষ্মীকান্ত—এসো মা তুলসী! দুর্গদ্বারে আমার জয়োদৃপ্ত বিজয়ী বাহিনী প্রস্তুত; আমার অর্ব্বাচীন পুত্রের জন্য আমি অণুমাত্র চিন্তিত নই, সে যদি তার এই অবিমৃষ্য-কারিতার ফল পায়—তাতে আমি দুঃখিত হবো না; আমার ভয়—কেবল আমার জননীর জন্য—আমার কুললক্ষ্মীর জন্য! এসো—এসো লক্ষ্মীকান্ত!

সৈন্যগণ।—হর হর মহাদেও!! | প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

নদীতীরস্থ অরণ্য। কাল—রাত্রি।

কুন্দরাও ও সূর্য্যমল।

কুন্দরাও।—এখনো বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না—এখনো তার চরিত্রে কটাক্ষপাত করতে মনে কেমন সঙ্কোচ হচ্ছে! অহল্যা—আমার আদরিণী সতীকুলরাণী অহল্যা এই গভীর রাত্রে এই নির্জ্জন নদীতীরে সেই লম্পট সোমনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছে,—একি সম্ভব!

সূর্য্যমল।—হাঁ কুমার সম্ভব, আমার কথা বর্ণে বর্ণে সত্য; এখনি সমস্ত দেখতে পাবেন।

কুন্দরাও।—শোনো সৈনিক, আমি জানি—আমার স্ত্রীর চরিত্র নিষ্কলঙ্ক, তার হৃদয় কুসুমের মতন পবিত্র, সেই সরলতার মূর্ত্তিস্বরূপিনী পবিত্র-হৃদয়া আমার পত্নীর চরিত্রে তুমি দোষারোপ করেছ; যদি এ কথা মিথ্যা হয়—যদি তার অপরাধ প্রমাণিত না হয়—যদি এই নদী-তীরে তাদের সাক্ষাৎ না পাই—তাহলে আমি তোমাকে এমন ভীষণ দণ্ডে দণ্ডিত করবো—মানুষে যা কখনো কল্পনা করতে পারে না!

সূর্য্যমল।—উত্তম; আমি নতশিরে সে দণ্ড গ্রহণ করবো।

(অতর্কিতভাবে সসৈন্য সোমনাথের প্রবেশ।)

সোমনাথ।—বন্দী করো!

(ক্ষীপ্রহস্তে সৈন্যদের তথাকরণ।)

কুন্দরাও।—একি সৈনিক—এ সব কি? আমি বন্দী!

সূর্য্যমল।—হাঁ কুমার বাহাদুর! আপাততঃ আপনি বন্দী; আপনাকে বন্দী করবার জন্যই এই ফাঁদ পাতা হয়েছে! আপনার স্ত্রীর কথা সমস্ত মিথ্যা; এ সব আমাদের ষড়যন্ত্র!

কুন্দরাও।—ষড়যন্ত্রকারী ঘৃণ্য পিশাচ! এর প্রতিফল—

সোমনাথ।—কে কাকে প্রতিফল দেয়—এখনি তো বুঝতে পারবে! রাক্ষস পিতার পিশাচ সন্তান তুমি, তোমাকে আজ দণ্ডিত ক'রে আমি বড় আমোদ পাব—আমি কে জানো—আমি সেই সোমনাথ।

কুন্দরাও।—উঃ—বুক ফেটে যাচ্ছে—আমার হস্ত রুদ্ধ! পিশাচ—চোর—দস্যু! আমি তোকে পদাঘাত করবো!

সৈন্যগণ।—খবরদার!

সোমনাথ।—ওই বৃক্ষগাত্রে এখনি একে বন্ধন করো; হত্যা করবার যে ব্যবস্থা করেছি—বর্ণে বর্ণে তা পালন করো।

(সৈন্যগণ কর্ত্তৃক কুন্দরাওকে, বৃক্ষগাত্রে বন্ধন, বক্ষ লক্ষ্য করিয়া কামান স্থাপন অদূরে শুষ্ক পত্র-স্তূপ রাখিয়া তাহার সহিত কামানের পলিতা সংলগ্ন-করন।*)

ামনাথ।—কুমার কুন্দরাও! তোমার নির্দ্দয় নিষ্ঠুর পিতা শাহানশা আহম্মদ শাকে সিংহাসন-চ্যুত ক'রে তাঁর সঙ্গে আমাদেরও পথের ভিখারী করেছে! আমরা আজ তার প্রতিশোধ নিচ্ছি! তোমার প্রাণদণ্ডের কি সুন্দর ব্যবস্থা করেছি, তা বোধ হয় দেখতে পাচ্ছো। তোমাকে চক্ষের নিমিষে হত্যা করা আমাদের ইচ্ছা নয়, তাহলে তুমি সে হত্যাকাণ্ডে মর্ম্মে মর্ম্মে মৃত্যু-যন্ত্রণা অনুভব করতে পারবে না, তাই এই দণ্ডের ব্যবস্থা করেছি! ওই যে অদূরে শুষ্ক পত্রস্তূপ দেখছো— আমরা সর্ব্বাগ্রে ঐ পত্রস্তূপে আগুন লাগিয়ে দোব- –এক একটি পত্র দগ্ধের সঙ্গে সঙ্গে তোমার দেহের এক একটি শিরা দগ্ধ হবে—প্রতি পলে তুমি মরণ-যন্ত্রণা অনুভব করবে।—তার পর পত্ররাশি ভস্মীভূত ক'রে তোমার সংহার-অগ্নি কামানের পলিতা স্পর্শ করবে!—তারপর কি হবে, তা বোধ হয় প্রকাশ ক'রে বলতে হবে না!—সূর্য্যমল! পত্রস্তূপে আগুন লাগাও—শত্রু-সংহারে প্রথম আহুতি দাও!

(সূর্য্যমলের তথাকরণ।)

ামনাথ।—বাস! কাজ ফতে! চলে এসো,—অদূরে সৈন্য নিয়ে নাজিমদ্দৌলা আমাদের প্রতীক্ষা করছে—এখনি তার সঙ্গে যোগ দিতে হবে—দুর্গ দখল করতে হবে,—এসো—চলে এসো।

উভয়ের সসৈন্য প্রস্থান।

---

* অভিনয়ে এই স্থলে কামানের পরিবর্ত্তে 'বৃক্ষকাণ্ডে কুন্দরাওকে আবদ্ধ করিয়া জীবন্ত করা হয়।

কুন্দরাও।—এই পরিণাম! আমাব অদৃষ্টের এই পরিণাম!! ক্ষুব্ধ ব্যথিত সন্দেহ-বিচলিত হৃদয়ে নিদাঘ মধ্যাহ্নের উদ্দাম উত্তপ্ত বাতাসের মতন নদী-তীরবর্ত্তী অরণ্যপ্রান্তে ছুটে এসে—শেষে অদৃষ্টের নির্ম্মম আঘাতে নিতান্ত উদাসভাবে নির্জ্জীত হয়ে মরণের কোলে ঢ'লে পড়তে হলো!—ওই সম্মুখে আমাব চিতা জ্বল্‌ছে! ওই চিতানল ক্রমশঃ অগ্রসব হয়ে এখনি আমাকে গ্রাস কববে! কি করবো? চীৎকার করবো—আর্ত্তনাদ ক'রে প্রকৃতিব কাছে সাহায্য চাইবো! না—না, তা হবে না,—চীৎকার কবা হবে না—কাউকে ডাক্‌বো না; আমি মহাপাপী, আমি ভীষণ অপবাধী—আমার এ অপরাধের যোগ্য দণ্ডই—এই! আমি দণ্ড চাই—মৃত্যু চাই—মুক্তি চাই না। আমি আমাব সাধ্বী স্ত্রীব চবিত্রে সন্দেহ করেছি—বিশ্বাস ভঙ্গ করেছি—বিশ্বপিতার চবণে অমার্জ্জনীয় অপবাধ কবেছি—আমার এ অপরাধের দণ্ডই—এই!

(কামানের আওয়াজ—গোলাব আঘাতে কুন্দরাও
বৃক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন ও দূরে পতন
অহল্যার বেগে প্রবেশ।)

অহল্যা।—এই দিক থেকে শব্দ পেয়েছি—এই দিকেই তিনি এসেছেন; এই যে এখানে আগুন জ্বলছে দেখছি! এই যে তাঁর উষ্ণীষ! একি! একি! স্বামি! স্বামি! প্রভু! দেবতা আমার, নারায়ণ নারায়ণ! কি করলে! সতীকুলরাণী ভবানী—মা আমার! কন্যার প্রতি একি কঠোর শাস্তি দিলে মা? অনন্ত সুখের ওপর একি অনন্ত দুঃখের আবরণ বিস্তৃত ক'রে দিলে জননী! স্বামি! প্রভু! দেবতা! শঙ্কা-বিপদ-সঙ্কুল সংসার চিরদিনের মতন পরিত্যাগ ক'রে অনন্তধামে

চৈতন্য স্বরূপিণী, অসুরনাশিনী, বরাভয়দায়িনী কুলকুণ্ডলিনীর চরণে আশ্রয় নিতে চলেছ, একা যাবে কেন প্রভু ? আমাকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে চলো ! এই যে– এই যে—এখানে আমার প্রভুর কোষের অসি পড়ে রয়েছে, এ অস্ত্র যে আমার চিরপরিচিত ! আর কেন—আর কেন—এই তো বেশ সময়—

(অস্ত্র লইয়া আত্মহত্যার উপক্রম,—মলহররাওয়ের প্রবেশ ।)

মলহর ।—মা ! মা ! জননী আমার–ক্ষান্ত হও, নিরস্ত হও,—আত্ম-হত্যা করোনা মা—

অহল্যা ।—বাবা ! বাবা !—

মলহর ।—মা ! মা ! কেঁদোনা—চুপ করো ; কিছু আর বলতে হবে না, —সব দেখতে পাচ্ছি, সমস্ত বুঝতে পারছি ! মা ! মা ! পিতার সযত্ন রক্ষিত অমূল্য রত্ন তুমি, আমার সংসারে এসে আমার কুল উজ্জ্বল করেছিলে, নিয়তির নির্ব্বন্ধে আজ তুমি পতিহারা ; আমি আজ একমাত্র পুত্রধনে বঞ্চিত, আমার সুখের কুঞ্জ আজ দাবানলে ভস্মীভূত !

অহল্যা ।—বাবা ! বাবা ! বিদায় দিন ;—অনুমতি করুন -- আমি স্বামীব সহমৃতা হই—

মলহর ।—মা ! আমার সংসার শ্মশানে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালতে এ মুমূর্ষুর জীবনে অমৃত-বারি সিঞ্চন করতে—এ নিরাশ জীবনে আশার ফুল ফোটাতে—যদি কেউ থাকে সে তুমি ! আমার চক্ষে তুমি মা বরাভয়করা ভবানী—তুমিই আমার প্রাণস্বরূপিনী ! তুমি যদি মা আমাকে পরিত্যাগ ক'রে যাও, তাহলে জলন্ত চিতায় ঝাঁপ দেবার আগে—আমার মরণ সংবাদ শুনতে পাবে—হোলকার কুলের ধ্বংস বার্ত্তা পাবে ! বলো মা—কি চাও তুমি ?

অহল্যা।—বাবা! বাবা! আমি বড় অভাগিনী!

মলহর।—মা! মা! আশ্বস্তা হও, ইন্দোরে ফিরে চলো; আমাকে প্রতিশোধ নেবার অবকাশ দাও!—লুপ্ত প্রতিহিংসা স্পৃহা এবার দ্বাদশ ভাস্কর তেজে দীপ্ত হয়ে উঠেছে! প্রজ্বলিত রোষানলে পুত্রশোক আচ্ছন্ন হয়েছে!—ওই দেখো মা—আকাশের দিকে চেয়ে দেখো, সমস্ত আকাশ রক্ত মেঘে আচ্ছন্ন! ওই শোনো—প্রলয়ের ভীষণ গর্জ্জন! ওই দেখো—রক্তমেঘে কি ভীষণ দানবী দীপ্তি! ডাক আকাশ—তোমার রক্তাম্বুগর্ভ মেঘমালা নিয়ে মরণের প্রলয় গর্জ্জনে ডাক! নরকের অন্ধকার বিদ্যুতাকারে ছুটে যাও! মহাপাতকের রক্তনাগিনী—রক্তফণা তুলে গর্জ্জন ক'রে ছুটে এসো! রক্ত বিষে দিগন্ত ভাসিয়ে দাও! প্রতিহিংসা রাক্ষসী—আমার হৃদয়ে আসন পেতে বসো; পুত্রশোকাতুর হোলকার—প্রতিশোধ লালসায় উন্মত্ত হোলকার আজ উদ্দাম—উন্মত্ত—সংজ্ঞাশূন্য;—প্রলয়ের ঝটিকার মতন শত্রু সন্ধানে প্রকৃতির বিশাল বক্ষ ভেদ ক'রে আজ সে উন্মত্ত আবেগে ধাবিত হবে! উঠুক ঝড়! জ্বলুক আগুন! বিশ্ব ছারখার হোক!!!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

গোবিন্দপন্থের বাটী। কাল---রাত্রি।

গোবিন্দপন্থ ও রুক্মাবাঈ।

গোবিন্দ।—রুক্মা, এখনো তুমি ভাবো? এখনো মেয়ের জন্য কাঁদো? দশ বছর কেটে গেলো, এখনো তাকে ভুলতে পারলে না?

রুক্মা।—তুমি পুরুষ; বিধাতা পাষাণ দিয়ে তোমার হৃদয় তৈরী করেছেন; তাই তুমি এমন কথা বলছো! মা কি কখন সন্তানকে ভুলতে পারে? পাষাণে বুক বেঁধে আমার অঙ্ক ছিন্ন ক'রে তুমি তাকে অকূল পাথারে নিক্ষেপ করেছ; যত বছরই কাটুক না কেন—আমি কি কখনো তার বিচ্ছেদ ব্যথা ভুলতে পারি? আমার মনে হচ্ছে, কাল যেন মা আমার তোমার নিষ্ঠুর আদেশে বাড়ী থেকে কেঁদে চলে গেছে! সে স্মৃতির দহনে দিবা রাত্রি আমি যে কি কষ্ট পাচ্ছি,—তা তুমি জান না, তাই এ কথা বলছো!

গোবিন্দ।—আর সেই দিন থেকে আমার এই নির্ম্মম হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে রাবণের চিতা প্রজ্বলিত হয়েছে—তার জ্বালা যে কত তীব্র, সে যন্ত্রণা যে কি মর্ম্মান্তিক, তা কল্পনা করবার ক্ষমতাও তোমার নেই! রুক্মা! মেয়ের জন্য তুমি কাঁদছো. আর লুকিয়ে লুকিয়ে আমিও কখনো কখনো কাঁদি!—কিন্তু সেই মেয়ের আচরণে আজ ইন্দোরের

ঘরে ঘরে মর্ম্মভেদী রোদনের বোল উঠেছে ! রাজার প্রাসাদ থেকে দরিদ্র প্রজার পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত—সর্ব্বত্রই রোদন ! আর এ রোদনের কারণ কে জানে ?—তোমার প্রিয়তমা কন্যার সোহাগের স্বামী সেই সোমনাথ।

রুক্মা।—তা জানি, কিন্তু এতে আমার কন্যার কি অপরাধ ?

গোবিন্দ।—তোমার কন্যার এই অপরাধ—আমার তিরস্কারে মর্ম্মাহতা হয়ে অভাগিনী সেই দিন সেই দণ্ডে আমার সম্মুখে আত্মহত্যা করেনি। তোমার কন্যার এই অপরাধ—কুচক্রী ষড়যন্ত্রকারী রাজদ্রোহী সোমনাথকে তার স্বামী ব'লে পরিচিত করবার অবকাশ দেবার জন্য সে এখনো বেঁচে আছে !

(নারায়ণীর প্রবেশ।)

নারায়ণী।—হাঁ বাবা এখনো আছি,—মরিনি ; বড় আশা ক'রে তোমার কাছে আবার এসেছি বাবা !

রুক্মা।—মা—মা—আমার ! আবার এসেছিস ? ফিরে এসেছিস ? দুখিনী জননীর মর্ম্মভেদী কান্না কি শুনতে পেয়েছিস্ মা !—আয় মা—আয় দশ বছর পরে আবার আমার বুকে আয়—

গোবিন্দ।—রুক্মা—রুক্মা ! স্থির হও—সরে যাও ; কাকে বুকে তুলতে যাচ্ছ ?—কালনাগিনীকে স্পর্শ ক'রো না ;—এখনি বক্ষে দংশন করবে ; বিষের জ্বালায় ছটফট ক'রে মরবে ! সরে এসো।

নারায়ণী।—বাবা ! এখানে আসবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু আসতে বাধ্য হয়েছি ; দা'য় পড়ে ভিক্ষা করতে এসেছি ! আমার স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা করতে এসেছি।—তিনি বন্দী হয়েছেন ; হোলকার মহারাজ বিন্ধ্যাচল থেকে তাঁকে বন্দী ক'রে এনেছেন, তাঁর প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা

করেছেন ; তাই আমি তোমার কাছে তাঁর প্রাণ ভিক্ষা করতে এসেছি বাবা ! বাবা ! তোমার দুখিনী কন্যাকে ভিক্ষা দাও !

গোবিন্দ।—শোন রুক্মা শোন—মেয়ে ভিক্ষা চাচ্ছে ! বিদ্রোহী দস্যুর প্রাণ ভিক্ষা চাইতে এসেছে ! সাবাস সাহস বটে ! প্রাণভিক্ষা !—হাঃ হাঃ হাঃ !—যে আমাদের যুবরাজের হত্যাকারী, যাকে ধরবার জন্য মহারাজ হোলকার দশ বছর ধরে হিন্দুস্থানের চতুর্দ্দিকে ছুটে বেড়িয়েছেন,—আমার কাছে তার প্রাণভিক্ষা ! রুক্মা—রুক্মা—এখনই এ সর্ব্বনাশীকে আমার সম্মুখ থেকে চলে যেতে বলো,—সহজে যদি না যায়—পদাঘাত ক'রে তাড়িয়ে দাও—

নারায়ণী।—বাবা ! বাবা ! আমাকে আগেই তো তাড়িয়ে দিয়েছো, আর নতুন ক'রে তাড়িয়ে দিতে হবে না বাবা ! আমায় ভিক্ষা দাও —ভিক্ষা নিয়ে জন্মের মতন চ'লে যাই ; বাবা ! তুমি বই রাজকোপ থেকে কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না ! বাবা ! বাবা ! আমায় স্বামী ভিক্ষা দাও—আমায় বিধবা করো না—

গোবিন্দ।—সর্ব্বনাশী ! তুই কি এখনো সধবা আছিস্ ? যে দিন তার মোহে মুগ্ধ হয়ে তাকে আত্মসমর্পণ করেছিস্—সেই দিনই তো বিধবা হয়েছিস ! তবে তোর আবার বৈধব্যের ভয় কেন ? সমুদ্র যার শয্যা তার আবার শিশিরে ভয় কেন ? জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড যার বাসস্থান, আলেয়া দেখে তার আতঙ্ক কেন ? কাঁদছিস্ ? ভেবেছিস্ বুঝি চোখের জল দেখিয়ে আমায় ভোলাবি ? বৃথা চেষ্টা ; কাঁদতে তুই জন্মেছিস, কেঁদেই তোর জন্ম কাটবে ; এতো জানা কথা, আমার মন তা দেখে গলবে কেন ?—যা, যা, চলে যা—আমার কাছে দাঁড়িয়ে আর—উঃ আবার—আবার—আমার সংজ্ঞালুপ্ত হচ্ছে,—মাথার ভেতর আগুন ছুটছে—ব্রহ্মতালুকা ফেটে যাচ্ছে ! ওই বুঝি আকাশের

বজ্র মাথায় ভেঙ্গে পড়ে—ওই বুঝি পৃথিবী আমাকে গ্রাস করে! উঃ— উঃ—রুক্মা। রুক্মা! তাড়িয়ে দাও, তাড়িয়ে দাও,—যদি বাঁচাতে চাও—আমায় বাঁচাতে চাও—তাড়িয়ে দাও—তাড়িয়ে দাও!

নারায়ণী।—তাড়িয়ে দিতে হবে না বাবা—আমি যাচ্ছি। বড় আশা ক'রে দশ বছর পরে তোমার কাছে এসেছিলুম; আবার এখুনি কেঁদে ফিরে চললুম। কিন্তু যাবার আগে একটি কথা বলে গেলুম, এটা মনে রেখো —শক্তিমান পুরুষ হয়ে হাতে শক্তি থাকতেও তুমি আমার স্বামীর প্রাণভিক্ষা দিলে না, কিন্তু আমি শক্তিহীনা নারী হয়েও তাঁর প্রাণ রক্ষা করবো; মনে রেখো বাবা—আমি তোমার মেয়ে; আমি স্বামীর সতী স্ত্রী! যদি আমার সতীত্বের কণামাত্র গর্ব্ব থাকে, তাহলে মানুষের ক্ষুদ্র শক্তি দূরের কথা—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহাশক্তিমান বিধাতাও তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না!

[প্রস্থান।

গোবিন্দ।—চুপ! চুপ!—মেয়ে ভিক্ষা চাইছে—ভিক্ষা চাইছে! দশ বছর পরে—দশ বছর পরে—বাপের দোরে এসে—বাপের দোরে এসে —মেয়ে আমার ভিক্ষা চাইতে এসেছে ভিক্ষা চাইতে এসেছে দিতে পারলেম না—দুটো মিষ্ট কথা বললেম না—তাড়িয়ে দিলেম—তাড়িয়ে দিলেম—দূর দূর ক'রে শৃগাল-কুকুরের মতন তাড়িয়ে দিলেম! যাকে বুকে ক'রে মানুষ করেছি—যার মুখে রোদের তাত লাগলে প্রাণ কাতর হয়ে উঠত—আজ সেই মেয়ে—ভিক্ষা চাইতে এসে, আমার কাছ থেকে কেঁদে ফিরে চলে গেলো।—উঃ মানুষের বিবেক! মানুষের কর্ত্তব্য! তোমরা এত নিষ্ঠুর, এত নির্দ্দয়; এত নির্ম্মম!—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বধ্যভূমি। কাল—প্রভাত।

(বন্দী অবস্থায় সোমনাথ, সূর্য্যমল, আহম্মদশা,—
তাহাদের ললাট লক্ষ্য করিয়া বন্দুকধারী সৈন্যত্রয় দণ্ডায়মান ;
মলহররাও, অহল্যাবাঈ ও তুকাজীর প্রবেশ।)

মলহর।—মা! এসো, দেখবে এসো; দীর্ঘকাল ধ'রে বজ্র ঝঞ্ঝা-উল্কাপাত মাথায় নিয়ে, সমস্ত হিন্দুস্থান ওলটপালট ক'রে আজ তোমার স্বামীর—আমার পুত্রের হত্যাকারী নরঘাতকদের কবলগত করেছি.-বধ্য-ভূমে তাদের প্রতি ভীষণ দণ্ডের ব্যবস্থা করেছি!—মা, তুমি তা দেখবে এসো।—ওই দেখ, সেই তিন নরকের কীট। ওই দেখো—সেই তিন বিশ্বাসঘাতক দানব! ওই দেখো—ষড়যন্ত্রকারী সেই তিন পিশাচের প্রতিমূর্ত্তি! উপর্য্যুপরি বন্দুকের গুলিতে আমি এদের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করেছি—দণ্ডে দণ্ডে এদের বধ করবার সঙ্কল্প করেছি! এর চেয়ে যদি কোন লোমহর্ষণ—এর চেয়ে যদি কোন মারাত্মক দণ্ডের প্রক্রিয়া তোমার জানা থাকে মা—তাহলে বলো—অসঙ্কোচে অম্লানবদনে বলো—আমি এদের প্রতি সেই দণ্ডের ব্যবস্থা করি।

অহল্যা।—বাবা! আপনি যে দণ্ডের ব্যবস্থা করছেন, এ দণ্ড—চরম-দণ্ড হলেও, এর স্থিতি ক্ষণস্থায়ী! ওই বন্দুকের একটি মাত্র ফুৎকার, সঙ্গে সঙ্গে জীবন-দীপের নির্ব্বাণ। এক মুহূর্ত্তেই পাপীর সমস্ত যন্ত্রণার অবসান, কিন্তু বিধাতার বিধানে এর চেয়েও ভীষণ দণ্ডের ব্যবস্থা আছে; সে দণ্ডে দণ্ডিত হলে, অপরাধী পরলোকে গিয়েও যন্ত্রণা পায়—জন্ম-জন্মান্তর পর্য্যন্ত সে দণ্ডের কথা তার মনে থাকে।

মলহর।—বলো মা, কি সে দণ্ড, যদি সম্ভব হয়—যদি অসাধ্য না হয়—তাহলে এদের প্রতি আমি সেই দণ্ডেরই ব্যবস্থা করবো! বলো মা, কি সে দণ্ড।

অহল্যা।—সে দণ্ড—ক্ষমা। বিধাতার রাজ্যে—বিধাতার বিধানে এই-ই প্রশস্ত দণ্ড! অত্যাচারীর প্রতি অত্যাচার—প্রতিশোধ নয়, প্রতিশোধ—ক্ষমায়! বাবা! বাবা! আপনি এদের ক্ষমা করুন—এই আমার প্রার্থনা! এই কয় মহাপাপীকে আপনি যদি প্রসন্ন-মনে ক্ষমা করেন পিতা, তাহলেই আমি মনে শান্তি পাই!

মহলর।—তাহলেই তুমি শান্তি পাও!—তোমার স্বামীর প্রাণঘাতী শত্রুদের প্রাণদণ্ডের বিনিময়ে ক্ষমা করলেই তুমি শান্তি পাও? এ তোমার কি রকম শান্তি মা? তুমি কি সেদিনকার সেই ভীষণ লোমহর্ষণ মর্ম্মান্তিক ঘটনা ভুলে গিয়েছ? সে পৈশাচিক দৃশ্য কি তুমি এখনও দেখতে পাচ্ছ না? নরকের সে পূতিগন্ধ কি তোমার নাসা-রন্ধ্রে প্রবেশ করছে না? মা! মা! ভাবো—ভাবো আগেকার মত ভাবো—ভাল ক'রে ভাবো—তার পর ক্ষমা চেয়ো!—

অহল্যা।—বাবা! দিবারাত্রিই তো এ-সব ভাবছি,চোখের ওপর সদাসর্ব্বদাই সে দিনকার সেই ভীষণ দৃশ্য দেখতে পাই! দেখে দেখে ভাবি; ভাবি আর দেখি,—দেখি—আবার ভাবি—আর কাঁদি;—যা হবার তা হয়ে গেছে,—যে যাবার—সে গেছে! তাঁর হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য আর এ সব নরদেহধারী পিশাচদের রক্তে বধ্যভূমি রঞ্জিত ক'রে—এদের সংসারে স্ত্রীপুত্রের আর্ত্তনাদ তুলে আর কি ফল হবে বাবা!

মলহর।—ক্ষমার দিন চলে গেছে মা; ক্ষমায় এখন শান্তি নেই—বরং বিপদকে আরো প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আমার শাস্ত্রে—আমার বিধানে—ক্ষমা নেই।

অহল্যা।—বাবা! এই তিনজন সর্ব্বস্বান্ত হতভাগ্য প্রাণীকে ক্ষমা করলে, এরা বোধ হয় জীবনে আর কথনো আপনার বিরুদ্ধাচরণ করবে না।

মলহর।—মিথ্যা কথা; তুমি কি ভুলে গেছো মা—তোমার বিবাহের দিন আমি এই দুই নরপিশাচকে ক্ষমা করেছিলেম, উদ্যত পিস্তল ওদের বক্ষ থেকে নামিয়ে নিয়েছিলেন!—কিন্তু সে ক্ষমার পরিণাম—আমার রাজ্যব্যাপী বিদ্রোহ, আমার ভ্রাতৃহত্যা, আমার একমাত্র পুত্রের প্রাণনাশ! আবার তুমি আমাকে ক্ষমা করতে বলছো?

অহল্যা।—বাবা! বাবা। নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছি, এদের ক্ষমা করুন; এদের রক্ষা করবো বলে আমি এক হতভাগিনীকে অভয় দিয়েছি; বাবা! আমায় মার্জ্জনা করুন,—এদের প্রাণ ভিক্ষা দিন! বাবা! বৈধব্য-যন্ত্রণার জ্বালা যে কি ভীষণ—তা পলে পলে বুঝছি! আমার জন্য আর কোন নারীকে বিধবা করবেন না!

মলহর।—ক্ষেমঙ্করী মা আমার—তুমি মানবী নও, দেবী; মা! মানুষের প্রার্থনায় করুণা-বিগলিত হয়ে হোলকার কথনো ন্যায্য বিচার-ব্যবস্থার অন্যথা করে নি। কিন্তু তোমার কথা—দেবীর কথা অগ্রাহ্য করবার ক্ষমতা আমার নেই; আজ তোমাব প্রার্থনায় লৌহ হৃদয় বিগলিত হয়েছে; আমি তোমার অনুরোধ রক্ষা করলেম মা—এদের আমি এবারও ক্ষমা করলেম। কিন্তু আমার অধিকারের মধ্যে যদি কথনো এদের ছায়াও দেখতে পাই, তাহলে আমার দশবৎসরের প্রচ্ছন্ন রোষানল আবার প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে। তুকাজি,—প্রহরীদের বলো, বন্দীদের মুক্ত ক'রে দিক।

(অহল্যাব প্রস্থান,—প্রহরিগণ কর্ত্তৃক বন্দীদের
বন্ধনমোচন ও তাহাদের প্রস্থান।)

মহলর।—তুকাজী! এই দীর্ঘ দশ বৎসর কাল তুমি আমার সঙ্গ ত্যাগ

করনি; সমস্ত দুর্গম স্থানে তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরছো। বৎস, তুমি কার্য্যক্ষেত্রে যে সাহস, যে ধীরতা, যে সহিষ্ণুতা, যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছ, তাতে বুঝতে পেরেছি—তুমি আমার যোগ্য বংশধর। কিন্তু বৎস, এক দিকে যেমন আমি তোমাকে কর্ম্মীরূপে পেয়েছি, অন্যদিকে তেমনি আমার একমাত্র পৌত্র—কুন্দরাওয়ের কুলপ্রদীপটিকে হারিয়েছি।

তুকাজী।—কি বলছেন মহারাজ? কাকে হারিয়েছেন!—তাঁর কুলপ্রদীপ তো মালিরাও!

মলহর।—হাঁ, সেই।

তুকাজী।—তিনি তো—

মলহর।—বেঁচে আছেন—এই কথা বলছো? তিনি বেঁচে থেকেও মরে আছেন; আমি তাকে হারিয়েছি বৎস! হারাণ ছাড়া আর কি বলবো? রাজধানীতে ফিরে এসে তাকে দেখেই আমি স্তম্ভিত হয়েছিলেম, তার পর তার কথা বার্ত্তা শুনে তার আশা একবারে ছেড়ে দিয়েছি।

তুকাজী।—আপনি কি তাকে সন্দেহের চ'খে দেখেছেন মহারাজ?—তা যদি হয়, আপনি তাকে অন্যায় সন্দেহ করেছেন।

মলহর।—মলহররাও হোলকার কাওকে কখনো অন্যায় সন্দেহ করে না। —শোনো তুকাজি, রহস্যটা শোন! আমি মালিরাওকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেম—বৎস, তুমি এখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছ, বিবেচক হয়েছ; আমার অবর্ত্তমানে তোমার জীবনের দশ বৎসর অতীত হয়েছে, কিন্তু এই দশ বৎসরে রাজধানীর গৌরবজনক কোনো কার্য্য তুমি সম্পন্ন করতে পেরেছ কি?—আমার প্রশ্নের উত্তরে মালিরাও কি বললে জান?—সে অম্লানবদনে উত্তর করলে,—আমি দুটি মহৎ

কার্য্য সম্পন্ন করেছি ; আপনার রাজধানীতে বারাঙ্গনাদের বাসস্থানের কোন ব্যবস্থা ছিলনা, আমি বহু অর্থ ব্যয় ক'রে নগরের মধ্যস্থলে তাদের জন্য একটি চমৎকার মহল্যা নির্ম্মাণ ক'রে দিয়েছি ; আর একদল অত্যুৎকৃষ্ট নাচনাওয়ালী তৈরী করেছি ; তাদের নাচ দেখলে —গান শুনলে—আপনি মুগ্ধ হবেন !

তুকাজী —বলেন কি মহারাজ ? মালিবাও আপনার সামনে এ সব কথা বলতে সাহস করলে ?

মলহর। –শুধু বলা নয়, আমাকে আপ্যায়িত করবার জন্য সে নিজে নর্ত্তকীদের ডাকতে যাচ্ছিল ; কিন্তু আমার আপত্তি দেখে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ-মনে সেখান থেকে চলে গেল ; আমিও তখন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেম, তাই সেই খানেই সেই ব্যাপারের নিষ্পত্তি করতে পারি নি ! এই অপদার্থ অর্ব্বাচীন ইন্দোর-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী !—

(প্রহরীর প্রবেশ ;)

প্রহরী।—মহারাজ ! (অভিবাদন) পুণা থেকে একজন অশ্বারোহী দূত এই জরুরী চিঠি এনেছেন। (পত্রদান)

মলহর।—(পত্র পাঠান্তে) তুকাজি, সর্ব্বনাশ হয়েছে ! মহারাষ্ট্রপতি পেশোয়া বলজীরাও লোকান্তরিত হয়েছেন !

তুকাজী।—অ্যঁা, বলেন কি ?—কি সর্ব্বনাশ !

মলহর।—উঃ—মহাবীর মহাকর্ম্মী রাজাধিরাজ বলজীর অকাল মৃত্যু-সংবাদ আমার বক্ষে বজ্রের মতন বিদ্ধ হলো !—আরো ভয়ঙ্কর সংবাদ তুকাজি, বলজীর বালকপুত্র মাধবরাওয়ের বিরুদ্ধে পুণায় ঘোরতর ষড়যন্ত্র চলেছে —বিপন্ন পেশোয়া-পুত্র বিপদে পড়ে আমার সাহায্য প্রার্থনা করেছে ! আমি তাকে সাহায্য করবো, সহস্র বাধাবিঘ্ন চূর্ণ ক'রে পেশোয়া-পুত্রকে

পিতার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করবো। তুকাজি, রাজসভায় এসো,—
এখনি এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। [সকলের প্রস্থান।

(ভীমজী ও নন্দজীর প্রবেশ।)

উভয়ে।—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—(হাস্য)

ভীমজী।—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—কি মজা—কি মজা—

নন্দজী।—বাহোবা—কি খাসা মজা—কি জবর মজা—
ভারী জবর মজা—

(মালিরাওয়ের প্রবেশ।)

মালিরাও।—কি হে কি—ব্যাপার কি ? কিসের মজা ?

ভীমজী।—ভারি মজা—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—(হাস্য)

নন্দজী।—হোঃ হোঃ হোঃ—কি সে মজা! খাসা—খাসা!—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—(হাস্য)

মালিরাও।—আঃ—হেসে যে দেখছি লুটোপুটি খাচ্ছো! ব্যাপারখানা কি বলনা ছাই!

ভীমজী।—হাঃ হাঃ হাঃ—হোঃ হোঃ হোঃ—(হাস্য)

নন্দজী।—হিঃ-হিঃ-হিঃ-হুঃহুঃহুঃ-(হাস্য)—ভারি মজার খবর!

মালিরাও।—তোমরা হেসে মরো—আমি চললেম।

ভীমজী।—দাঁড়ান—দাঁড়ান বন্ধু—দাঁড়ান যুবরাজ বাহাদুর—শুনুন, শুনুন,—শুনে যান, কি খবর শুনবেন ?

নন্দজী।—এই,—আপনার দাদা—

ভীমজী।—সেই বুড়ো ব্যাটা—

নন্দজী।—আবার কিছুকালের মতন—

ভীমজী।—এই মুল্লুক ত্যাগ ক'রে—

নন্দজী।—চ'ললেন !

মালিরাও।—অ্যাঁ—অ্যাঁ—বলিস কি ? বলিস কি ? সত্যি নাকি ?

ভীমজী।—সত্যি নয় তো কি মিথ্যে বলছি।

নন্দজী।—আমরা কি মিথ্যে বলতে জানি ?

মালিরাও।—বাজে কথা বলো কেন কাজের কথা কওনা !—তা চললেন কোথায় ?

ভীমজী।—চল্‌লেন পুণা,—

নন্দজী।—সেথায় লড়াই বেধেছে কি না, তাই গন্ধ না পেয়ে—হাতিয়ার নিয়ে অন্ধ হয়ে ছুটেছেন।

মালিরাও।—আঃ বাঁচলেম ; এতক্ষণে নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেম। মাথার ওপর অমন জলজ্যান্ত বুড়ো যদি ব'সে থাকে—তাহলে কি আমোদ করা চলে ?

ভীমজী।—তা কি কখনো চলে ?

নন্দজী।—চালালেও চলবে না বাবা ; বলবে—বাঁধো।

মালিরাও।—আরে বাপ ! সহরে বেশ্যা এনে বসিয়েছি শুনে—একবারে অগ্নিশর্ম্মা ! ভাঁটার মতন চোখ দুটো কামানের গোলার মতন জ্বলতে লাগলো, ভাবলেম বুঝি—গায়ে এসে ঠিকরে পড়লো !—

নন্দজী।—ভাগ্যিস ঠিকরে পড়েনি,—উঃ তাহলে কি সর্ব্বনাশই না হোত হুজুর !

ভীমজী।—তাহলে আমরা একেবারে ফতুর হতুম !

মালিরাও।—তা—উনি বেরোচ্ছেন কবে, তা কিছু শুনেছ ?

ভীমজী।—রাজসভায় তার পরামর্শ হচ্ছে !

নন্দজী।—বোধ হয় আজই !

মালিরাও।—তাহলে বাঁচি ; রঙ্গিনীদের মুখ না দেখে জীবন্মৃত হয়ে আছি—

ভীমজী।—মরে আছি হুজুব মরে আছি—

নন্দজী।—একবারে সশেমিরে হয়ে আছি!

মালিরাও।—এসো একবার সভার দিকে যাই,—কবে রওনা হচ্ছেন—তার সন্ধানটা নিই।

উভয়ে।—চলুন হুজুর—তাই চলুন। [প্রস্থান।

(লক্ষ্মীকান্তের প্রবেশ।)

লক্ষ্মীকান্ত।—বারে দুনিয়া। বারে দুনিয়ার রাজা! নিক্তি ক'রে চিজ মেপে দুনিয়াময় ছড়িয়ে দিয়েছো! কোথাও আর বাদ দাওনি! আগে ভাবতুম, মেয়ে মানুষ, মোসাহেব, আর তাকিয়া—এদের রাজত্ব বুঝি কেবল দিল্লী আব বাঙলায়; এখন দেখছি মারাঠা মুলুকেও তার বীজ এসে জন্মেছে! বাহবা! মলহররাও হোলকারের বংশ-তরুতে কি চমৎকার মেওয়াই ফলেছে! দেবীস্বরূপিণী অহল্যা যার জননী,—এই তার পুত্র! ভগবান! ইচ্ছা ক'রেই কি এ জীবটিকে তৈরী করেছ? না, শিব গড়তে গিয়ে ভুলে বাঁদরের মূর্ত্তি তৈরী ক'রে তোমার সংসার-চিড়িয়াখানায় ছেড়ে দিয়েছ, এ রহস্য তো বুঝতে পারলেম না! [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক *

পুণা—সিংহাসন-গৃহ। কাল—প্রভাত।

সিংহাসনের এক পার্শ্বে-মাধবরাও, মন্ত্রী, সেনাপতি, অমাত্যগণ;—অপর পার্শ্বে—রাঘবদাদা ও কতিপয় সর্দ্দার।

রাঘব।—তুমি বৃথা তর্ক করছ মাধব; তোমাকে বঞ্চিত করা আমার

---

* এই দৃশ্যটি অভিনয়ে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

উদ্দেশ্য নয়, রাজ্যের আভ্যন্তরীন গোলযোগ নিষ্পত্তির জন্য, শত্রুপক্ষের অহঙ্কার চূর্ণ করবার জন্য, তোমারই স্বার্থরক্ষার জন্য, আপাততঃ আমি সিংহাসন অধিকার করবার সঙ্কল্প করেছি।

মাধব।—আপনার ওসব যুক্তি প্রদর্শন নিষ্ফল পিতৃব্য! আমার পিতার সিংহাসনের আমিই একমাত্র অধিকারী; এখানে এমন কোন কারণ নেই—যা দেখিয়ে আপনি প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে অপসারিত ক'রে সিংহাসন অধিকার করেন!

রাঘব।—কারণ যথেষ্ট আছে; তুমি অর্ব্বাচীন বালক, তোমার আধিপত্য কে স্বীকার করবে?

মন্ত্রী। কে স্বীকার না করবে? রাঘবদাদা ভ্রাতুষ্পুত্রের আধিপত্য স্বীকার না করতে পারেন, কিন্তু মহান পেশোয়ার গুণমুগ্ধ লক্ষ লক্ষ ভক্ত অনুরক্ত ভৃত্য অম্লানবদনে তাঁর আধিপত্য স্বীকার করবে। আপনার জানা উচিত—রাজ্যের সকলেই রাঘব দাদা নয়, তাদের ভেতর দেবতাও আছে।

রাঘব।—যে রাজ্যের রাজা রমণী বা বালক, সে রাজ্যে প্রমাদ পদে পদে।

সেনাপতি।—এ কথা—সর্ব্বগ্রাসী সম্রাটের অনুগৃহীত শক্তি-হীন রাজ্যের পক্ষে খাটে—পুণার পক্ষে নয়! পুণার প্রভাব প্রতিপত্তি ঐশ্বর্য্য ভারত-বিস্তৃত, পুণার পেশোয়া হিন্দুস্থানের একচ্ছত্রী অধীশ্বর;

রাঘব।—কিন্তু সে ছত্রের নীচে যদি বালকে স্থান পায়, তাহলে রাজশক্তি দূরের কথা—তুচ্ছ গৃহশত্রু পর্য্যন্ত তার বিরুদ্ধাচারী হবে।

সেনাপতি।—এক রাঘবদাদা ভিন্ন পেশোয়ার সাম্রাজ্যে আর দ্বিতীয় গৃহশত্রু নাই।

রাঘব।—আপনি সাবধান হয়ে কথা কইবেন সেনাপতি সাহেব!

সেনাপতি।—আপনি আপনার মর্য্যাদা-রক্ষার অবকাশ দিচ্ছেন কোথায় দাদাসাহেব!

রাঘব।—আপনার স্মরণ রাখা উচিত—আমি স্বর্গীয় পেশোয়ার ভ্রাতা!

সেনা।—আপনারও জানা উচিত—আমার অন্নদাতা পেশোয়ার পুত্রের স্বার্থের যে পরিপন্থী,—আমি তার দণ্ডদাতা।

রাঘব।—মনে রেখো সেনাপতি, ভবিষ্যতে তোমাকে এর জন্য অনুতাপ করতে হবে!

সেনা।—অনুতাপ করবার মতন কোন কার্য্য আমি করি নি! আমি আমার প্রভু পুত্রের স্বার্থরক্ষা করতে এসেছি; তাঁর স্বার্থরক্ষার জন্যই আমি আপনাকে কঠোর কথা শোনাতে বাধ্য হয়েছি; তার জন্য যদি কোন অন্যায় হয়ে থাকে—সে রকম অন্যায় আচরণ আমি সহস্রবার সাধন করতে প্রস্তুত আছি।

রাঘব।—শোনো সেনাপতি, তবে এবার মনের অভিপ্রায় প্রকাশ করি,—সত্য কথাই বলি; আজ আমি এই সিংহাসন অধিকার করতে এসেছি, কোন বিঘ্ন-বাধা গ্রাহ্য না ক'রে আমি এ সিংহাসন অধিকার করবো।

সেনা।—আর আমরা এই সিংহাসন রক্ষা করতে এসেছি; এ সিংহাসন রক্ষা করবার জন্য আমরা আমাদের শেষ শোণিতবিন্দুটুকুও রণচণ্ডীর চরণে উৎসর্গ করবো।

রাঘব।—খবরদার! এটা স্থির জেনো—দুর্ব্বলহস্তে অস্ত্র ধারণ ক'রে আমরা সিংহাসন দখল করতে আসিনি।

(মলহররাওয়ের প্রবেশ।)

মলহর।—আর আপনি কি ব'লতে চান রাঘব দাদা—পেশোয়া-পুত্রের

স্বার্থরক্ষার জন্য যাঁরা দণ্ডায়মান, তাঁরা সকলে শিশু—ক্ষীণ হস্তে অস্ত্র ধরে তাল-পত্রের প্রহরীর মতন দাঁড়িয়ে আছেন ?

মাধবরাওয়ের পক্ষ।—আসুন আসুন—মহারাজ হোলকার !

রাঘব।—আপনি এখানে কেন হোলকাব সাহেব ? আপনার এ অনধিকার-চর্চ্চায় কি প্রয়োজন ?

মলহর।—এ অনধিকার চর্চ্চা নয় রাঘবদাদা ! এ আমার কর্ত্তব্য-কার্য্য ; স্বর্গীয় পেশোয়া আমার বন্ধুর তনয়, তাঁর বিয়োগে আমি পুত্রশোক প্রাপ্ত হয়েছি ! আমি স্বপ্নেও ভাবিনি রাঘবদাদা, সমর-সজ্জায় আমাকে এ সময় পুণায় উপস্থিত হতে হবে। আপনার আচরণে আমি স্তম্ভিত—মর্ম্মাহত হয়েছি। আপনি না বালক মাধবরাওয়ের পিতৃব্য ! পিতৃশোকাতুর ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি এই কি আপনার কর্ত্তব্য ? কোথায় তার গভীর শোকে আপনি সান্ত্বনাদান করবেন, না তার সিংহাসন খানি কেড়ে নেবার আয়োজন করছেন !

রাঘব।—হোলকার সাহেব ! আপনার উপদেশ শোনবার ইচ্ছা আমার নেই ; আমাদের এ গৃহযুদ্ধে আপনি হস্তক্ষেপ না ক'রে নিরপেক্ষ থাকলেই আমি সন্তুষ্ট হবো।

মলহর।—এ গৃহ যুদ্ধ নয় রাঘবদাদা—এর নাম রাজদ্রোহ ; সিংহাসনের ন্যায্য উত্তরাধিকারীর বিরুদ্ধে যে অস্ত্রধারণ করে—সে রাজদ্রোহী ! আপনি বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ, আপনি আমার শ্রদ্ধার পাত্র—সম্মানের পাত্র, তাই এখনো আপনি কারাগার দর্শন করেন নি—বন্দীর অবস্থা প্রাপ্ত হন নি।

রাঘব।—আমার বন্দী করে—কার সাধ্য ! পঞ্চাশ হাজার দুদ্ধর্ষ বীর আমার সহায়।

মলহর।—মিথ্যা কথা ; সেই পঞ্চাশহাজার যোদ্ধা আমার প্ররোচনায়

আবার পেশোয়া-পুত্রের দলভুক্ত হবে—এই যে তোমার আনুষঙ্গী কয়জন সর্দ্দার—যারা মহা উৎসাহে তোমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান—ভেবেছ কি সর্ব্বান্তঃকরণে এরা তোমার জন্য আত্মোৎসর্গ করেছে? না তা করেনি,—প্রকৃত যোদ্ধা কখনো অপাত্রে আত্মদান করে না—মহারাষ্ট্র বীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কখনো বিমুখ হয় না—সরদারগণ! আজ তোমরা বিদ্রোহী রাঘবদাদার দলভুক্ত হয়ে পেশোয়া-পুত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে এসেছ, কিন্তু আমি জানি—তোমরা সকলে একদিন এক প্রাণে একমনে স্বর্গীয় পেশোয়ার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে শত্রুপক্ষকে যুদ্ধদান করেছ! পেশোয়ার স্বার্থ-রক্ষার জন্য—তাঁর মর্য্যাদা-রক্ষার জন্য অসাধ্য-সাধন করেছ! আজ তোমাদের সেই পেশোয়া স্বর্গে;—মর্ত্ত্যে তাঁর বালকপুত্র মাধববাও! ভ্রাতৃগণ! জিজ্ঞাসা করি, স্বর্গে-মর্ত্ত্যে কি কোন সম্বন্ধ নেই? ওই দেখো—তোমাদের স্বর্গীয় রাজার পুত্র—পিতৃশোকাতুর রোরুদ্যমান বালক—সজললোচনে তার পিতার সিংহাসন-পার্শ্বে দণ্ডায়মান! তার প্রতি কি তোমাদের কোন কর্ত্তব্য নেই?"

সর্দ্দারগণ।—অবশ্য আছে।

মলহর।—তাই বুঝি ঐ বালকের বক্ষরক্ত পান করবার জন্য হিংস্রশার্দ্দূলের মতন এখানে এসে দাঁড়িয়েছ?—এই কি তোমাদের রাজ-ভক্তির পরিচয়?—ভাই সব! সম্মুখে তোমাদের দুই পথ;—হয় বিদ্রোহী রাঘব দাদাকে পরিত্যাগ ক'রে পেশোয়া পুত্রের দলভুক্ত হও—তাঁকে পেশোয়া ব'লে ঘোষণা ক'রে তাঁর আনুগত্য-স্বীকার করো, অথবা বীরের মতন তরবারি নিষ্কাসিত ক'রে যুদ্ধ দাও; আমরা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত। (তরবারি নিষ্কাষণ)

সর্দ্দারগণ।—জয়—পেশোয়া মাধবরাওয়ের জয়!

১ম সর্দ্দার।—পেশোয়া! পেশোয়া! আমাদের মার্জ্জনা করুন, আমরা আপনার দাস।

(পেশোয়ার চরণ-তলে অস্ত্রত্যাগ)

মলহর।—রাঘবদাদা—এখন কি বলতে চান?

রাঘব।—আর আমার কিছু বলবার নেই, আমার স্বপ্ন ভেঙে গেছে! হোলকার সাহেব! আমি আপনাকে চিনতে পারি নি, আমায় মার্জ্জনা করুন।

মলহর।—রাঘবদাদা! ব্রাহ্মণ আপনি, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনি পেশোয়ার ভ্রাতা, বালক মাধবরাও আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র, ওঁকে স্বহস্তে সিংহাসনে বসিয়ে দেওয়া আপনারই কর্ত্তব্য,—এ বিষয়ে আমার আর কিছুমাত্র বক্তব্য নেই।

রাঘব।—বৎস! বৎস! পিশাচের প্রলোভনে পড়ে আমি তোমার প্রতি শত্রুর মতন আচরণ করেছি, পিতৃব্য-জ্ঞানে আমার ওপর অভিমান করো না বৎস! এসো মাধব! তোমাকে আমি স্বহস্তে তোমার পিতার সিংহাসনে বসিয়ে দিই।

(তথাকরণ।)

মাধব।—পিতৃব্য মহশয়! অজ্ঞান অবস্থায় আমি আপনাকে অনেক রূঢ় কথা বলেছি, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি বালক, আমার রাজ্যে আপনি আমার প্রতিনিধি!

সকলে।—জয় পেশোয়া মাধবরাওয়ের জয়! রাজাধিরাজ মাধবরাওয়ের জয়!

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

অরণ্য-পথ। কাল—সন্ধ্যা।

সোমনাথ।

সোমনাথ।—নারায়ণী অহল্যার কাছে গিয়ে আমার প্রাণভিক্ষা করলে, আব সেই ভিক্ষালব্ধ প্রাণ নিয়ে আমায় বেঁচে থাকতে হবে? মলহররাও হোলকারের রোষদিগ্ধ কুটীল কটাক্ষ তীক্ষ্ণশরের মতন আমার প্রত্যেক লোমকূপে বিঁধে রয়েছে। আমি তাব প্রতিশোধ চাই! হোলকারকে জানাতে চাই—সোমনাথ তার কঠোর হৃদয়ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় চিতানল প্রজ্জ্বলিত ক'বে শবের প্রত্যাশায় বসে আছে,—সে শব—তুমি! তোমার ভ্রূকুটী ভ্রূভঙ্গে সোমনাথ শঙ্কিত নয়; সোমনাথ অদৃষ্টের উপাসক, অদৃষ্টের উপর নির্ভর ক'রে প্রতি পদক্ষেপে সে তোমার শত্রুতাসাধনে প্রস্তুত! নারায়ণী! তুমি ভেবেছ, মলহররাওয়ের কাছে গিয়ে আমাদের বিবাহ-রহস্য প্রকাশ ক'রে কৃতাঞ্জলিপুটে আমাকে মার্জ্জনা করবার জন্য অনুরোধ করবে—সুখের সংসার পাতবে! দুরাশা—দুরাশা! বৃথা চেষ্টা! সোমনাথের প্রকৃতি ভগবান সে ধাতুতে নির্ম্মাণ কবেন নি; তাহলে আজ সোমনাথ সর্ব্বস্বান্ত হ'ত না, সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে কেবল জেদের বশে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ হোলকারের সঙ্গে শত্রুতাচরণ করতো না। তোমার কার্য্যে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই; প্রতি পদক্ষেপে তুমিই আমার সাধনার পথ সরল ক'রে দিয়েছ প্রিয়তমে! তোমার এবারকার কার্য্যও প্রতিহিংসা সাধনের হয় তো আর একটি সুযোগ ঘটিয়ে দেবে।

[প্রস্থান।

(মলহররাও ও নারায়ণীর প্রবেশ।)

মলহর।—মা! তোমার পত্র আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারিনি। তোমার পত্র অনুসারে আমি আমার সৈন্যশ্রেণী ত্যাগ ক'রে এই নির্জ্জন স্থানে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি; কি অভিপ্রায়ে তুমি আমাকে এ ভাবে আহ্বান করেছ—শীঘ্র বলো।

নারায়ণী।—মহারাজ! আপনার কাছে মার্জ্জনা-ভিক্ষা করবার জন্য এ ভাবে আমি আপনাকে আসতে অনুরোধ করেছি!

মলহর।—এই যদি তোমার অভিপ্রায়, তাহলে এ ভাবে এখানে আমাকে আমন্ত্রণ ক'রে আনবার প্রয়োজন কি? মিথ্যা বলো না মা,—তাহলে হিতে বিপরীত হবে—কঠোর দণ্ড পাবে; সরলভাবে সত্যকথা বলো।

নারা।—মহারাজ আমার স্বামী আপনার কাছে গুরুতর অপরাধে অপরাধী তাঁরই জন্য আমি আপনার কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা করছি।

মলহর।—কে তোমার স্বামী?

নারা।—আমার স্বামী—সোমনাথ?

মলহর।—সোমনাথ;—সেই ভীষণ চক্রান্তকারী নরপিশাচ! তুমি তার স্ত্রী!—সুন্দরী! আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি; আর একদিন—সে অনেকদিনের কথা—তোমার অনুরোধে আমি তাকে মার্জ্জনা করেছিলেম!

নারা।—হাঁ মহারাজ! সে কথা আমার মনে আছে।—চিরকাল মনে থাকবে।

মলহর।—আর সে দিন আমার বিধবা পুত্রবধূ অহল্যার অনুরোধে তাকে দ্বিতীয়বার মার্জ্জনা করেছি।

নারা।—হাঁ মহারাজ, সে অনুগ্রহের কথাও আমি বিস্মৃত হইনি।

মলহর।—তবে আবার তার জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করছ কেন মা?

নারা।—সেই কথাই মহারাজের চরণে নিবেদন করতে এসেছি।--মহারাজ! আমার পিতা-মাতা আপনার ভক্ত প্রজা, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্বামী আমার আপনার বিরুদ্ধাচারী! আমি আমার পিতামাতার অজ্ঞাতে তাঁকে বিবাহ করেছিলুম, তখন আমি ঘুণাক্ষরেও জানতুম না, যে তিনি মহারাজের শত্রু। এই বিবাহের ফলে পিতার আলয়ে আমার স্থান নেই, আমি তাঁদের পরিত্যক্তা কন্যা; মহারাজের শত্রুকে তাঁরা জামাতা ব'লে গ্রহণ করতে সম্মত নন। এখন মহারাজ যদি দয়া করেন, তা হ'লেই আমি পিতার গৃহে স্থান পাই—দুদিনের জন্য সুখী হই।

মলহর।—এ প্রার্থনার অর্থ কি, তা আমি বুঝতে পারছি না মা! আমার প্রজাগণ আমার কোন শত্রুকে কন্যাসম্প্রদান করতে পারবেন না,—এমন কোন নিষেধাজ্ঞা তো আমি আমার রাজ্যমধ্যে প্রচার করি নি। তবে তুমি এ কথা তুলছ কেন?

নারা।—মহারাজের বিরাগভাজন হবার ভয়ে আমার পিতা তাঁর আলয়ে আমাকে আশ্রয় দিতে অনিচ্ছুক!

মলহর।—উত্তম, যাতে তোমার পিতা স্বগৃহে তোমাকে আশ্রয় দেন, তার ব্যবস্থা করতে আমি প্রস্তুত আছি।

নারা।—আর আমার স্বামী। তাঁর দশা কি হবে!—মহারাজের আদেশে মহারাজের অধিকার থেকে আমার স্বামী নির্ব্বাসিত,—ইন্দোরে তাঁর প্রবেশ নিষিদ্ধ; আমার পিতা রাজ-আদেশ লঙ্ঘন ক'রে তাঁকে গৃহে স্থান দেবেন মহারাজ?

মলহর।—মা! তোমার কথা শুনে আমি বুঝতে পেরেছি—তুমি সামান্য লোকের কন্যা নও; আমি তোমার পিতার পরিচয় জানতে চাই।

নারা।—আমার পিতার নাম গোবিন্দপন্থ,—তিনি মহারাজেরই একজন কর্ম্মচারী।

মলহর।—তুমি গোবিন্দপন্থের কন্যা? তুমিই কি নারায়ণী?

নারা।—হাঁ মহারাজ, আমিই সেই গৃহতাড়িতা কাঙ্গালিনী!

মলহর।—বুঝতে পেরেছি, রাজভক্ত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ গোবিন্দপন্থ কর্ত্তব্যের অনুরোধে পাষাণে বুক বেঁধে এমন কন্যাকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে! উঃ—কি অদ্ভুত কর্ত্তব্যজ্ঞান! কি প্রখর বিবেকবুদ্ধি তার! হায় গোবিন্দপন্থ! আগে যদি এ সব কথা আমাকে ব'লতে, তাহলে বোধ হয় ঘটনাস্রোত এতদুর প্রসারিত হ'ত না!—মা! মা! তুই সতীলক্ষ্মী! তোমার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠুর পিতা অনাদরে তোমাকে দূরে নিক্ষেপ করেছে—আজ উদার রাজা পিতার স্নেহে তোমায় ক্রোড়ে আশ্রয় দেবে; কোন চিন্তা নেই মা তোমার! আমি তোমার স্বামীর সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করলেম, শুধু মার্জ্জনা নয়—আজ থেকে আমি তার পিতা—তার প্রতিপালক—সাদরে আমি তাকে আশ্রয় দোব। বলো মা তোমার স্বামী কোথায়?

'(ছুরিকা হস্তে পশ্চাদ্দিকে সোমনাথের প্রবেশ।)

সোমনাথ।—(ছুরিকাঘাত করিয়া)—এই যে তোমার পশ্চাতে।

মলহর।—উঃ পিশাচ! গুপ্তহন্তা!—(ছুটিয়া গিয়া সোমনাথের টুঁটি ধারণ) —নরকের কীট!—না! না, ক্ষমা করেছি—তোকে ক্ষমা করেছি—প্রতিপালক হ'তে প্রতিশ্রুত হয়েছি—দূর হ!—(দূরে ঠেলিয়া দিয়া) —উঃ—

(পতন।)

নারায়ণী।—কি করলে তুমি! কাকে হত্যা করলে! মহারাজ যে অম্লান বদনে তোমাকে ক্ষমা করেছেন! উঃ!—কি করলে! হায়—হায়! নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করলে!

সোম।—নিজের সর্ব্বনাশ করিনি—চিরশত্রুর সর্ব্বনাশ করেছি,—প্রতিশোধ নিয়েছি!—ব্যস্—হাঃ হাঃ-হাঃ-হাঃ— (বেগে প্রস্থান।)

মলহর।—মা! কাঁদছিস্? স্বামীর আচরণ দেখে মনের দুঃখে কাঁদছিস্? কাঁদিস নি মা—দেখিলি তো, তোব মুখ চেয়ে আমার আততায়ী শত্রুকে হাতে পেয়েও আমি তাকে মার্জ্জনা কবলেম। আর তো সে আমার শত্রু নয়—সে যে আমার মেয়ের স্বামী! তাকে কি মারতে পারি মা?

নারা।—মহারাজ! রাজাধিরাজ! আমি যে এ হত্যার নিমিত্তভাগিনী হলুম।

মলহর।—তোমার কি অপরাধ মা! নিয়তিব নির্ব্বন্ধে এই ভাবে আমার মৃত্যু হ'লো,—হয়তো এই-ই আমার-অদৃষ্টের লিখন ছিল!—আয় মা কমলাক্ষি—আয় মা জননী! এ মরণাপন্ন মুমূর্ষুর প্রাণে এ অন্তিমে একটু সান্ত্বনাব বাতাস দিতে—একটু শান্তির আভাস দিতে, আমার কাছে আয় মা!

নারা।—মহারাজ—মহাবাজ—

মলহর।—আয় মা কাছে আয়—পাশে বোস্। (নারায়ণীব পার্শ্বে উপবেশন)

(দূরে গোবিন্দপন্থ ও কতিপয় সৈন্যের প্রবেশ।)

গোবিন্দ।—এই দিক থেকেই আওয়াজ পাওয়া গেছে! তোমরা বনের চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করো, নিশ্চয়ই তিনি এই দিকে এসেছেন,—যাও।

(সৈন্যগণের প্রস্থান।)

মহারাজের এ নিরুদ্দেশের কারণ তো কিছুই বুঝতে পারছি না! উদ্বেগ ও আতঙ্কে হৃদয় আমার যুগপথ আন্দোলিত হয়ে উঠ্‌ছে!—একি! একি দৃশ্য! একি ভীষণ ঘটনা! একি লোমহর্ষণ ব্যাপার! মহারাজ—মহারাজ—আপনি!

মলহর।—কেও, গোবিন্দপন্থ!

গোবিন্দ।—এ কি মর্ম্মভেদী দৃশ্য দেখছি মহারাজ! আপনি—আপনি আহত! সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত! একি নিদারুণ দৃশ্য দেখতে হলো মহারাজ! কে এ কাজ করলে মহারাজ!

মলহর।—আমার একজন আত্মীয়!

গোবিন্দ।—আপনার আত্মীয়!

মলহর।—হাঁ—গোবিন্দ,—সে আমার আত্মীয়! আমার পুত্রের মতন স্নেহের পাত্র; কিন্তু সে এ কাজ করেছে; তারই ছুরিকাঘাত আমার জীবন-গ্রন্থি ছিন্ন ক'রে দিয়েছে।

গোবিন্দ।—মহারাজ! মহারাজ! বলুন—সে কে! কোথায় গেছে—কোন দিকে পালিয়েছে! আদেশ করুন মহারাজ—এখনি চতুর্দ্দিকে তার সন্ধান করি—সমস্ত অরণ্য অবরোধ ক'রে তাকে বন্দী করি! দোহাই মহারাজ—আদেশ করুন—তার পরিচয় প্রদান করুন।

মলহর।—আদেশ পরে দোব, আগে তাঁর পরিচয় নিন; আমার পার্শ্বে যিনি ব'সে আছেন, এঁর কাছেই তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করুন।

গোবিন্দ।—কে এ রমণী!

মলহর।—সঙ্কোচ করবার কোন কারণ নেই, ইনি আমার কন্যার সমান। স্বচ্ছন্দে এঁকে জিজ্ঞাসা করুন।

গোবিন্দ।—(অগ্রসর হইয়া দর্শন ও জড়িতস্বরে সবিস্ময়ে) এ কি! কে এ! নারায়ণী!

মলহর।—একে এবার চিনতে পেরেছেন বোধ হয়—এরই স্বামী আমার হত্যাকারী!

গোবিন্দ।—উঃ—উঃ—আকাশের বজ্র! আমায় বাঁচাও!—বসুন্ধরা দয়া করো—দয়া করো—আমায় গ্রাস করো! মহারাজ! মহারাজ! বজ্র আমার আহ্বান গ্রাহ্য করলে না, বসুন্ধরা এখন বধিরা! এই

নিন মহারাজ আমার অস্ত্র, হাতে যদি আপনার কণামাত্রশক্তি থাকে, ওই অস্ত্র, আমার বক্ষে আমূল বসিয়ে দিন! আপনার হত্যার সঙ্গে সঙ্গে আমার পাপেব প্রায়শ্চিত্ত হোক্!

মলহর।—ক্ষান্ত হোন্ সেনাপতি, উদ্‌ভ্রান্ত হবেন না। আপনার অপরাধ কি? গোবিন্দপন্থ—সেনাপতি! আপনার আত্মত্যাগ, আপনার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার পরিচয় পেয়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আপনার এই কন্যা আমার কাছে তার স্বামীব জন্য মার্জ্জনা-ভিক্ষা করতে এসেছিল। তার মুখে সমস্ত বহস্য শুনে আমি স্তম্ভিত হলেম, আমার পুত্রঘাতী শত্রু সোমনাথের ওপর আমাব পুত্রস্নেহের সঞ্চার হ'লো! আমি তাকে সাদবে আমার আলয়ে আশ্রয় দিতে প্রতিশ্রুত হলেম। কিন্তু এমনি নিয়তির নির্ব্বন্ধ, শেষে সেই সহসা আমায় আক্রমণ করলে। সেই আক্রান্ত অবস্থাতেও আমি সিংহবিক্রমে তাব উপর পড়ে তার কণ্ঠনালি চেপে ধবলেম—

গোবিন্দ।—বলুন বলুন মহাবাজ! আপনি তাকে হত্যা করেছেন—হাতে হাতে তার পাপের প্রতিফল দিয়েছেন!

মলহর।—না আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি।

গোবিন্দ।—ছেড়ে দিযেছেন! নৃশংস হত্যাকারীকে হাতে পেয়ে আপনি তাকে ছেড়ে দিয়েছেন!

মলহর।—হাঁ, ছেড়ে দিয়েছি; তোমার কন্যাব কাছে আমার প্রতিশ্রুতি স্মরণ ক'রে আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। উঃ—বড় কষ্ট—আর কথা সরছে না! গোবিন্দপন্থ! যদি পার আমায় শিবিরে নিয়ে চল, আমার সময় আসন্ন হয়ে আসছে।

গোবিন্দ।—এসো—সকলে এসো—মহারাজ হোলকার পীড়িত; শীঘ্র এঁকে শিবিরে নিয়ে চল।

সৈন্যগণের প্রবেশ ও কতিপয় সৈন্য কর্ত্তৃক তথাকরণ।

(অপর সৈন্যগণের প্রতি।)

তোমরা সকলে শোন—মহারাজ হোলকার আততায়ীর অস্ত্রে সাংঘাতিকরূপে আহত হয়েছেন। তাঁর হত্যাকারী—সেই চক্রান্তকারী সোমনাথ! আমি তাকে চাই, আমি তার দেহ চাই, জীবন্ত অথবা মৃত—আমি তাকে চাই!—লক্ষ মুদ্রা আয়ের জায়গীর এর পুরস্কার।

[সৈন্যগণের প্রস্থান।

নারা।—বাবা! বাবা! কি করলে! কি আদেশ করলে! মহারাজ যে তাকে ক্ষমা ক'রে গেলেন!

গোবিন্দ।—খবরদার! সরে যা সর্ব্বনাশী! আমার অঙ্গস্পর্শ করিস নি—আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াস নি! (বেগে প্রস্থান।)

নারা। বাবা! বাবা! এই কি তোমার যোগ্য কথা হ'লো! সতীর হৃদয় থেকে পতিকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্য উল্কার মতন তুমি ছুটে চলেছ—পারবে না; সতীর নিশ্বাস বজ্র হয়ে তোমাকে বাধা দেবে! তুমি আমার স্বামীকে হত্যা করবার জন্য পিশাচের প্রবৃত্তি নিয়েছ—আমিও তাকে রক্ষা করবার জন্য রাক্ষসীর প্রবৃত্তি নোব,—দেখবো, সতীরাণী উমা কার জেদ বজায় রাখেন।

[বেগে প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

ইন্দোর—পল্লীপথ। কাল—রাত্রি।

(বীণা বাজাইয়া গীত করিতে করিতে গঙ্গাবাঈয়ের প্রবেশ।)

গীত।

তোমায় হৃদয়ে রাখিব যতনে।
এসো এসো সখা, হৃদি-মাঝে আঁকা, এসো এ হৃদয় ভবনে॥
সখা তুমি, ধাতা তুমি, তুমি ভগবান্ ;
অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ,—
তুমি করুণাকণামৃতসিন্ধু—ঢাল ইন্দুকিরণ ভুবনে॥
শুষ্ক হৃদয় মম—কঠিন পাষাণসম,
হৃদিমাঝে ওঠে পুনঃ ঝটিকা বিষম,
তুমি প্রভু প্রভাময়—দয়াময় অনুপম, সিঞ্চ এ হৃদয়খানি—
প্রেম-সলিল দানে॥

গঙ্গাবাঈ।—কি সুন্দর রাত্রি আজ! পূর্ণিমার চাঁদ তাঁর সমস্ত প্রজাদের নিয়ে আকাশে সভা ক'রে বসেছেন ; সকলে সুখী—সকলের মুখেই গালভরা হাসি, লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী প্রাণীর সে সুধাময় হাসির লহর ছুটে এসে মর্ত্ত্য পর্য্যন্ত ভাসিয়ে দিচ্ছে। মর্ত্ত্যের লোকেরাও আজ হাসছে ; হাসিমুখে বুক পোরা ভক্তি নিয়ে গোবিন্দজীর মন্দিরে আরতি দেখতে চলেছে! আর আমি—মর্ত্ত্যের এ নগণ্যা রমণী আমি—কোথায় যাচ্ছি?—সেই সব ভক্তদের কাছে ভিক্ষা করতে! আজ আবার আগেকার কথা মনে পড়ছে ; হায়! কি ছিলুম—আর কি হয়েছি! সে সব কথা মনে হ'লে, ইচ্ছা করে—দুনিয়া থেকে কোথাও

ছোটকে চলে যাই! আজ এই পুণ্য দিনে লক্ষ লক্ষ লোক গোবিন্দজীর চরণে তাদের ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রীতির অঞ্জলি দিতে যাচ্ছে,—আর আমি কি না উদরান্নের জন্য তাদের কাছে হাত পাততে চলেছি! এক একবার মনে হয়, পরের কাছে হাত পাতার চেয়ে কুয়োর তলা ভাল।

(ভীমজী ও নন্দজীর প্রবেশ।)

নন্দজী।—এ রাত্রে এ পথে কে যায় গা?

গঙ্গাবাঈ।—আমি—ভিখারিণী।

নন্দজী।—তুমিই বুঝি তাহলে গান গাইছিলে?

গঙ্গা।—হাঁ, আমিই।

নন্দজী।—আহা দিব্যি গলা তোমার; তোমার গান শুনে আমরা বড়ই তুষ্ট হয়েছি; তুমি কি চাও ভিখারিণী?

গঙ্গা।—ভিখারিণী আর কি চাইবে হুজুর?—ভিক্ষা চায়।

ভীমজী।—তুমি ভিখারিণী, কিন্তু তোমার যে রূপ,—রাজাধিরাজের প্রেম ভিক্ষা চাইলেও বোধ হয় পেতে পার।

গঙ্গা।—উদাসিনী ভিখারিণী, ভগবান গোবিন্দজীর প্রেম ভিন্ন মানুষের প্রেম চায় না; পথ ছাড়ুন—আমি যাই।

নন্দজী।—দাঁড়াও, কিছু ভিক্ষা নিয়ে যাও; কি ভিক্ষা চাও তুমি?

গঙ্গা।—যা দয়া হয়।

নন্দজী।—এই নাও।—(মোহর প্রদান)

গঙ্গা।—মহাশয়! এ যে দেখছি মোহর! এ নিয়ে আমি কি করবো! আমি তো মোহর চাই নি!

নন্দজী।—আমরা বিদেশী বণিক, এদেশে ব্যবসা করতে এসেছি; অগাধ

টাকা আমাদের; তামা—রূপো আমরা বড় একটা স্পর্শ করি না; তাই তোমাকে সোণার টাকাই দিয়েছি।

গঙ্গা।—তাই যদি,—ভগবান গোবিন্দজী আপনাদের কল্যাণ করুন—আপনারা ধনকুবের হোন; দুঃখিনী ভিখারিণীর এ ছাড়া আর কোন প্রার্থনা নেই।

নন্দজী।—তুমি এখন কোথায় যাবে ভিখারিণী?

গঙ্গা।—গোবিন্দজীর মন্দিরে।

নন্দজী।—আমরাও গোবিন্দজীর মন্দিরে যাচ্ছি; বেশ তুমি আমাদের সঙ্গেই চলো। (নেপথ্যে লক্ষ্য করিয়া) এই—এই পাল্কী রাখ! ভিখারিণী! তুমি পাল্কীতে উঠবে চল,—আমরা বিদেশী, বেড়াতে বেড়াতে রাস্তা-ঘাট দেখতে দেখতে যাব।

গঙ্গা।—মহাশয়! আপনারা পাল্কীতে উঠুন, ভিখারিণী আমি, আমার পাল্কীতে দরকার নেই।

নন্দজী।—হাজার হোক—তুমি স্ত্রীলোক; এতখানি পথ হেঁটে যেতে তোমার অত্যন্ত কষ্ট হবে।

গঙ্গা।—মহাশয়! ভিখারিণীর প্রতি আপনারা যে অনুগ্রহ দেখিয়েছেন—তাই যথেষ্ট; এর অতিরিক্ত অনুগ্রহ করবার কোন আবশ্যক নেই, আর আমিও সে অনুগ্রহের প্রত্যাশা করি না।

নন্দজী।—আর আমরাও তোমাকে পাল্কীতে না উঠিয়ে ছাড়তে পারছি না তোমাকে এ পাল্কীতে উঠতেই হবে; এ অনুরোধ তোমাকে রাখতে হবে সুন্দরী

গঙ্গা।—আপনার কথা শুনে আমার মনে বড় সন্দেহ হচ্ছে; আমি আপনার অভিপ্রায় বুঝতে পেরেছি; আমি আপনার অর্থ চাই না—এই নিন —(অর্থ নিক্ষেপ)

নন্দজী।—মোহরটা ফেলে দিলে!—যাক, ক্ষতি নাই; ভীমজি! তুমি ওটা কুড়িয়ে নাও; তুমি পাল্কীতে ওঠ সুন্দরী, আমি তোমাকে সহস্র মোহর দোব।

গঙ্গা।—পিশাচ! নরাধম! অর্থ দেখিয়ে আমায় মুগ্ধ করতে চাস্! তোরা মহাপাপী, তোদের মুখ দেখলেও পাপ হয়: তোদের মতন প্রেত-দর্শন ক'রে আমি আর মন্দিরে যাব না, আমি ফিরে চল্লুম।

[প্রস্থানোদ্যোগ।]

নন্দজী।—মওড়া আগলাও; এক পা'ও এগোতে দিস নি। খবরদার—দাঁড়াও!

গঙ্গা।—সাবধান। আমি রমণী—তোমাদের জননীর সমান, নারায়ণ আমার সহায়!

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥

নন্দজী।—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছিস ভীমজি! ধ'রে পাল্কীতে তোল!

গঙ্গা।—দাঁড়াও—ছুঁয়ো না—কুমারীর অঙ্গস্পর্শ ক'রো না আকাশের বজ্র মাথায় ভেঙ্গে পড়বে। বিপদভঞ্জন! তোমার তেজোময় মন্ত্র কি আজ শক্তিহীন হয়েছে—তোমার মহিমা কি লুপ্ত হয়েছে প্রভু! তুমি যে নারীর লজ্জানিবারণ; সংসারে তোমার লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী সন্তান,—এ বিপন্না অভাগিনীকে রক্ষা করতে কি তাদের একটিও নেই!

(তুকাজীর প্রবেশ।)

তুকাজী।—কেন থাকবে না? পুণ্যশীলা পবিত্রহৃদয়া রমণীর প্রার্থনা ভগবান ঠেলতে পারেন না; তোমার আর্ত্তনাদ তাঁর কর্ণে গিয়ে পৌঁচেছে; তুমি এখন নিরাপদ।—কে তোরা?

নন্দজী।—তুই কে? আমাদের কার্য্যের প্রতিবন্ধক হয়ে মরতে এলি কে তুই?

তুকাজী।—কেও—নন্দজী?

নন্দজী।—কে—নগরপাল মহাশয়! আপনি?

তুকাজী।—তোমার এ কি আচরণ নন্দজি? এ যুবতীর ওপর তুমি অত্যাচার করছ কেন?

নন্দজী।—আমি এর প্রতি অত্যাচার করিনি, মহারাজ মালিরাও হোলকারের আদেশে আমি এঁকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে এসেছি।

তুকাজী।—(স্বগতঃ)—একি সত্য! হোলকার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা! মর্ত্ত্যের সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ ক'রে সবে মাত্র তুমি স্বর্গে গেছো; এখনো তিন মাস পূর্ণ হয় নি, এরই মধ্যে তোমার রাজ্যে প্রকাশ্য রাজপথে রমণীর ওপব অত্যাচার হচ্ছে!—(প্রকাশ্যে) নন্দজি! মহারাজ এ যুবতীকে নিয়ে যাবার জন্য তোমাকে আদেশ করেছেন—এ কথা কি সত্য?

নন্দজী।—আমি তাঁর আদেশ-পালক; তাঁর আদেশ-পালন করতে এসেছি; এর বেশী কিছু কৈফিয়ৎ দেবার ইচ্ছা করি না।

তুকাজী।—আর আমি এ নগরীর রক্ষক; তোমার মুখের কথায় এ বালিকাকে পরিত্যাগ করতে পারি না।—তোমার কাছে রাজার কোন হুকুমনামা আছে?

নন্দজী।—রাজার মৌখিক হুকুমই যথেষ্ট,—হুকুমনামা আবশ্যক করে না।

তুকাজী।—রাজার হুকুমনামা ভিন্ন কোন মতে তুমি এ যুবতীকে নিয়ে যেতে পার না। আমি তোমাকে আদেশ করছি—এখনি তুমি তোমার সহচরকে নিয়ে স্থান ত্যাগ কর।

নন্দজী।—যদি না করি?

তুকাজী।—তাহলে এই দণ্ডে আমি তোমাকে বন্দী করতে বাধ্য হব।—আমার একটি কথায় এখনি পঞ্চাশ অশ্বারোহী এখানে এসে আমার আদেশ পালন করবে।

নন্দজী।—কিন্তু এর জন্য রাজার কাছে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে।

তুকাজী।—সেজন্য তোমাকে ব্যস্ত হতে হ'বে না ; আমি আমার দায়িত্ব উত্তমরূপ বুঝি।

নন্দজী।—উত্তম ! ভীমজি—চলে এসো :

[ভীমজী ও নন্দজীর প্রস্থান।

তুকাজী।—তুমি এখন কি করতে চাও রমণী ;

গঙ্গা।—আমার জীবনদাতার নামটি শুনে হৃদয়ের ভিত্তিতে গেঁথে রাখতে চাই।

তুকাজী।—আমার নাম শোনবার তোমার কোন আবশ্যক নেই ; আমি এ রাজ্যের একজন সামান্য কর্ম্মচারী ; রাজধানী-রক্ষার ভার আমার ওপর ; আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করেছি মাত্র।

গঙ্গা।—আপনিই তাহলে এ রাজ্যের আবালবৃদ্ধবনিতার শ্রদ্ধার পাত্র মহামান্য তুকাজীরাও হোলকার ! আপনার নাম শুনেছি, এ রাজ্যের ভেতর আপনিই দেবতা, ভাগ্যফলে আজ দেবতার দেখা পেয়েছি, হে নরদেবতা ! আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

তুকাজী।—তোমার কথাবার্ত্তা শুনে—তোমার সৎসাহস দেখে আমার মনে হচ্ছে, তোমার সামান্য ঘরে জন্ম নয় ;—সত্যই কি তুমি ভিখারীর মেয়ে ! আমার বোধ হয় তা নয়।

গঙ্গা।—আপনার অনুমান মিথ্যা নয়, আমি ভিখারীর মেয়ে নই—কিন্তু অদৃষ্ট আমাকে আজ ভিখারিণী ক'রেছে। শুনে হয়তো আপনি

আশ্চর্য্য হবেন—সিন্ধিয়া-রাজবংশের মেয়ে আমি, আমার পিতা সিন্ধিয়া-রাজের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। কিন্তু অদৃষ্টদোষে রাজকোপে প'ড়ে তিনি নির্ব্বাসিত হন; এ রাজ্যে এসেই আমরা আশ্রয় নিয়েছিলুম; কিন্তু বিধাতার প্রাণে তাও সহ্য হ'লো না, সম্বৎসরের ভেতর বাবা আমার স্বর্গবাসী হলেন, বাবার সঙ্গে মা'ও সহমৃতা হলেন। আমি অকূল পাথারে পড়লুম। সেই অবস্থায় একজন রমণী এসে, আমার দুঃখে দুঃখ জানিয়ে, তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দিলেন; আমি এখন সেইখানেই আছি।

তুকাজী।—বুঝেছি; তার পর?

গঙ্গা।—ভিক্ষায় কিছু উপার্জ্জন না হ'লে যার বাড়ীতে আছি, সে বড় তিরস্কার করে—প্রহার করে—সমস্ত দিন আমার খাওয়া হয় নি।

তুকাজী।—আমার কাছে কিঞ্চিৎ অর্থ আছে, তুমি এখন এই নিয়ে যাও, তার পর আমি রাজমাতাকে বলে তোমার জীবিকা-সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা ক'রে দোব। এখন তুমি যাও।

গঙ্গা।—আপনার এ উপকার—

তুকাজী।—কে কার উপকার করে! এ উপকার করা নয়—আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করেছি। তুমি যাও।

গঙ্গা।—(স্বগতঃ) ভগবান! তোমার জগতে প্রেত আছে—দেবতাও আছে, নরক আছে—স্বর্গও আছে, দুঃখ আছে সুখও আছে। জ্ঞানহীনা নারী আমি, আমার কি সাধ্য, তোমার মহিমা বুঝতে পারি প্রভু! [প্রস্থান।

তুকাজী।—অভাগিনী! তোমার দুঃখ দেখে আমার প্রাণ কাঁদছে! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের অদৃষ্টের কথাও মনে প'ড়ছে। বিধাতা বুঝি এক মাটিতে আমাদের দুটীকে সৃষ্টি ক'রে সংসারে পাঠিয়েছিলেন।

তুমিও পিতৃমাতৃহীনা, আমিও পিতৃমাতৃহীন; তুমি পরান্নে প্রতি-পালিতা, আমিও তাই! তবে আমি উচ্চ দাসত্বের বিনিময়ে মান সম্ভ্রমের অধিকারী হয়ে জীবিকা-নির্ব্বাহ করছি, আর তুমি ভিখারিণীর বৃত্তি গ্রহণ ক'রে কোন রকমে দিন কাটাচ্ছ—এই যা পার্থক্য! কিন্তু আমার এ মান সম্ভ্রমেব স্থায়িত্ব কতক্ষণ? এতো তাসের প্রাসাদ! একটি উষ্ণ নিশ্বাসে চুরমার হয়ে পড়ে যেতে পারে! অভাগিনী তোমার-আমার সম্বন্ধ একই বকম—একই অদৃষ্ট-তন্তুতে আমাদের জীবন-বন্ধন! কে বলতে পারে, বিধাতার এ সৃষ্টি রহস্যের কারণ কি!

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

ভগ্ন অট্টালিকার জীর্ণ কক্ষ। কাল-সন্ধ্যা।

(ছিন্নভিন্ন বিশৃঙ্খল বেশে সোমনাথ আসীন।)

সোমনাথ।—উঃ—পাপীর জীবন কি বিষময়। সে জীবনে শান্তি নেই;—ব্রহ্মাণ্ডে তার তৃপ্তি নেই। মলহররাওকে যখন হত্যা করেছিলেম, তখন মনে যে কামনা ছিল—হৃদয়ে যে ভীষণ প্রবৃত্তি ছিল, এখন তার কণামাত্রও নেই! তখন ভেবেছিলেম—বৃদ্ধ রাজাকে হত্যা ক'রে, প্রতিশোধ নিয়ে বড় তৃপ্তি পাব। কিন্তু এখন সে তৃপ্তি কোথায়! কে বলে হত্যায় শান্তি! কে বলে—প্রতিশোধ-গ্রহণে তৃপ্তি!—মিথ্যা কথা। দুনিয়ায় শান্তি নেই। ভেবে ছিলেম, প্রতিশোধ গ্রহণ ক'রে—যদি ভিখারীর বৃত্তি অবলম্বন করতে হয়,—তাতেও কুণ্ঠিত হব না। কিন্তু—তাতেই বা শান্তি কই? রাস্তায় ওই সকল উদার অকৃত্রিম

ভিখারীর মনে যে শান্তি—আমি কি তার কণামাত্র অংশের অধিকারী হবার আশা রাখি ?—আমি যে পাপী, আমি যে নরঘাতী, আমি যে রাজদ্রোহী ! মৃত্যুর করাল ছায়া আমার অনুসরণ করছে—পলায়িত উদ্বেগময় জীবনভার বহন—আমার পক্ষে যেন অসহ্য হ'য়ে পড়েছে !—হায় নারায়ণী ! আমার জন্য তুমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছো, পদে পদে আমাকে রক্ষা করেছো, আমার অনুসরণকারী রাজসৈন্য-গণের চক্ষে ধূলি দিয়ে এই জীর্ণ অট্টালিকায় সন্তর্পণে আমায় লুকিয়ে রেখেছো, লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে ভিক্ষালব্ধ অন্নে আমার জীবন রক্ষা করছো !—এমন অদ্ভুত স্বামীভক্তি তোমার ! নারায়ণী ! সতীকুলরাণী তুমি, তোমারই সতীত্বের মহিমায় আমার মতন মহা-পাপীকে এখন দুনিয়ায় বাঁচিয়ে রেখেছে। নরাধম আমি—অজ্ঞান অবোধ আমি, তাই তোমার প্রেমের মর্য্যাদা এতদিন বুঝতে পারিনি। তোমার আচরণে—আজ এই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে এসে তোমাকে নিয়ে নূতন ক'রে সংসার পাততে ইচ্ছা করছে—আজ আবার বাঁচবার সাধ হ'চ্ছে।

(মুক্ত তরবারি হস্তে গোবিন্দপন্থের প্রবেশ।)

গোবিন্দ।—মৃত্যু যার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে,—কালসর্প যার মাথার ওপর ফণা তুলে ধরেছে,—তার বাঁচবার সাধ হয় ?

সোমনাথ।—অ্যাঁ—অ্যাঁ—এ—এ—

গোবিন্দ।—চুপ ক'রে ব'সে থাক ! ওই জীর্ণ আসন—তোর মতন নরপশুর উপযুক্ত যূপ-কাষ্ঠ !

সোমনাথ।—আমি মার্জ্জনা-প্রার্থী, আমায় মার্জ্জনা করুন।

গোবিন্দ।—ও প্রার্থনা এখানে নয়, নরকে গিয়ে নরকের রাজার কাছে মার্জ্জনা-প্রার্থনা করিস্—তখন আমার কোন আপত্তি থাকবে না।

সোমনাথ।—আমায় হত্যা করলে আপনার কন্যা বিধবা হবে।

গোবিন্দ!—আমার কন্যা চির-বিধবা; যে দিন সে জন্মেছে—সেই দিনই সে বিধবা হয়েছে! কন্যার বৈধব্যে গোবিন্দপন্থের আতঙ্কের কোন কারণ নেই। মৃতের মৃত্যুও যা—আমার কন্যার বৈধব্যও তাই!

সোমনাথ।—দোহাই আপনার—আমায় মার্জ্জনা করুন, প্রাণে মারবেন না। তাহলে আমার নারায়ণী বাঁচবে না!

গোবিন্দ।—আমি তোমাকে মারবার জন্যই এসেছি—মার্জ্জনা করতে আসি নি; জগতের ইতিহাসে রাজদ্রোহীর মার্জ্জনা নেই। এই মুক্ত তরবারি এখনি তোর বক্ষ-রক্তে রঞ্জিত হবে!

সোমনাথ।—রক্ষা করো—রক্ষা করো—মেরো না—

গোবিন্দ।—খবরদার! যেমন আছিস্—ঠিক সেই ভাবে থাক্!—(তরবারি উত্তোলন।)

(গুপ্ত দ্বার খুলিয়া পিস্তল হস্তে নারায়ণীর প্রবেশ।)

নারায়ণী।—তুমিও যেমন আছ—ঠিক সেই ভাবে দাঁড়িয়ে থাক বাবা! নইলে আমার অস্ত্র এখনি তোমাকে নিরস্ত্র ক'রবে! বাবা এ অবস্থায় আমাকে দেখে আশ্চর্য্য হচ্ছ সত্য,—কিন্তু এতে আমার কিছুমাত্র অপরাধ নেই। তুমি আমার স্বামীকে হত্যা করবার জন্য ঘাতকের প্রবৃত্তি নিয়েছ, আর আমি রাক্ষসীর শক্তি নিয়ে তাকে রক্ষা করতে এসেছি। অবস্থা বুঝে আমায় মার্জ্জনা কর বাবা!—যাও স্বামী—মুক্ত তুমি, এই উন্মুক্ত দ্বার দিয়ে স্বচ্ছন্দে চলে যাও, কেউ তোমার কেশস্পর্শ করতে পারবে না।

[সোমনাথ ও নারায়ণীর প্রস্থান,—স্তব্ধভাবে গোবিন্দপন্থ দণ্ডায়মান]

গোবিন্দ।—গোবিন্দপন্থ! তুমি কি জেগে আছ? মিথ্যা কথা—তুমি

নিদ্রিত—তুমি মৃত ; রাক্ষসী কন্যার দানবী প্রকৃতি আজ তোমাকে পরাস্ত করেছে। গোবিন্দপন্থ! জাগ্রত হও এবার—প্রকৃতির ওপর প্রতিশোধ নাও !

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

বিলাস-কক্ষ। কাল—রাত্রি।

মালিরাও, নন্দজী।

(নর্ত্তকীগণের গীত।)

আজি মধু যামিনী।
হাসে জোছনা রাশি, হাসে আকাশে শশী,
হাসে সরসী জল, হাসে কমলদল,—হাসে মেদিনী ॥
চাঁদের কিরণ টুকু মাখিব গায়,
ফুল ভুলে তারা তুলে পরিব খোঁপায়,
ভেসে ভেসে যাব সবে হাওয়ায় হাওয়ায়—
নাগরী-নব-নলিনী।
লজ্জা পাবে সজ্জা দেখে মদনমোহিনী ॥

মালিরাও।—আজ আর নাচ-গান ভাল লাগছে না নন্দজি ; এদের এখন যেতে বল।

১ম নর্ত্তকী।—কেন মহারাজ! আমাদের কাজে কি আজ কোন কসুর হয়েছে ?

মালিরাও।—তোমাদের আবার কসুর কি সুন্দরী! তোমরা আমার

প্রাণস্বরূপ, তোমাদের মতন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু আমার খুব অল্পই আছে। তবে কোন একটা বিশেষ কারণে আমি আজ বড় ব্যস্ত আছি, তাই তোমাদের নাচ-গানে মন দিতে পারছি না।

২য় নর্ত্তকী।—মহারাজের তুষ্টির জন্য আমরা জীবন উৎসর্গ করেছি, অধিনীদের ওপর মহারাজের একটু কৃপাদৃষ্টি থাকলেই আমরা কৃতার্থ হবো। [নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

মালিরাও।—নন্দজি! তাকে কোথায় রেখেছ?

নন্দজী।—আজ্ঞে, এই পাশের ঘরেই আটক ক'রে রেখেছি; হুকুম পেলেই এখানে নিয়ে আসি। তাকে আনতে যে কষ্ট হয়েছে মহারাজ—তার আর কি পরিচয় দোব? বাড়ীওয়ালি মাগীকে একবারে হাজার মোহর ঘুষ দিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় ছুঁড়ীটাকে উড়িয়ে নিয়ে এসেছি।

মালিরাও।—উড়িয়ে এনেছ?

নন্দজী।—আজ্ঞে হাঁ মহারাজ—উড়িয়ে এনেছি; উড়ানো ভিন্ন তাকে আর কি বলি বলুন! সেই ঘুমন্ত অবস্থাতেই মুখে কাপড় বেঁধে একবারে পাল্কীতে তুললুম, তারপর এক দম উড়িয়ে এনে একবারে পাশের কামরায় চাবি বন্ধ ক'রে ছেড়ে দিলুম—বাইরের কাক-চিলকেও একটু আন্দাজ পেতে দিলুম না। এখন হুকুম করুন মহারাজ—তাকে এইখানে এনে হাজির করি, পাশে বসিয়ে দিয়ে রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলন দেখে নয়ন মন সার্থক করি!

মালিরাও।—সে এখন নয়, আগে আমি তুকাজীকে চাই; তার সম্মুখে সে কার্য্য সম্পন্ন হবে।

নন্দজী।—আজ্ঞে হাঁ মহারাজ! চমৎকার সংকল্প করেছেন; বাহবা—বুদ্ধি! এমন না হলে—রাজবুদ্ধি।

মালিরাও।—এই তুকাজীর আচরণ দেখে তার ওপর আমার ভয়ঙ্কর সন্দেহ হয়েছে নন্দজি!

নন্দজী।—এতো হবারই কথা মহারাজ! তার আস্পর্দ্ধার কথা হাজারবার আমি আপনাকে বলেছি। রাজ্যের প্রজারা মহারাজের চেয়েও তাকে বেশী সম্মান করে। মহারাজকে যারা ঘৃণা করে, তুকাজীকে তারা পূজা করে। একি সামান্য আস্পর্দ্ধার কথা মহারাজ!

মালিরাও।—শুধু তাই নয়; আমার বিরুদ্ধে অনেক কথা সে আমার মা'কে পর্য্যন্ত বলেছে। সেই সেদিনকার আমোদের কথা মনে আছে?

নন্দজী।—তা আর মনে নেই মহারাজ! কি চমৎকার আমোদ সে। সে ঘড়ার ভেতর কেউটে সাপ ঢুকিয়ে রেখেছিলুম। তারপর ভিক্ষুক বামুনদের ডেকে এনে বলা গেলো—মহারাজ আজ দাতাকর্ণ হয়েছেন, তোমাদের দেবার জন্য ঘড়া-বোঝাই মোহর রেখেছেন, ঘড়ার ঢাকনি খুলে যত ইচ্ছা মোহর বার ক'রে নাও।—লোভী বেটারা লোভে প'ড়ে যেমন ঘড়ার ঢাকনি খুলেছে—অমনি ফোঁস্!—উঃ—কি সে মজা! হেসে আর বাঁচি না মহারাজ! তার পর পাদুকার ভেতর বিচ্ছু পুষে রাখা হয়েছিল, যেমন বেটারা তার ভেতর পা গলিয়েছে—অমনি কটাং—কটাস্!—কামড়ের চোটে তাদের কি ছটফটানি! অমন মজা অনেকদিন পাওয়া যায় নি মহারাজ!

মালিরাও।—এখন হয়েছে কি জান? তুকাজী সেই সমস্ত নিগৃহীত ব্রাহ্মণদের, মার কাছে নিয়ে গিয়েছিল, মা তাদের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে, একবারে নাকি আমার ওপর আগুন হয়ে উঠেছেন।

নন্দজী।—তাহলে ঘরের অন্ন আর কিছু অধিক পরিমাণে ভোজন করেই নিশ্চিন্ত হয়েছেন বলুন?

মালিরাও।—না, আর একটু এগিয়েছেন ;—শুনলুম—তাদের প্রত্যেককে নাকি নগদ লক্ষ মুদ্রা আর শত বিঘা ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করেছেন।

নন্দজী।—অ্যাঁ—বলেন কি মহারাজ? আপনার মা ব্রাহ্মণদের সর্ব্বস্ব দান ক'রে ফতুর হচ্ছেন বলেই ভিক্ষুক বেটাদের জব্দ করবার জন্যে এই ফাঁদ পেতেছিলুম; এখন যে দেখছি উল্‌টো উৎপত্তি হলো! বেটারা দু ফোঁটা চোখের জল ফেলে অতগুলো টাকা ঠকিয়ে নিয়ে গেল, আর আপনি তার কিছু বিহিত করলেন না মহারাজ।

মালিরাও।—কি আর বিহিত করব বল? মা যে তাদের দিয়ে ফেলেছেন!

নন্দজী।—ফেল্‌লেনই বা দিয়ে আবার ফিরিয়ে নিতে কতক্ষণ! আপনার ওপর আপনার মা'র যদি একটুও দরদ থাক্‌তো, তাহলে কি তিনি এ ব্যাপারে হাত দিতেন? আপনি যদি এর বিহিত না করেন মহারাজ, তাহলে এর পর দেখবেন—আপনি যাকে দণ্ড দেবেন, আপনার মা তাকে মুক্তি দেবেন! লোকে আপনাকে কিসের জন্য মানবে বলুন?

মালিরাও।—ঠিক বলেছ নন্দজি, মা'র আস্পর্দ্ধাও ভারি বৃদ্ধি পেয়েছে; এও একটা ভাবনার কথা বটে!

নন্দজী।—ভাবনা বলে ভাবনা? একবারে উৎকট ভাবনার কথা! দেশের সমস্ত প্রজা যদি বিদ্রোহী হয়, তাহলে চখের নিমিষে তাদের বশ করা যায়, কিন্তু মা বেটি যদি একবার ক্ষেপে ওঠে, তাহলে তাকে আঁটা দায়! এ যে ঘরের শত্রু মহারাজ! তাই ব'লছি, আগে আপনার মাকে দমন করুন।

মালিরাও।—আচ্ছা, আজ আগে তুকাজীকে দমন করি, তার পর মা'র ব্যবস্থা করা যাবে।

(ভীমজীর প্রবেশ।)

তুমি যে একলা এলে ভীমজী,—তুকাজী কই ?

ভীমজী।—ওই যে আস্‌ছেন।

(তুকাজীর প্রবেশ।)

তুকাজী।—মালিরাও! এত রাত্রে আমাকে এখানে ডেকেছ কেন? কোন বিশেষ কারণ আছে কি ?

মালিরাও।—তুকাজি! তোমার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ ?

তুকাজী।—সম্বন্ধে আমি তোমার পিতৃব্য।

মালিরাও।—সে সম্বন্ধের কথা আমি বলছি না! বৈষয়িক সম্বন্ধে আমি তোমার কে ?

তুকাজী।—প্রভু।

মালিরাও।—আর তুমি ?

তুকাজী।—মহারাজের ভৃত্য।

মালিরাও।—অতএব প্রভুর মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে তার সঙ্গে কথা কও—এই আমার আদেশ।

তুকাজী।—হাঁ মহারাজ! আমি আমার ত্রুটি বুঝতে পেরেছি, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।—এখন কি জন্য আমাকে আহ্বান করেছেন, তা জানতে পারি কি ?

মালিরাও।—কি জন্য তোমাকে আহ্বান করেছি—তা কি তুমি জানতে পারনি ?—তুমি তুকাজী, গুরুতর অপরাধে অপরাধী; অপরাধ—রাজার প্রতি বিরুদ্ধ ব্যবহার।

তুকাজী।—আমি রাজবিধির আদেশপালক, রাজ্যের শান্তিরক্ষক, আমার কর্ত্তব্য অত্যন্ত গুরুতর; কর্ত্তব্য-লঙ্ঘনই আমার মতে রাজার প্রতি

বিরুদ্ধ ব্যবহার! কিন্তু জীবনে আমি কখন কর্ত্তব্য-লঙ্ঘন করিনি, জ্ঞানতঃ কখন রাজার প্রতি বিরুদ্ধ ব্যবহার করিনি।

মালিরাও।—শোন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কর্ম্মচারী! অপরাধ অস্বীকার করলেই অপরাধী অব্যাহতি পায় না, এ কথা তোমার স্মরণ রাখা উচিত। গত পূর্ণিমার রাত্রে এ রাজধানীর কোন পল্লীপথে তোমার জ্ঞাতসারে যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে—তার কথা তোমার স্মরণ আছে কি?

তুকাজী।—আছে।

মালিরাও।—সেদিনকার তোমার সে অনুষ্ঠান—রাজার প্রতি কি বিরুদ্ধ ব্যবহার নয়?

তুকাজী।—কখনই নয়। নগরীর শান্তিরক্ষক আমি, আমার দায়িত্ব অনুসারে আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করেছি।

মালিরাও।—অর্থাৎ আমার কর্ম্মচারীদের কাছ থেকে আমার প্রার্থিতা এক রমণীকে নিজের দায়িত্বে মুক্তি দিয়েছ!

তুকাজী।—না মহারাজ! আমি তাকে নিজের দায়িত্বে অব্যাহতি দিই নি; আপনার কর্ম্মচারীদের কাছে আপনার কোন আদেশপত্র ছিল না; তাই কর্ত্তব্যের অনুরোধে অত্যাচারীর গ্রাস থেকে সেই রমণীকে উদ্ধার করেছিলেম।

মালিরাও।—তাহলে তুমি কি ব'লতে চাও—আমার আদেশপত্রের অভাবেই তুমি তাকে মুক্তি দিয়েছিলে, নইলে দিতে না?

তুকাজী।—তা আমি ব'লতে পারি না! তবে শান্তিরক্ষকের দায়িত্ব নিয়ে তাকে উদ্ধার করতেম না—এটা নিশ্চিত!

মালিরাও।—তাহলে কার দায়িত্ব নিয়ে তাকে উদ্ধার করতে?

তুকাজী।—নিজের দায়িত্ব! সেই পিতৃমাতৃহীনা দারিদ্র্যপীড়িতা পবিত্র-হৃদয়া রমণীকে প্রকাশ্য রাজপথে সে ভাবে নিগৃহীতা হ'তে দেখলে

আমার বিবেকবুদ্ধির অনুরোধে নিজের দায়িত্বে আমি তাকে পিশাচের গ্রাস থেকে উদ্ধার করতেম!

মালিরাও।—বটে!—নন্দজি! এখনি এই রাজদ্রোহী নরাধমের কাছ থেকে তরবারি কেড়ে নাও।

তুকাজী।—ও আদেশ প্রত্যাহার করুন মহারাজ, নইলে এখনি প্রমাদ ঘটবে! এই তরবারি আমার অঙ্গের রক্ষক, এই তরবারি হাতে থাকতে নন্দজীর সাধ্য কি আমার অঙ্গস্পর্শ করে! এই আমার তরবারি, স্বেচ্ছায় আপনার কাছে ফেলে দিলেম—আপনি স্বচ্ছন্দে স্বহস্তে গ্রহণ করুন। (তববারি নিক্ষেপ।)

মালিরাও।—কই হ্যায়?

(দুইজন প্রহরীর প্রবেশ।)

বন্দী করো—এই বিদ্রোহী পামরকে এখনি বন্দী কর।

(প্রহরীদের তথাকরণ।)

তুকাজী! এখন যদি সেই যুবতী তোমাব চোখের ওপর নিগৃহীত হয়, তাহলে তুমি কার দায়ীত্বে তাকে উদ্ধার করবে?

তুকাজী।—আমি যখন আপনার আদেশে বন্দী হয়েছি, তখন আর আমাকে উপহাস ক'রে ফল কি মহারাজ?

মালিরাও।—আমি তো উপহাস করিনি, যা বললেম—তাই দেখাতে চাই।

তুকাজী।—মার্জ্জনা করুন মহারাজ! আমি তা দেখতে চাই না, আমি বন্দী, আমাকে কারাগারে পাঠিয়ে দিন—এই আমার প্রার্থনা।

মালিরাও।—এইখানেই আগে কিঞ্চিৎ কারাযন্ত্রণা সহ্য কর, তারপর কারাগারে গিয়ে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করবে।—নন্দজি! তাকে দেখাও!

পট পরিবর্ত্তন—

উজ্জ্বল কক্ষে গঙ্গাবাঈ শায়িতা।

গঙ্গাবাঈ।—(মালিরাওয়ের করস্পর্শে জাগরিতা হইয়া)—এ কি! এ আমি কোথায় এসেছি!

মালিরাও।—তুমি স্বর্গে এসেছ সুন্দরী! স্বর্গের রাজা তোমার সম্মুখে ; এসো—প্রিয়তমে! আমার সিংহাসন আলো ক'রে বস্‌বে এসো।

তুকাজী।—উঃ—চক্ষু অন্ধ হও!

মালি।—স্তব্ধ হয়ে কি ভাবছ সুন্দরী! এসো!—কাছে এসো।—বুকের জিনিস তুমি—বুকে এসো!

গঙ্গাবাঈ।—কে তুমি? কে তুমি? কি বলছ তুমি? আমি কিছু বুঝতে পারছি না! আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না? আমি কোথায় এসেছি—পর্ণকুটীর থেকে আমি কোথায় এসেছি! উঃ—আমার মাথা ঘুরছে!

নন্দজী।—এগিয়ে এসো সুন্দরী—এগিয়ে এসো—মহারাজের পাশে এসে বসো—মাথাঘোরা এখনি সেরে যাবে!

গঙ্গাবাঈ!—অ্যাঁ—মহারাজ! মহারাজ! বুঝতে পেরেছি—সব বুঝতে পেরেছি—আমার ধাঁধা কেটে গেছে! তুমি মহারাজ?

মালিরাও।—হাঁ, সুন্দরী, আমি তোমার দাস!

গঙ্গাবাঈ।—তুমি না গরীবের মা বাপ! তুমি না অবলা অনাথিনীর আশ্রয়দাতা—তুমি না বিপন্নার রক্ষাকর্ত্তা!—তোমার এই কাজ!

মালিরাও।—তিরস্কার ক'রো না সুন্দরী—আমায় মার্জ্জনা কর; তোমার জন্য আমি উন্মত্ত—আমায় বাঁচাও!

গঙ্গাবাঈ।—সরে যাও নরপশু! আমায় স্পর্শ ক'রো না—

নন্দজী।—আহাহা কেন মিছে আর বায়না করছ সুন্দরী! ফাঁদে এসে পড়েছ, কতক্ষণ ছুটোছুটি করে রক্ষা পাবে বল? কেন আর ছুটে—কেঁদে কাহিল হচ্ছ! হাসি মুখে ধরা দাও।

মালিরাও।—হাঁ সুন্দরী! হাসি মুখে ধরা দাও; তোমার সুখের সীমা থাকবে না!

গঙ্গাবাঈ।—আমায় ছেড়ে দাও—যেতে দাও—তাহলেই আমি সুখী হব। —আপনি রাজা—আপনি ভূস্বামী—আপনি পিতার সমান, আমি আপনার কন্যা!

মালিরাও।—তুমি আমার প্রাণেশ্বরী!

নন্দজী।—ঠিক বলেছেন মহারাজ—ঠিক জবাবই দিয়েছেন।

মালিরাও।—এসো সুন্দরী—আর ক্ষোভ করো না—

গঙ্গাবাঈ।—পিশাচ! নরাধম! এত ক'রে তোর কাছে অনুনয় বিনয় করলুম—তবু তোর প্রাণে দয়া হ'ল না!—তবে কি আমাকে রক্ষা করতে এখানে কেউ নেই।

তুকাজী।—আছেন শুধু ভগবান! অভাগিনী! ভগবানকে ডাক, তিনি ভিন্ন তোমাকে রক্ষা করতে আর কেউ নেই।

গঙ্গাবাঈ।—এই যে বিপন্নের বন্ধু—দরিদ্রের সহায়, আর্ত্তের রক্ষাকর্ত্তা—এখানে উপস্থিত! প্রভু! অত্যাচার-পীড়িতা অনাথিনী অভাগিনীকে রক্ষা করতে কি আপনিও অক্ষম?

তুকাজী।—ভিখারিণী! আমি বন্দী!

গঙ্গাবাঈ।—অ্যাঁ—আপনি বন্দী! উঃ—বুঝিছি—

মালিরাও।—বুঝেছো তো সুন্দরী, দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা আমি, আমার কবল থেকে যে তোমাকে রক্ষা করতে আসবে—সেই-ই বন্দী হবে।

সুন্দরী! এবার—এতক্ষণে তুমিও আমার বন্দিনী হলে! (গঙ্গাবাঈ-য়ের হস্তধারণ)

গঙ্গাবাঈ।—নারায়ণ! নারায়ণ! রমণীর লজ্জানিবারণ! আমায় রক্ষা কর; কুরুসভায় একবস্ত্রা দ্রৌপদীর লজ্জা রক্ষা করেছিলে—আজ আমার লজ্জা রক্ষা কর!—কই শুনলে না? এখনো এলেনা প্রভু? চক্রধর! তোমার চক্র কি চূর্ণ হয়েছে? ধর্ম্মরাজ! মর্ত্ত্যে কি ধর্ম্ম নেই?

(অহল্যার প্রবেশ।)

অহল্যা।—কে বলে ধর্ম্ম নেই! ধর্ম্ম আছে। সতীর মর্য্যাদা রাখ্‌তে—দুর্ম্মতিকে দণ্ড দিতে—ধর্ম্মরাজ অবশ্য আছেন।—মালিরাও।

মালিরাও।—কেও—মা?

অহল্যা।—হাঁ—হতভাগিনী আমি, তাই আমি তোমার মতন নরাধম পুত্রের মা!

মালিরাও।—মা! আমার বিলাস-মন্দিরে আসতে তোমার লজ্জা হলো না?—তুমি এখনি এখান থেকে চলে যাও;—যাও—নইলে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দোব।—

অহল্যা।—উত্তম! পুত্র, খুব বুদ্ধি লাভ করেছ—তোমার এতদূর অধঃপতন হয়েছে—তা আমি জানতুম না! তোমার অনেক অত্যাচার আমি সহ্য করেছি, কিন্তু আর নয়—আর সহ্য করা ভাল নয়—তাহলে ধর্ম্ম সহ্য করবেন না। আর তুমি আমার পুত্র নও, তুমি অত্যাচারী অপরাধী—তুমি প্রজাদ্রোহী—তুমি নারীপীড়ক পশু! তোমার দমন এখনি কর্ত্তব্য।

(নেপথ্যে চাহিয়া অহল্যার ইঙ্গিত

গোবিন্দপন্থ ও লক্ষ্মীকান্তের প্রবেশ।)

বন্দী করুন,—এখনি এই রাজানামধারী নরাধমকে বন্দী করুন, ওই সার্থসর্ব্বস্ব পাপীষ্ঠেরা পালাচ্ছে—ওদের আটক করুন।

মালিরাও।—কি! কি!

অহল্যা।—খবরদার! আমার আদেশ! সেনাপতি, বন্দী করুন!

গোবিন্দপন্থ।—মার্জ্জনা করুন মহারাজ! রাজমাতাব আদেশে আমি আপনাকে বন্দী করতে বাধ্য হলেম! (বন্দীকরণ)

অহল্যা।—লক্ষ্মীকান্ত ওদেরও বন্দী কর!

নন্দজী।—অঁ্যা অঁ্যা—আমি—আমি—

লক্ষ্মীকান্ত।—হাঁ হাঁ—তুমিই—তোমরা দুটিই— (বন্দীকরণ)

অহল্যা।—তুকাজি। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পুত্র আমার! বন্দী হয়েছ—কর্ত্তব্য-পালনের অপরাধে পাপীর বিচাবে বন্দী হয়েছ, এসো বৎস, স্বহস্তে আমি তোমাকে মুক্ত ক'রে দিই।—সেনাপতি। মালিরাওকে আমার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে নিয়ে যান, লক্ষ্মীকান্ত ওদের কাবাগাবে পাঠিয়ে দাও। ওদের বিচার ভার আমি স্বহস্তে গ্রহণ করবো।—মা। তুমি আমার সঙ্গে এসো, আজ থেকে আমি তোমার মা।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজপ্রাসাদের কক্ষ। কাল—রাত্রি।

মালিরাও।

মালিরাও।—কোথায় সুখ—কোথায় শান্তি—কোথায় তৃপ্তি।—চারদিকে জ্বালা—চারদিকে যন্ত্রণা—চারদিকে তীব্র অনুশোচনা। পৈশাচিক শক্তিতে যে সমস্ত সতী সাধ্বীর অমূল্য নিধি হরণ করেছি—তারা আজ আমার আসে পাশে কেঁদে কেঁদে ফিরছে।—ওই ওই তারা আমার দিকে চেয়েছে।—উঃ—কি চোখ। কি দৃষ্টি। সেই মুখ—সেই মরণের মুখ—সেই চিতার আগুনে গড়া চোখ। উঃ—অসহ্য—আর দেখতে পারছি না—চোখ জ্বলে যাচ্ছে—রক্ষা করো—রক্ষা করো।—ওকি। ও দিকে—ওরা আবার কে? সন্ন্যাসী—তপস্বী—ব্রাহ্মণ।—চিনেছি—তোমাদের চিনেছি। অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে পিশাচের মতন আমি তোমাদের নিগৃহীত করেছি,—বৃশ্চিক দংশনে—সর্পাঘাতে তোমাদের প্রাণ নাশ করে বড় কৌতুক অনুভব করেছি। তার ফলে আজ প্রতি লোমকূপে লক্ষ বৃশ্চিক-দংশন-যন্ত্রণা কোটী কোটী কালসর্পের বিষের জ্বালা সহ্য করছি।—ও কি। আবার কি দেখছি।—কক্ষের চারিদিকে লক্ষ লক্ষ নরকঙ্কাল। কি ভীষণ। —নরকঙ্কালগুলো অট্টহাসি হেসে উঠলো। বাইরে প্রলয়ের মতন নিশ্বাসের ঝটিকাপ্রবাহ ভীষণ বজ্রনির্ঘোষ। সঙ্গে সঙ্গে শত আর্ত্ত-

নাদের কণ্ঠস্বর—অন্ধকার। গাঢ় অন্ধকার—অনন্ত দুর্ভেদ্য মরণপথের অন্ধকার। ওই অন্ধকারের ভেতব দিয়ে ওই নরকঙ্কালগুলো ছুটে আসছে—তাদের মেদ-মজ্জাত্বক-শূন্য অস্থিময় হাত গুলো দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরতে আসছে—পিশাচ—পিশাচ। বক্ষা কর—রক্ষা কর—নরকের জলন্ত অনল প্রবাহে প্রাণ যায়। উঃ—বড় জ্বালা—বড় যন্ত্রণা—কে আছ রক্ষা কর বাঁচাও

(ভীমজীর প্রবেশ।)

ভীমজী।—চুপ করুন—চুপ করুন মহাবাজ। আমি এসেছি।

মালিরাও। তুমি এসেছ? কোথা থেকে এসেছ? আমার আসে পাশে চতুর্দ্দিকে লক্ষ লক্ষ পিশাচ অট্টহাসি হেসে ছুটে বেড়াচ্ছে? তুমি কি তাঁদের ভেতর ছিলে না? তুমি কি তাদের কেউ নও?

ভীমজী।—আমায় চিনতে পারছেন না মহারাজ। দু দিন কক্ষে অবরুদ্ধ থেকে এতদূর মতিভ্রান্ত হয়েছেন? প্রাণেব বন্ধুকে চিনতে পারছেন না? আমি ভীমজী।

মালিরাও।—ভীমজি। তুমি। ওহোঃ সত্যই আমি মতিভ্রান্ত—নইলে সামনে আমার এমন বন্ধুবত্ন উপস্থিত, আমি তাকে চিনতে পারি নি। তুমি এখানে কি ক'রে এলে ভীমজি?

ভীমজী।—প্রাণ হাতে ক'রে এসেছি মহারাজ। আপনার রাক্ষসী মা আমাদেরও একটা ঘরে আটক ক'রে রেখেছিল, অতি কষ্টে আমরা সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি; নন্দজী প্রাণ নিয়ে রাজপুরীর বাইরে পালিয়ে গেছে, আর আমি প্রাণ হাতে ক'বে এখানে চলে এসেছি। কেন এসেছি তা জানেন? আপনাকে বাঁচাতে—আপনার ডাকিনী মা'র হাত থেকে আপনাকে উদ্ধার করতে! এই দেখুন

গুলিভরা পিস্তল; এই পিস্তলেই আপনার মুক্তি। এখনি আপনার মা এইখানে আসবে; আপনি এই পিস্তল লুকিয়ে রাখুন; এখানে আসবামাত্র তার মস্তক লক্ষ্য ক'রে পিস্তলের আওয়াজ করুন, সমস্ত ল্যাটা চুকে যাক্।

মালিরাও।—চমৎকার। চমৎকার যুক্তি। চমৎকার মৎলব। চমৎকার ফন্দী। চমৎকার চক্রান্ত। চমৎকার বন্ধু তুমি আমার। নইলে অত বড় শক্রকে বধ করবার এমন চমৎকার পন্থা বলে দেবে কেন। সে শত্রু কে?—আমার জননী। আমার গর্ভধারিণী। যিনি যম যন্ত্রণা সহ্য ক'রে আমায় প্রসব ক'রেছেন—দেবতার চরণে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে আমার দীর্ঘজীবন কামনা করেছেন—আমাকে কুবেরের ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর ক'রে যাঁর মনে শান্তি—এক মুষ্টি আতপ তণ্ডুলে যাঁর তৃপ্তি—তাইতেই যার ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়—তিনি আমার শত্রু!—ভয়ঙ্কর শত্রু। ভীমজি! ভীমজি! আমার সেই দুর্জ্জয় শত্রুকে দমন করবার বড় চমৎকার ফন্দীই তুমি আবিষ্কার করেছ!

ভীমজী।—মহারাজ! আমার ফন্দীর তারিফ করতে হয়!—পরে করবেন; এখন আগে কাজ শেষ করুন। এই নিন, পিস্তল রাখুন। (প্রদান।)

মালিরাও।—ভীমজি! একটু আগে লক্ষ লক্ষ পিশাচ এই কক্ষের চতুর্দ্দিকে অট্টহাসি হেসে ছুটে বেড়াচ্ছিল; তাদের ভীষণ দর্শন মূর্ত্তি দেখে—বিকট হাস্য কোলাহল শুনে আমি ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেম। কিন্তু এখন আর তাদের একটিও নেই তোমাকে দেখে, তারা সকলে লজ্জায় পালিয়ে গেছে! পিশাচের অট্টহাসিতে আর আমার ভয় নেই, লক্ষ পিশাচের তাণ্ডব নৃত্যে আর আমার মনে আতঙ্ক নেই। আমি এখন তোমাকেই লক্ষ লক্ষ পিশাচ রূপে দেখতে পাচ্ছি। আমি এখন বুঝতে পেরেছি পিশাচ নরকের নয়,—

পিশাচ মর্ত্ত্যে মানুষ মূর্ত্তিতে। তুমি পিশাচ, আমিও পিশাচ; তুমি নারকী, আমিও নারকী; ভীমজি! আমাদের দুজনের গতিই সমান।

ভীমজী।—মহারাজের মুক্তির জন্য আমি সৎপরামর্শ-ই দিয়েছি।

মালিরাও।—আমি কি তা অস্বীকার করছি? পিশাচের যোগ্য পরামর্শ-ই তুমি আমাকে দিয়েছ—মাতৃহত্যা করবার উন্মাদ বাসনা আমার মনে জাগিয়ে দিচ্ছ। স্বর্গাদপি গরিয়সী যে মা—যাঁর পবিত্র মূর্ত্তি স্মরণ করলে বিপদ দূরে পালিয়ে যায়, যাঁর পদধূলি সঙ্গে থাকলে অঙ্গে ইন্দ্রের বজ্র বিদ্ধ হয় না, যার নাম ধ'রে 'মা-মা' শব্দে চীৎকার ক'রে ডাকলে আততায়ীর হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়ে, যার কথা মনে হলে দুষ্কর্ম্মের সময় পাপীর মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়, যাঁর নামে সুখ—ধ্যানে আনন্দ—চিন্তায় শান্তি—এমন যে করুণাময়ী, দয়াময়ী স্নেহময়ী মা—তুমি আমাকে তাঁকে বধ করবার পরামর্শ দিয়েছ।—তোমার গুণের কি তুলনা আছে? ভীমজি! তুমি কি কখন মায়ের স্নেহ পেয়েছ? তুমি কি কখন মাকে দেখেছো?

ভীমজী।—দেখেছি, মাইও খেয়েছি, কোলেও উঠেছি; কিন্তু তাতে ভুলিনি, আপনার কাজ বাজাবার জন্য—পৈতৃক অর্থ নিজের হাতে আনবার জন্য সেই মাকে বিষ খাইয়ে মেরেছি!

মালিরাও।—ভাল আমার ভাইরে! তাহলে তুমি পিশাচ কুলের মহাপুরুষ! তাই তুমি আমাকে তোমার দোসর করতে উদ্যত হয়েছ! আমি তোমার দোসর হব বন্ধু;—এক সঙ্গেই দুই বন্ধুর মুক্তি হবে।—এই পিস্তলে কটা গুলি আছে?

ভীমজী।—দুই গুলি আছে।

মালিরাও।—দুই গুলিই মারাত্মক?

ভীমজী।—নিশ্চই।

মালিরাও।—কিন্তু আমি আগে তার একটা পরীক্ষা ক'রে দেখতে চাই; কি জানি—যদি গুলি খেয়ে মা-বেটী হজম ক'রে পালায়! তাই আগে পরীক্ষা করতে চাই! ভীমজি! প্রথম গুলি আমি তোমার ওপরই পরীক্ষা করবো।

ভীমজী।—মহারাজ কি আমার সঙ্গে তামাসা করছেন?

মালিরাও।—মহারাজ কি কখন চাকরের সঙ্গে তামাসা করে? এ তামাসা নয় ভীমজি—এ রাজদণ্ড।

ভীমজী।—রাজদণ্ড!

মালিরাও।—হাঁ—রাজদণ্ড! জীবনে কখনও ন্যায্য বিচার ক'রে রাজদণ্ড দিইনি, আজ তা দেব! ভীমজি! আমি আগে দেবতা ছিলেম, মানুষের আদর্শ ছিলেম, কিন্তু তোমাদের সংসর্গে আজ আমি শৃগাল কুক্কুরেরও অধম হয়েছি। অনেক সুখের আশা করেছিলেম; রূপ—যৌবন—বংশগৌরব সমস্তই বিধাতা আমাকে দিয়েছিলেন, কিন্তু তোমাদের মতন পিশাচদের প্ররোচনায় আমি তা সমস্তই নষ্ট করেছি; তার ফলে আমার জীবনের সমস্ত আশা আজ বিশুষ্কপ্রায়, এ ব্যর্থ জীবন-কুসুম মধ্যাহ্নের আগেই বৃন্তচ্যুত হয়ে পড়েচে!—তাই আমার প্রাণে আজ প্রায়শ্চিত্তের পিপাসা জেগে উঠেছে। ভীমজি! প্রস্তুত হও! আমি প্রায়শ্চিত্ত করি!

ভীমজী।—মহারাজের দোহাই—মারবেন না, আমাকে ক্ষমা করুন—দয়া করুন—রক্ষা করুন—

মালিরাও।—চুপ ক'রে দাঁড়াও, চীৎকার ক'রো না; তোমার চীৎকারে আর কারুর মনে দয়া হবে না; কারুর প্রাণ কাঁদবে না,—একজনের প্রাণ কেঁদে উঠতো—কিন্তু সে আর দুনিয়ায় নেই—তুমি তাকে বিষ খাইয়ে মেরেছ,—সে তোমার মা! সে অভাগিনী যদি আজ বেঁচে

থাকতো, তোমার এ মরণ চীৎকার যদি তার কর্ণে গিয়ে পৌছুতো—তাহলে সে পুত্রস্নেহে অধীরা হয়ে উন্মাদিনীর মত এখানে ছুটে আসতো—আমার সামনে বুক পেতে দাঁড়াত! কিন্তু সে আর নেই—তুমি নরপশু—স্বহস্তে মাতৃহত্যা করেছ। তোমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ—এরূপ মৃত্যু তোমার পক্ষে লঘু দণ্ড, কিন্তু মানবের বিধানে এ অপেক্ষা গুরুদণ্ড নাই!! (পিস্তলের আওয়াজ)

ভীমজী।—উহুহুঃ—(পতন)

মালিরাও।—ব্যস্—এবার আমার পালা! আমি রাজা—কিন্তু অপরাধী, পাপী! রাজার পাপেরও দণ্ড আছে; আমি আপনার শাস্তি আপনি গ্রহণ করব; যে দেহের সুখের জন্য অনেক জঘন্য কর্ম্ম করেছি. সেই দেহ আজ স্বহস্তে ধ্বংস করব! মা! মা! পতিহীনা মা আমার!—কুপুত্রের জননী মা আমার! তোমাব গর্ভের কলঙ্ক এই মুছে গেল!!

[পিস্তলের সাহায্যে আত্মহত্যা]

(অহল্যা, গোবিন্দপন্থ ও তুলসীর প্রবেশ।)

[অহল্যা—স্তম্ভিত; স্থিরদৃষ্টি ও কম্পন]

তুলসী।—একি! একি! এ সর্ব্বনাশ কে করলে!

অহল্যা।—[রুদ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া]—তুলসী!—বুঝেছি!!

তুলসী।—দিদি। দিদি! স্থির হও রাণী!

অহল্যা।—স্থিরই তো আছি তুলসী! যার করে রাজ্যভার—তার কি নিজের সুখ দুঃখে অস্থির হবার অধিকার আছে! স্থির আছি! স্থির হয়েই রামচন্দ্র সীতাকে বনে পাঠিয়ে রাজধর্ম্ম পালন করেছিলেন!—তাই ভাবছি।

গোবিন্দ।—ওহো! হোলকার কুলের শেষ দীপ অকালে নির্ব্বাপিত হলো! মা! মা! কি হলো! কে এ কাজ করলে!!

অহল্যা।—কেউ না। দেখছ না—ওই আর কোন অভাগীর বাছা প'ড়ে আছে!—ও আগে গেছে,—আর আমরা যখন এলুম—তখন-ও তখন-ও—

তুলসী।—(সরোদনে) বাছার আমার অঙ্গ কাঁপছিল! তখনও প্রদীপ নেভেনি! মালি আমার! রাজা আমার!

অহল্যা।—হাঁ রাজা! সত্য রাজা!—পুত্র পুত্র পথভ্রষ্ট পুত্র আমার! বেশ করেছ! রাজা তুমি, পৃথিবীতে তোমার দণ্ডকর্ত্তা নেই, তাই তুমি নিজের অপরাধের দণ্ড নিজে নিয়েছ! তাতে দুঃখ কি। কাঁদিসনি তুলসী, পন্থজি! ছিঃ—পুরুষের চোখে জল! এই দেখ আমার চোখে জল নেই! কৃতপ্রায়শ্চিত্ত কলঙ্কমুক্ত পুত্র আমার দিগ্বিজয়ের চেয়ে বীরত্ব দেখিয়ে আত্মবিজয় ক'রে দেব-লোকে গিয়েছে, তার জন্যে কান্না কিসের! তবে—একটু কাঁপছি—সেটা শীতে—এখানটা বড় ঠাণ্ডা —শরীরের ভেতর পর্য্যন্ত কেমন ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে!!

গোবিন্দ।—মা! মা! অভাগিনী মা আমাদের—কাঁদ্ মা কাঁদ্; নইলে এখনই মরে যাবি! দুফোঁটা চোখের জল ফেল্ মা!—

তুলসী।—প্রদীপের শীষে একটা আঙ্গুল পুড়ে গেলে লোকে চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে! বুকে বজ্রাঘাত হ'লে কে কাঁদতে পারে পন্থজি!

গোবিন্দ।—ইন্দোরে যে তোর কোটী পুত্র কন্যা রয়েছে জননী!

অহল্যা।—জানি! মনে আছে আমি রাণী! রাণীর কি নিজের পতি পুত্রের জন্য কাঁদতে আছে!!

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পুণা—রাঘবদাদার কক্ষ। কাল—অপরাহ্ণ।

(রাঘবদাদার পরিক্রমণ, পশ্চাৎ পশ্চাৎ নন্দজীর অনুগমন।)

নন্দজী।—এমন চমৎকার ফুরসদ আর পাওয়া যাবে না হুজুর! রাজাশূন্য রাজ্য; সকলেই শোকে আচ্ছন্ন। এখন সামান্য চেষ্টাতেই রাজ্যটা দখল করা যেতে পারে।

রাঘব।—দাঁড়াও ভেবে দেখি!

নন্দজী।—আজ্ঞে হাঁ, ভেবে দেখুন; চোখ বুজিয়ে বার কতক ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন—সব দিক ফর্সা।

রাঘব।—কোথায় ফর্সা?—মাঝে মাঝে যে একটু একটু আঁধার ঠেকছে।

নন্দজী।—ও আঁধার নয় হুজুর—কোয়াশা! ও থাকবে না—হুজুরের এক নিশ্বেসে একেবারে—ভস্ ক'রে ফেঁসে যাবে।

রাঘব।—আচ্ছা,—আমি শুনেছিলেম, অহল্যাবাঈ অতিশয় বুদ্ধিমতী; বুড়ো মলহররাও কেবল যুদ্ধ নিয়ে থাকতো, আর অহল্যা তার রাজ্যের সমস্ত কাজ দেখতো; রাজ্যের বিধিব্যবস্থা, রাজস্ব-আদায়, সংস্কার-শৃঙ্খলা-সমস্তই অহল্যার দ্বারা সম্পন্ন হ'তো!—কেমন তুমি এ সব কথা স্বীকার কর তো?

নন্দজী।—আজ্ঞে, হুজুর,—এ সব হচ্ছে আগেকার কথা; এখন সে রাম ও নেই, আর সে অযোধ্যাও নেই।—বুড়ো রাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই অহল্যা ঠাকরুণ হাত গুটিয়েছেন; ইদানীং আর রাজ্য-টাজ্য সম্বন্ধে কোন কথাই কইতেন না। ছেলেই সব করতো।

রাঘব।—আর অহল্যা কি করতেন?—কেবল আহার আর নিদ্রা?

নন্দজী।—শুধু তাই নয়, আরও একটা উপসর্গ ছিল, আর এখনও বোধ হয় আছে; সে উপসর্গ হচ্ছে—দান! তাঁর সে দানের ঘটা শুনলে আপনারও তাক্ লেগে যাবে।—তাঁর এক দিনের দানের খরচ হচ্ছে —লাখ টাকা।

রাঘব।—বল কি?

নন্দজী।—আজ্ঞে হাঁ;—বেটী নিজে খাবে এক মুটো আলো চাল; কিন্তু তার দানের ব্যয় লাখ টাকা! বুড়ো রাজা মরবার সময় নগদ নব্বই কোটী মোহর মজুত রেখে যায়—এখনো তাতে হাত পড়েনি, বেটী যক্ষের মতন সে টাকা আগলে ব'সে আছে। বেটী বলে কি জানেন? —এ সমস্ত দেবতার টাকা; দেবতাব নামে উৎসর্গ করা; এই টাকায় ভারতের সমস্ত তীর্থে মন্দির আর ধর্ম্মশালা তৈরী করা হবে।—পাছে এই টাকা কেউ খরচ করতে চায়, এই ভয়ে বেটী সেই টাকার গাদায় তুলসী পাতা দিয়ে দেবতার নামে উৎসর্গ ক'রে রেখেছে! তাই বলছি হুজুর, শীগগীর বাজীমাৎ করুন—নইলে সব পয়মাল হয়ে যাবে—বারো ভূতে সমস্ত লণ্ডভণ্ড ক'রে ফেলবে।

রাঘব।—তাইতো, খুবই লাভের কথা বটে, কিন্তু একটু চিন্তা করাও দরকার হচ্ছে। আমি এ সম্বন্ধে আর একজনের পরামর্শ চাই। এখানে আমার একজন আশ্রিত বন্ধু আছেন, একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।—কই হ্যায়?

(প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহরী।—হুজুর!

রাঘব।—সোমনাথ বাহাদুরকে সেলাম দাও।

(প্রহরীর প্রস্থান।)

নন্দজী।—সোমনাথ।—উনি তো ইন্দোরের রাজবংশের একজন ভয়ঙ্কর বিদ্বেষী।

রাঘব।—তা জানি; সেই জন্যই এ রত্নটিকে সাদরে আশ্রয় দিয়েছি; এ সময়ে ওঁর দ্বারা যথেষ্ট ফল পাওয়া যাবে।

(সোমনাথের প্রবেশ।)

আসুন, আসুন; আপনাব সঙ্গে আমার একটা দরকারী পরামর্শ আছে। আপনি তো দীর্ঘকাল ধ'রে ইন্দোরের সঙ্গে শত্রুতা করেছেন,—অহল্যাবাঈ সম্বন্ধে আপনার কিছু অভিজ্ঞতা আছে কি?

সোমনাথ।—কিছু কিছু আছে বই কি।

রাঘব।—আপনি বোধ হয় শুনেছেন অহল্যাবাঈয়ের একমাত্র পুত্র ইন্দোরেশ্বর মালিরাও প্রাণত্যাগ করেছেন?

সোমনাথ।—শুনেছি।

রাঘব।—আমি এখন রাজাশূন্য ইন্দোররাজ্যটি গ্রাস করবার সঙ্কল্প করেছি।

সোমনাথ।—উত্তম সংকল্প আমার এতে সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

রাঘব।—কিন্তু একটা কথা আছে; বিনা কারণে আমি ইন্দোরে অভিযান করতে পারি না; কেন না তাহলে পেশোয়ার কাছে এবং অন্যান্য রাজন্য সমাজে আমাকে নিন্দনীয় হ'তে হবে। দুই দিক যাতে বজায় থাকে—ইন্দোরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা যায়, অথচ সাধারণের কাছে নিন্দনীয় হ'তে না হয়,—এমন কোন ব্যবস্থা আপনি দিতে পারেন কি?

সোমনাথ।—সে ব্যবস্থা তো আপনাদের রাজনীতিতেই রয়েছে, অহল্যাবাঈ পতিপুত্রহীনা অবলা, ইন্দোরের অমাত্য ও প্রজাগণ তাঁর শাসন গ্রাহ্য করতে অনিচ্ছুক—এই অজুহত দেখিয়ে আপনি ইন্দোরে অভিযান

করতে পারেন। আর এক কথা, আপনি যদি ইন্দোরের কোন মন্ত্রীকে প্রলুব্ধ ক'রে হস্তগত করতে পারেন, তাহলে আর কোন ভাবনা থাকে না।

রাঘব।—এ যুক্তি চমৎকার! নন্দজি! তুমি এখনি ইন্দোরে যাও, খুব গোপনভাবে রাজধানীর সংবাদ সংগ্রহ কর, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকল দিকে লক্ষ্য রাখ; যে মন্ত্রীর ওপর তোমার সন্দেহ হবে—অসম্ভব প্রলোভন দেখিয়ে তাকে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করবে। আমার চারজন কর্ম্মচারী উপযুক্ত যান বাহন নিয়ে তোমার সঙ্গে রওনা হবে। তুমি দপ্তরখানায় আমার সঙ্গে এসো—আমি তোমার যাবার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।

নন্দজী।—যাবার ব্যবস্থা তো করবেনই, কিন্তু শেষের ব্যবস্থাটা কি রকম হবে হুজুর!

রাঘব।—আমার ওপর বিশ্বাস রেখে কাজ কর, আমি অবিবেচক নই; তুমিই ইন্দোরের প্রধান মন্ত্রী হবে; আর সোমনাথ, অভিযানের সময় তুমিই আমার প্রধান পার্শ্বচর, আমার অধীনে তুমিই ইন্দোরের সামন্ত রাজা হবে।

(সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ইন্দোর-প্রাসাদের কক্ষ; কাল—অপরাহ্ণ।

গঙ্গাধর

গঙ্গাধর।—দারুণ সমস্যার কথা! অহল্যাবাঈ নিজে যদি রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তাহলে আমার সমস্ত আশাই ব্যর্থ হবে—অহল্যার মতন

বুদ্ধিমতী রাজনীতিকুশলা তেজস্বিনী রমণী যদি ইন্দোরেশ্বরী হন, তাহলে আমার স্বার্থের পথ কণ্টকে আবৃত হবে—আমার স্বার্থপরতার সমস্ত কাহিনী প্রকাশিত হ'য়ে পড়বে—রাজ্য মধ্যে আমাকে নিতান্ত অপদস্থ হ'তে হবে। স্বার্থসিদ্ধিব এখন একমাত্র উপায়, দত্তক পুত্র গ্রহণে অহল্যাবাঈকে সম্মত করা। সম্মত করতেই হবে; যদি সহজে সম্মত না হয়, তাহলে—থাক্, ওই যে আসছেন!

(অহল্যাবাঈ ও তুলসীর প্রবেশ।)

অহল্যা।—মন্ত্রী মহাশয়! এ সময় আপনার আগমনে আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছি; আরো কোন বিপদের কথা শোনবার জন্য আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছি। কি বিপদ হয়েছে, শীঘ্র আমাকে বলুন।

গঙ্গাধব।—না, মা—এখন কোন বিপদ উপস্থিত হয়নি,—তবে বিপদ ঘটবার খুবই সম্ভাবনা আছে। সেই জন্য আপনার সঙ্গে পরামর্শ ক'রতে এসেছি।

অহল্যা।—আপনার যা বক্তব্য স্বচ্ছন্দে বলতে পাবেন।

গঙ্গাধর।—সে পরামর্শ অত্যন্ত গোপনীয়।

অহল্যা।—সে জন্য আপনার কোন আশঙ্কা নেই; এ আমার মন্ত্র কক্ষ, এখান থেকে মন্ত্রভেদের কোন সম্ভাবনা নেই; এখানকার বাতাস পর্য্যন্ত বধির। আর তুলসী আমার প্রাণাধিকা সহচরি—আমার সহোদরার সমান, স্বচ্ছন্দে আপনি আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করুন।

গঙ্গাধর।—মা! নবীন মহারাজের অকাল মৃত্যুতে ইন্দোর রাজ্যে যেমন হাহাকার পড়ে গেছে, প্রতিবেশী রাজাদের অন্তরেও তেমনি আনন্দের তুফান ছুটেছে, এই সুন্দর রাজ্যটি গ্রাস করবার আকাঙ্ক্ষা তাঁদের

হৃদয়ে প্রবল হ'য়ে উঠেছে,—ইন্দোরের করদ সামন্ত রাজারা পর্য্যন্ত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

অহল্যা।—তাহলে এ অবস্থায় ইন্দোরের কল্যাণ-কল্পে আমাদের কর্ত্তব্য কি মন্ত্রীবর ?

গঙ্গাধর।—মা! এ অবস্থায় ইন্দোরের সিংহাসন শূন্য রাখা কোন ক্রমে কর্ত্তব্য নয়। আমার বিবেচনায় এ সময় আপনি কোন সদ্বংশজাত বালককে দত্তক গ্রহণ ক'রে তাকে ইন্দোরের সিংহাসনে স্থাপন করুন্; তাহলে আমাদের কোন আশঙ্কার কারণ থাকবে না।

অহল্যা।—এই প্রস্তাব শোনাবার জন্যই কি আপনি মন্ত্র-কক্ষে এসেছেন ? মন্ত্রি! নিজের পুত্রের ওপর আমি যখন আস্থা স্থাপন করতে পারিনি, তখন রাজ্যের এই সঙ্কটকালে এক জন অপরিচিত অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুকে দত্তক পুত্র ব'লে গ্রহণ করে কিরূপে নিশ্চিন্ত হবো ? না মন্ত্রি তা অসম্ভব! অভিজ্ঞতার ফলে জেনেছি—রাজদণ্ড বালকের খেলার সামগ্রী নয়! আশা করি, আপনিও আমাকে সে কার্য্য সাধন করতে কোনমতে অনুরোধ করবেন না।

গঙ্গাধর।—আমি আপনাকে অসঙ্গত অনুরোধ করিনি মা; ইন্দোরের ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'বে ইন্দোরের কল্যাণ কল্পে আমি আপনাকে এ অনুরোধ করেছি।—যে রাজ্যে রাজার আসন শূন্য—সেখানে বিপদ পদে পদে। অসংখ্য শত্রুর লোলুপ দৃষ্টি ইন্দোরের শূন্য সিংহাসনের ওপর পড়ে রয়েছে। শূন্য রাজাসন পূর্ণ করবার জন্যই দত্তক গ্রহণের প্রস্তাব নিয়ে আমি আপনার কাছে উপস্থিত হয়েছি।

অহল্যা।—তাই যদি, এ রাজ্যের রাজার আসন শূন্য—সেই জন্যই যদি শত্রুপক্ষের এই উল্লাস তাণ্ডব,—শূন্য সিংহাসন পূর্ণ করবার জন্যই যদি আপনার এই আকিঞ্চন, তাহলে রাজ্যের কল্যাণ কল্পে—আমার

প্রাণোপম পুত্রসম প্রজাগণের হিতার্থে আমিই সে ভার গ্রহণ করবো।

গঙ্গাধর।—কিন্তু আপনি রমণী, রাজ্যশাসন আপনার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব; ইন্দোরের প্রজাগণ নারীর শাসন গ্রাহ্য করবে না।

অহল্যা।—মন্ত্রি মহাশয়! এখনি আমাকে মন্দিরে যেতে হবে, সেখানে আমার অনেক কর্ত্তব্য প'ড়ে রয়েছে; আপনার আর কিছু বক্তব্য আছে কি?

গঙ্গাধর।—আর আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। শত্রুর রোষ দৃষ্টিতে আপনার প্রাণ কাঁপে কি না—তার পরিচয় পেতে আমার বিলম্ব হবে না। [প্রস্থানোপক্রম।

অহল্যা।—যেওনা—দাঁড়াও! এই!—(সৈন্যগণের প্রবেশ) বিদ্রোহী;—বন্দী করো! নারীর শাসন—অসার অকিঞ্চিৎকর ব'লে তুমি অবজ্ঞা করছিলে, এখনি আমি তোমাকে সে শাসনের কঠোর প্রভাব দেখিয়ে দিচ্ছি। অঙ্কুরেই শত্রুনাশ—অহল্যার রাজনীতি; যাও,—নিয়ে যাও।

[গঙ্গাধরকে বন্দী করিয়া রক্ষী সৈন্যগণের প্রস্থান।]

তুলসী।—এই কুটীল মন্ত্রীকে কারাগারে পাঠিয়ে তুমি কি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবে বোন?

অহল্যা।—না বোন—আজ থেকে চিন্তা আমার অঙ্গের আভরণ;—শয়নে স্বপনে ভোজনে ভ্রমণে আজ থেকে চিন্তাই আমার সঙ্গের সাথী; আমি কি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারি বোন?

তুলসী।—তা জানি;—তুমি যদি স্থির চিত্তে চিন্তা করবার সময় পাও, তাহলে অমন লক্ষ মন্ত্রীর কূট মন্ত্রণাজাল মুহূর্ত্তে ছিন্ন ক'রতে পার; কিন্তু বোন, দুর্জ্জয় শোক যে তোমাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে—তুমি যে এখন শোকে বিহ্বলা!

অহল্যা।—না তুলসী, আর আমি শোকে বিহ্বলা নই, দুর্জ্জয় শোক আর আমাকে আচ্ছন্ন করতে পারবে না। তুলসী আমার এক পুত্র গেছে —এক পুত্রের শোক আমার সম্মুখে! কিন্তু আমার লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী পুত্রের জীবন মরণ এখন আমার ওপর নির্ভর করছে—আমার শ্বশুরের সোণার তরণী আজ কর্ণধার-বিহীন হয়ে বিপদ-সিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গে পড়ে আমার হাতের কাছ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে!—আয় বোন বিপদবারণ নারায়ণের নাম নিয়ে বরুণের অক্ষয় পাশ বুকে বেঁধে—ওই বিপন্ন তরণীকে রক্ষা করি!—[বেগে প্রস্থান।

তুলসী।—একি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! সেই কোমল হৃদয়া শান্তশীলা অহল্যার একি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখলুম!—মা সতী রাণী ভবাণী! সত্যই কি তুমি অহল্যাব হৃদয়ে এসে আবির্ভূতা হলে? মা—রক্ষা কর—পুত্রশোকাতুরা বিপন্না বিধবার রাজ্য নিষ্কণ্টক কর!

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

ইন্দোর—মন্ত্র-কক্ষ। কাল—মধ্যাহ্ন।

(গোবিন্দপন্থ, তুকাজী, অমাত্যগণ, সেনানিগণ।)

(গোবিন্দপন্থ ও তুকাজীর মানচিত্র দর্শন)

১ম অমাত্য।—বড়ই দুঃখের কথা সেনাপতি! গঙ্গাধর যশোবন্ত যে শেষ বয়সে এমন জঘন্য পন্থা অবলম্বন করবে—কারাগার থেকে পলায়ন ক'রে ঘরের লক্ষ্মীকে পরের হাতে তুলে দিতে যাবে, মহালোভী রাঘবদাদার সঙ্গে যোগ দিয়ে ইন্দোরের সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হবে, তা

আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি। মহারাণী যদি সেই দিনই নরাধমের প্রাণদণ্ড করতেন, তাহলে বিভ্রাট আর এতদূর অগ্রসর হত না।

গোবিন্দপন্থ।—অমাত্যগণ! এখন আর তার জন্য আক্ষেপ করা নিষ্ফল! আক্ষেপ করবার কাল কেটে গেছে, এখন কার্য্যকাল উপস্থিত। মহারাণী যেরূপ তীব্রভাবে রাঘবদাদার পত্রের উত্তর দিয়েছেন, তাতে যুদ্ধ অনিবার্য্য।

তুকাজী।—ভাই সব! মহারাণী অহল্যাবাঈ আমাদের কেবল রাণী নন, —তিনি সমস্ত ইন্দোরবাসীর মাতৃঃ শ্রী-জননী! রাণীকে রক্ষা করা প্রত্যেক ইন্দোরবাসীর কর্ত্তব্য, তার জন্য কারুর প্রাণে উদ্দীপনার সঞ্চার করতে হয় না; রাণীব নামে প্রাণে উদ্দীপনা আপনি আসে,—রাণীর বিপন্ন মূর্ত্তি নেপথ্যে প্রতিফলিত হলে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাধাবিঘ্ন চুরমাব ক'রে প্রজা তাঁর কাছে ছুটে যায়।—আমরা সকলে সেই রাজ্ঞীর ভক্তসন্তান, আমাদের সেই মাতৃঃ শ্রী-জননী মহারাণী আজ বিপন্না! আমরা—তাঁর সন্তান। আমরা—প্রাণপণে তাঁকে রক্ষা করব, ইন্দোরেশ্বরীর জয় গানে দিকদিগন্তর মুখরিত হোক্—তাঁর বিজয় নিনাদে রাঘবদাদার প্রাণ আতঙ্কে কেঁপে উঠুক—তার সমস্ত সৈন্য নর্ম্মদার সলিল-তরঙ্গে তৃণের মতন ভেসে যাক।

১ম সেনানী।—সত্যই আমরা রাজভক্ত সন্তান; মহারাণী আমাদের মাতৃঃ শ্রী-জননী; তাঁর জন্য আমরা সকলে অম্লানবদনে প্রাণ উৎসর্গ করব।

২য় সেনানী।—মহারাণীর জন্য প্রাণ দিতে কেউই কুণ্ঠিত হবে না—এ কথা সত্য; কিন্তু ভাই সব! জিজ্ঞাসা করি—শুধু কি প্রাণ বলি দিলেই আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হবে? আমাদের সকলের প্রাণ যদি নষ্ট হয়—আমাদের শোণিতে নর্ম্মদার অগাধ সলিল রঞ্জিত ক'রেও যদি শত্রু-সেনার গতিরোধ না হয়, তাহলে তখন কি হবে? ইন্দোরের সমস্ত

সৈন্থ হৃদয়ের শেষ শোণিতটুকু পর্য্যন্ত নর্ম্মদার জলে ঢেলে দেবে তা জানি,—কিন্তু তারপর? সমস্ত বাধা বিঘ্ন ভেদ ক'রে নর্ম্মদা পার হয়ে অসংখ্য শত্রুসেনা যখন ইন্দোরে ছুটে আসবে—জয়নাদে যখন তাঁরা প্রাসাদের পথে ধাবিত হবে, তখন—তখন কি হবে?—কে প্রাসাদ রক্ষা করবে? কে রাণীর মর্য্যাদা রক্ষা করবে?

(বীরসজ্জায় অহল্যার প্রবেশ।)

অহল্যা।—সে চিন্তা তোমার নয় সেনানী!—যদি তাই হয়, যদি পিশাচের বলে রণদৃপ্ত শত্রুসেনা নর্ম্মদার এপারে এসে পড়ে—যদি তারা বজ্র-ঝঞ্ঝাবেগে প্রাকার লঙ্ঘন ক'রে নগরের পথে ছুটে আসে,—তাহলে বুঝতে পারবে—ইন্দোরে আর পুরুষ নেই; তখন নগর রক্ষা—রাণীর মর্য্যাদা রক্ষা—নারীরই কর্ত্তব্য হবে! তখন পুত্রবতী জননী স্তন্যপায়ী শিশুকে কোল থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে অস্ত্র নিয়ে রণক্ষেত্রে ছুটে যাবে, গাছের পাতায় পাতায় ছুরী ফলবে—লক্ষ লক্ষ নারী রণরঙ্গিনী বেশে উন্মাদিনীর মতন রণস্থলে উদয় হয়ে শত্রুর প্রাণে বিভীষিকা জাগিয়ে দেবে।

২য় সেনানী।—কিন্তু মা, তারপর? নারীর শক্তিও যদি ব্যর্থ হয়—সমস্ত রমণীর রক্তেও যদি রণচণ্ডীর ক্ষুন্নিবৃত্তি না হয়?—

অহল্যা।—তাহলে সোণার ইন্দোর শ্মশান হবে! সোণার লোভে লুব্ধ শত্রুদল ইন্দোরে ছুটে আসছে, এসে দেখবে—ইন্দোরে কণামাত্র সোণা নেই; ভস্মরাশি—সারি সারি চিতা—ধূ ধূ আগুন!

গোবিন্দ।—রাজ্ঞি! রাজ্ঞি! রাজরাজেশ্বরী! হোলকার কুলের লক্ষ্মী! এ আপনারই যোগ্য কথা।—যান—মা! আপনি স্বচ্ছন্দে প্রাসাদে বিশ্রাম করুন, আমরা মহা উৎসাহে রণক্ষেত্রে ধাবিত হয়ে শত্রুদের বীরের ধর্ম্ম দেখাব, আপনি বিশ্রাম করুন।

অহল্যা।—বিশ্রাম ?—সেনাপতি! কাকে আপনি বিশ্রাম করতে বলছেন ? কোথায় আমার বিশ্রামের অবসর ? আমার দুর্গ শত্রু হস্তগত হচ্ছে, সিংহাসন কাঁপছে, রাজ্য রসাতলে যেতে চলেছে,—এখন আমি বিশ্রাম করব ? মান যায়, প্রাণ যায়, সর্ব্বস্ব যায়,—ওই মাথার ওপর খড়্গ ঝুলছে,—ওই তীক্ষ্ণ খড়্গের নীচে শয়ন ক'রে আমি নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাব ? না, তা পারব না, বিশ্রাম করা আমার পক্ষে অসম্ভব! ওই দেখুন—আবার কি ভীষণ সমাচার নিয়ে আমার বিশ্বাসী গুপ্তচর ছুটে আসছে!

(গুপ্তচরের প্রবেশ।)

বল—কি সংবাদ এনেছ! শত্রুসেনার গতিবিধি সম্বন্ধে যা জান্‌তে পেরেছ—নির্ভয়ে প্রকাশ কর।

গুপ্তচর।—মা! মা! সমস্ত কথা বড় ক'রে বলবার আর সময় নেই; হাওয়ার আগে আগে উড়ে এসেছি—এই দেখুন এখন হাঁফাচ্ছি; ওষ্ঠাগত প্রাণ! মা! মা! প্রস্তুত হন—আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হন; রাঘবদাদার ফৌজ নর্ম্মদার কিনারায় এসে পৌঁচেছে, তাঁবু ফেলছে; সঙ্গে তাঁর পঞ্চাশ হাজার ফৌজ; আর বিশ হাজার ফৌজ কাল পুণা থেকে এসে তাঁর দলে যোগ দেবে।—মা মা! আর কি বলব ? আর কি বলবার আছে ? এখন আপনার কর্ত্তব্য আপনার কাছে।

অহল্যা।—আমার কর্ত্তব্য—জীবন-পণ; যতক্ষণ ইন্দোরের একজন অস্ত্রধারী—একটিমাত্র রমণী বেঁচে থাকবে, ততক্ষণ যুদ্ধ চলবে—ততক্ষণ রাঘবদাদা লক্ষ সৈন্য নিয়েও ইন্দোরের সূচাগ্র-পরিমিত স্থানে পদার্পণ করতে পারবে না।—অমাত্যগণ! সেনানিগণ! আর কিসের চিন্তা ? আর তো চিন্তার সময় সেই—আর তো ভাববার সময় নেই—আর

তো তর্কের কাল নাই ;—আর বিলম্ব নয়,—তরবারি কোষ মুক্ত কর —(অহল্যার ও সকলেব অসি নিষ্কাসন) দীপ্ত তরবারি শত্রুসেনার শোণিতে রঞ্জিত কর—যেমন ক'রে হোক, ইন্দোরের মর্য্যাদা রক্ষা কর ; তোমাদের জয়নাদে হিন্দুস্থান মুখরিত হোক।

সকলে।—জয় রাণী অহল্যাদেবীর জয়।

অহল্যা।—এ যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ; পাপের বিরুদ্ধে এ আমাদের ধর্ম্মযুদ্ধ ; আমরা সকলে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত ; মনে দৃঢ়বিশ্বাস রাখ—যথাধর্ম্ম তথা জয় !—আমাদের বিজয় অনিবার্য্য !

সকলে।—জয় ধর্ম্মের জয় ! !

অহল্যা।—মনে রেখ বীরগণ ! ইন্দোরের সিংহাসন রক্ষার জন্য আমরা যুদ্ধ করছি,—স্ত্রীপুত্রের মান প্রাণ রক্ষার জন্য আমরা যুদ্ধ করছি।—বড়ই কঠিন পরীক্ষা, বড়ই কঠোর সমস্যা !—এ যুদ্ধে আমাদের সর্ব্বস্ব পণ ! হয় বিজয়, নয় মুক্তি। যদি বাঁচ জয়ী—হ'য়ে বেঁচ, তাহলে আবার সাধের সংসার পাবে ; স্ত্রী পুত্র পরিবার পাবে ; যদি মরো—শত্রু মেরে ম'রো ; তাহলে স্বর্গে গিয়ে স্থান পাবে—আবার সর্ব্বস্ব ফিরে পাবে ; কিন্তু যেন কখন পালিয়ে বেঁচো না, তাহলে কিছু পাবে না,—সমস্ত হারাবে—কাঙাল হবে—পরিণামে জঘন্য নরক আশ্রয়স্থান হবে। তাই বলি বীরগণ ! হয় শত্রুদলন ক'রে বিজয়গর্ব্বে ফিরে এসো ; না হয় সমর ক্ষেত্রে বীর সজ্জায় শয়ন ক'রে চিরনিদ্রায় মগ্ন হও ! মনে প্রাণে জেনো—

জিতেন লভতে লক্ষ্মী মৃতেনাঽপি সুরাঙ্গনাঃ
ক্ষণ বিধ্বংসিনি কায়াঃ কা চিন্তা মরণে রণে ? [প্রস্থান।

সকলে।—কা চিন্তা মরণে রণে ?

[সকলের প্রস্থান।

(বৈষ্ণববেশে লক্ষ্মীকান্তের প্রবেশ।)

লক্ষ্মীকান্ত।—আরে বাবা! আগুনের যেন একটা হল্কা ছুটে গেল! এখনও জায়গাটা গরম হ'য়ে রয়েছে; হাওয়া খাই খাই ক'রে ছুটছে, ঘরের দেওয়াল গুলো পর্য্যন্ত খাই খাই করছে! সব বেটাই রক্তখাবার জন্য নোলা সকসকিয়ে বেড়াছে! এ অবস্থায় খাঁটি আছি শুধু—আমি; একেবারে বিশুদ্ধ নিরিমিষ্যি। তাই বাঙ্গালীর বিপদের সম্বল হরিনামের ঝুলি কাঁধে ক'রে নবদ্বীপের শ্রীগৌরাঙ্গের মতন এই গরম জায়গায় এসে হাজির হয়েছি। উদ্দেশ্য—শান্তির বাতাস প্রদান। হরিনামের ঢেউ তুলে শ্রীগৌরাঙ্গ পাপীর মন গলিয়ে দিয়েছিলেন—বিনারক্তপাতে পাষণ্ডদলন করেছিলেন, আর আমি লক্ষ্মীকান্ত শর্ম্মা, হোমরা চোমরা যোদ্ধাদের মন ঠাণ্ডা ক'রে শান্তির বাতাস দেবার জন্য এই চমৎকার সাজে সেজে তো বেরিয়েছি;—এখন দেখি আমার উদ্দেশ্য কতদূর সফল হয়!

(তুলসীর প্রবেশ।)

তুলসী।—তোমার আবার উদ্দেশ্য কি শুনি!—একি, এ আবার কি ঢং?

লক্ষ্মী।—তুমি আবার ঢং দেখলে কি?—ওকি! তোমার চোখ দুটো দিয়েও যে আগুন ছুটছে দেখছি!

তুলসী।—পাগলের মতন মিছিমিছি ব'কোনা বলছি।—তোমার বুঝি এখন সঙ সেজে ঠাট্টা করবার সময় হ'লো?

লক্ষ্মী।—তা ব'লবি বই কি সঙই সেজেছি বটে!

তুলসী।—তা নয় তো কি? সকলেই এখন ঢাল তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করতে ছুটছে—

লক্ষ্মী।—আর আমি এখন ঝোলা ঝুলি কাঁধে ক'রে পাগলামী আরম্ভ

করেছি, এই কথা তো বলবে? তা ব'লে নাও; আমার তাতে আপত্তি কিছু নেই, কিন্তু এটা মনে রেখো—এবার ঢাল-তলোয়ার কিছু করতে পারবে না—

তুলসী।—না, তোমার ঝোলা-ঝুলিই সব কর'বে!

লক্ষ্মী।—আলবৎ করবে! এই যে গেরুয়া কাপড়ের ঝোলা দেখছো—এ বড় সোজা চিজ নয়, এ হচ্ছে খাস বাঙলা দেশের আমদানী। এর ভেতর কি আছে জান?—বাঙ্গালীর মাথা—বাঙালীর মাথা। এই মাথার কাছে যত সব ঢাল তলোয়ার বন্দুক কামান একদম ফতে হয়ে যাবে! এই মাথার কাছে হাজার হাজার রুটীখোরের মাথা হার মেনে মাটিতে লটাপৎ খাবে!

তুলসী।—আর যদি হাজার খানা তলোয়ার সেই মাথার উপর উঁচু হয়ে উঠে, তখন মাথা বেচারার দশাটা কি হবে?

লক্ষ্মী।—যেমন মাথা, তেমনিটি থাকবে! এযে দৈত্যকুলের প্রহ্লাদরে পাগলী! কাটলে কাটে না, মারলে মরে না, আগুনে ফেললে একটু আঁচও পায় না: বরং আঁচ পেলে মাথার জলুস আরো ফুটে ওঠে! এ মাথায় মানুষ তৈরী হয়—ভেল্কী খেলে যায়।

তুলসী।—না;—তুমি যখন আজ মাথার এত গুণ গাইতে আরম্ভ করেছ, তখন নিশ্চয়ই তোমার মাথার ভেতর একটা কিছু ফন্দী জেগেছে। ব্যাপারটা কি বল দেখি শুনি।

লক্ষ্মী।—ব্যাপারটা আর কিছু নয়,—এই যে একটা মহামারী যুদ্ধ বাধছে, এটা বন্ধ করা চাই।

তুলসী।—তুমি পাগল হ'লে না কি? এ যুদ্ধ বন্ধ করতে চাইছ? কেন, তুমি কি শোন নি—এ যুদ্ধে রাণী সর্ব্বস্ব পণ করেছেন?

লক্ষ্মী।—সেই জন্যই তো যুদ্ধটা বন্ধ করতে চাচ্ছি।—দেখ তুলসী, যে

কাজের গোড়ায় বেজায় জেদ বেজায় থাকে, তার মতন নচ্ছার কাজ আর দুনিয়ায় নেই। যুদ্ধ আর মকদ্দমা' দাঁড়িপাল্লার এদিক আর ওদিক! জেদের বসে সর্ব্বস্ব পণ ক'রে মকদ্দমা ক'রে মানুষ সর্ব্বস্বান্ত হয় তা তো জান; আর লড়াইটাও তাই! বেশীর ভাগ—এতে সর্ব্বস্বের সঙ্গে সঙ্গে তাজা তাজা প্রাণ গুলো পর্য্যন্ত খোয়া যায়; দেশের গোবেচারা প্রজারা পর্য্যন্ত ধনে প্রাণে মারা পড়ে!—এই যে যুদ্ধ বাধছে, এ জেদের যুদ্ধ! অবশ্য রাণী আমাদের রাণীর মতই কাজ করেছেন, তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য—নইলে তাঁর মর্য্যাদা থাকে না! কিন্তু রাণীর যাঁরা হিতাকাঙ্ক্ষী, তাঁদের কর্ত্তব্য—যুদ্ধ স্থগিত করা। তুলসী, আমরা রাণীর আশ্রিত, রাণীর জন্য আমরা সব করতে পারি, রাণীর সিংহাসন দৃঢ় করবার জন্য আমরা প্রাণ পর্য্যন্ত বলি দিতে পারি। আজ রাণী আমাদের বিপন্না—মহাশক্তিমান রাজ-রাজেশ্বর পেশোয়ার সঙ্গে জেদের বশে রাণী যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন! লক্ষ লক্ষ প্রাণীর প্রাণ এ যুদ্ধে নষ্ট হবে, ঘরে ঘরে হাহাকার উঠবে, পরিণামে কি হয় তাই বা কে জানে! কিন্তু আমরা যদি এ যুদ্ধ মিটিয়ে দিতে পাবি, রাণীর জেদ বজায় রেখে আমরা যদি এর একটা প্রতিকার করি, তাহলে কি যথার্থই আমাদের রাণীর অনুগত আশ্রিত হিতার্থীর মতন কাজ করা হয় না?

তুলসী।—তা হয় জানি, কিন্তু কি ক'রে তুমি তা ক'রবে? রাণীকে কি তুমি চেন না? তাঁর দুর্জ্জয় পণ কিছুতেই ভঙ্গ হবে না—জীবন থাকতে তিনি কখন শত্রুর কাছে মাথা হেঁট করবেন না! রাঘবদাদা যদি রাণীর কাছে রাজ্য ভিক্ষা চাইতেন, তাহলে হয় তো দয়াময়ী মহারাণী অম্লান বদনে তাঁর বিশাল রাজ্য তাঁকে দান করতে পারতেন। কিন্তু রাঘবদাদা তাঁকে ভয় দেখিয়েছেন,তার ফলে মহারাণী অহল্যা আজ

রণরঙ্গিণী চণ্ডীর মতন রণরঙ্গে মেতে উঠেছেন; তাঁর জেদ কে রদ করবে?

লক্ষ্মী।—তুলসী! আমিও রাণীর আশ্রিত, আমিও এক অপদার্থ বোকা ছেলে নই—যে রাণীর জেদ বজায় না ক'রে এই যুদ্ধ মেটাবার ব্যবস্থা করব! তুলসী। মনে মনে আমি এক চমৎকার উপায় স্থির করেছি, সে উপায়ে শত্রুর মাথা হেঁট হবে, আক্রমণকারী শত্রুদল ভয়ে ফিরে চলে যাবে; রাণীর জেদ যোল আনা বজায় থাকবে—অথচ মাটিতে এক ফোঁটা রক্ত পড়বে না! এস তুলসী! এস আমরা দুজনে মিলে সে কার্য্যে পরিণত করি;--কি উপায় স্থির করেছি এস তা বলি।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

আশীরগড়—পেশোয়ার উদ্যান-কক্ষ। কাল—সন্ধ্যা।

মাধবরাও।

মাধব।—আমি সঙ্কল্প ক'রেছি বৎসরের অর্দ্ধাংশকাল গুরুভার রাজকার্য্য থেকে অবসর নিয়ে এখানে এসে বিশ্রাম সুখ ভোগ করব। এখানে যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত, জনকোলাহলমুখরিত মহাসমৃদ্ধ রাজধানী পুণাতে তার চিহ্ন মাত্র নাই। এখানকার প্রকৃতি শান্ত, সৌম্য, সুন্দর, এখানকার আকাশ মেঘশূন্য বৈচিত্র্য পূর্ণ, এখানকার বাতাস স্নিগ্ধ সরল নির্ম্মল; আনন্দ প্রকাশের এমন সুন্দর স্থান বুঝি আর কোথাও নাই।

নেপথ্যে—গীত

মোরা বিদেশী অতিথি।
বহুদূর হতে এসেছি এখানে করিতে আরামে বসতি।

মাধব।—ও কি! বাইরে কে গান গাইছে। দিব্য গলা, কাণে যেন সুধা ঢেলে দিলে, বাইরে কে আছ?

(পরিচারকের প্রবেশ।)

বাইরে কে গান গাইছে বলতে পার?

পরিচারক।—একটি মেয়ে আর একটী পুরুষ।

মাধব।—এখনি তাদের এখানে ডেকে নিয়ে এস।

[পবিচারকের প্রস্থান]

এখানকার সকলেই আমোদ প্রিয়, সকলেরই প্রাণ মুক্ত, সকলেরই মুখে গাল ভরা হাসি আর মধুর গান।

(লক্ষ্মীকান্ত ও তুলসীর প্রবেশ।)

উভয়ে।—মহারাজের জয় হোক।

মাধব।—থাক্—ও সম্বন্ধ ছেড়ে দাও; এখানে আমি মহারাজ নই; এখানে আমি তোমাদেরই মত সদানন্দ প্রাণী; রাজ্যের কোলাহল, রাজার আড়ম্বর এখানে নেই; তা থাকলে তোমরা বোধ হয় এত সহজে আমার প্রাসাদ কক্ষের কাছে আসতে পারতে না। গাও, গান গাও, যে গান গাইছিলে আবার তা গাও।

মোরা বিদেশী অতিথি।
বহুদূর হ'তে এসেছি এখানে করিতে আরামে বসতি॥
সন্ধ্যা আকাশ আঁধারে আবরি
উঠিবে এখনি ঝটিকা লহরী
কাঁপিবে সঘনে সমগ্র নগরী—
ঘোর রোলে হবে শমন আরতি॥

মাধব।—সুন্দর গান, মধুর কণ্ঠ তোমাদের; বড়ই তুষ্ট হয়েছি। তোমরা কি পুরস্কার চাও—সচ্ছন্দে বল।

লক্ষ্মীকান্ত।—রাজাধিরাজ! পুরস্কার পাবার আশায় তো আমরা গান গাইনি! আমাদের এ গান তো তোতা পাখীর বুলি নয়; মনের আবেগে আমরা যে গান বেঁধেছি, তাই আপনাকে শুনিয়েছি। এ গানের ভাষা, এ গানের বর্ণ, এ গানের রচনা, এ গানের মূর্চ্ছনা—এ গানের প্রত্যেক শব্দটি পর্য্যন্ত সত্য।

মাধব।—বল কি? তবে কি সত্যই তোমরা কোন ভাবি বিপদের ভয়ে বাসস্থান ছেড়ে এখানে পালিয়ে এসেছ?

তুলসী।—হাঁ মহারাজ! তাই; সত্যই এক প্রলয়রূপী রাক্ষসের তাণ্ডব নৃত্য দেখে, তা সহ্য করতে না পেরে শান্তির প্রত্যাশায় আপনার এই শান্তি-মন্দিরে আশ্রয় নিতে এসেছি।

মাধব।—বেশ, স্বচ্ছন্দে এখানে আশ্রয় নিয়ে থাক, আমি তোমাদের আশ্রয় দিলেম। এখানে অশান্তির সংশ্রব নেই,—পরিপূর্ণ শান্তি আমার এই উদ্যান-ভবনে প্রতিষ্ঠিত।

তুলসী।—কিন্তু মহারাজ, এ শান্তি তো চিরস্থায়ী নয়; এর স্থিতি কতক্ষণ? প্রলয়ের ঝড় ওঠবার আগে সমস্ত প্রকৃতি নিস্তব্ধ হয়ে থাকে,—এখানকার এ শান্তিও ঠিক সেই রকম—প্রলয়ের পূর্ব্বলক্ষণ! বাইরে আকাশে দূরে প্রলয়ের মেঘ উঠেছে, সেই মেঘ ক্রমেই ঘোরাল হয়ে এগিয়ে আসছে, দেখতে দেখতে এখনি ওই মেঘমালা মহারাষ্ট্র ভূমির সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন ক'রে ফেলবে। সঙ্গে সঙ্গে অশান্তির ঝড় উঠবে; তার ফলে শান্তির এমন রম্য মন্দির আপনার—ওলট পালট হয়ে যাবে। সেই ভয়ে—সেই আশঙ্কায় আপনার কাছে আমরা শান্তি ভিক্ষা করতে এসেছি।

মাধব।—তোমাদের কথাগুলো যেন প্রহেলিকার মতন! প্রলয়ের মেঘ! অশান্তির ঝটিকা! কি বলছো—কিছু তো বুঝতে পারছি না! আর এতে আমি বা কি করতে পারি?

তুলসী।—আপনি যদি মনে করেন, আপনি যদি একটি বার অঙ্গুলি সঞ্চালন করেন, তাহলে আকাশের ওই রাশিকৃত মেঘমালা চক্ষের নিমিষে বাষ্পের মতন অদৃশ্য হয়! ওই আসন্ন-ঝটিকা নিঃশব্দে আকাশে মিশে যায়!—দেশে নির্ব্বিকার শান্তির প্রতিষ্ঠা হয়,—লক্ষ লক্ষ কোটি কোটী প্রজা প্রাণ ফিরে পায়!

মাধব।—লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী প্রজার প্রাণ নিয়ে এবার কথা কইছ,—তাহলে তো এ প্রহেলিকা নয়। বল—সত্য ক'বে বল—সমস্ত প্রকাশ ক'রে বলো; কোন কথা গোপন ক'র না—ব্যাপার কি বল।

তুলসী।—কি ব্যাপার—মহারাষ্ট্রে এখন কিসের ঝড় উঠছে, কি কুরুক্ষেত্রের আগুন জ্বলবার উপক্রম হয়েছে, আপনি কি তা জানেন না মহারাজ? নর্ম্মদার দুই তীরে দুই প্রকাণ্ড উল্কাপিণ্ড ফুটে উঠেছে,—লক্ষ লক্ষ লোক দুই পক্ষে রণরঙ্গে মেতে উঠেছে!—এক দিকে শান্তিভঙ্গ কারী রাজ্যলোলুপ রাঘব দাদা,—অন্য দিকে ইন্দোরেশ্বরী করুণাময়ী মহারাণী অহল্যা! মধ্যে ব্যবধান শুধু নর্ম্মদার জলরাশি। সে জল এখনও কাল আছে, কিন্তু আর থাক্‌বে না—অসংখ্য সৈন্যের শোণিতস্রাবে সে সলিল তরঙ্গে সারি সারি শোণিতের কোকনদ ফুটে উঠবে। অশান্তির আগুনে দেশ ছারখার হয়ে যাবে। বুঝতে পারছেন মহারাজ! কেন আমরা আপনার কাছে শান্তি ভিক্ষা করতে এসেছি?

মাধব।—একি অদ্ভুত কথা! নর্ম্মদার এক তীরে আমার পিতৃব্য রাঘব দাদা, অন্যদিকে আমার পিতামহ তুল্য পূজ্য—স্বর্গীয় হোলকারের

পুত্রবধূ পুণ্যশীলা মহারাণী অহল্যা!—দুই পক্ষ রণরঙ্গে মত্ত! এ কি সত্য? এ সমাবেশের কারণ কিছু বলতে পার তোমরা?

লক্ষ্মীকান্ত।—ও হরি! আপনি বুঝি এর বিন্দুবিসর্গও জানেন না। এর কারণ কে আর না জানে মহারাজ? দেশময় তো রাষ্ট্র হয়ে গেছে!—মহারাণী অহল্যার অপবাধ, তিনি রাঘবদাদার চোখরাঙানি দেখে রাজ্যটী তাঁর হাতে তুলে দেন নি। এই অপরাধের দণ্ড দেবার জন্য দাদা-সাহেব হাজার পঞ্চাশ ফৌজ নিয়ে বীরদর্পে নর্ম্মদার তীরে তাঁবু ফেলেছেন।

তুলসী।—আর মহারাণী অহল্যা সেই বুভুক্ষু রাঘবদাদার ভ্রূকুটী দেখে ভয় না পেয়ে, তার আক্রমণ ব্যর্থ করবার জন্য, তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবাব জন্য রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে রণক্ষেত্রে উদয় হয়েছেন!

লক্ষ্মী।—রাজাধিরাজ। বুঝতে পেরেছেন বোধ হয়—আপনার পিতামহ মহাপ্রাণ বাজীরাও স্বর্গীয় হোলকারকে যে রাজ্য দান করেছিলেন, আজ আপনার কাকা সাহেব তাঁর বিধবা পুত্রবধূর কাছ থেকে সেই রাজ্যটি কেড়ে নিতে চ'লেছেন।

মাধব।—সে কথা যাক;—স্বর্গগত মলহররাওয়ের সাহায্য না পেলে আমার এ বিশাল সাম্রাজ্যই যে কাকা সাহেবের হস্তগত হত। আমার মনে আছে, যে দিন আমি পুণা থেকে এখানে আসি, সেদিন আমার পিতৃব্য একদল বিদ্রোহী দস্যুদলনের কারণ দেখিয়ে আমার কাছ থেকে সৈন্য পাঠাবার সম্মতিপত্র গ্রহণ করেছিলেন। এখন তাঁর অভিপ্রায় আমি বেশ বুঝতে পেরেছি;—দস্যুদলনের উপলক্ষ ক'রে গুণধর পিতৃব্য আমার মাতৃস্বরূপিনী অহল্যা রাণীর বিরুদ্ধে অভিযান ক'রেছেন। ওঃ! রাজমুকুটের সঙ্গে অশান্তির কেমন অচ্ছেদ্য সংস্রব! শান্তির প্রত্যাশা করা রাজার পক্ষে বিড়ম্বনা।

তুলসী।—মহারাজ! যদি ইচ্ছা হয়—সত্বর প্রতীকার করুন; এখনো ঝড় ওঠে নি, এখনো সময় আছে; আপনার ইঙ্গিতে যদি এ নরমেধ যজ্ঞ পণ্ড হয়, তাহলে আপনার যশোগানে হিন্দুস্থান মুখরিত হবে।

মাধব।—তোমরা তুজন কে—তা আমি জানি না; কিন্তু যদি এ বিভ্রাটের প্রতীকার করতে পারি—তাহলে তোমরাই তার নিমিত্ত; তোমরা কি ইন্দোরের অধিবাসী? সত্য ক'রে বল—সত্য পরিচয় দাও, আমি তোমাদের কাছে দুশ্ছেদ্য ঋণপাশে বদ্ধ, তোমরা আমার লজ্জা রক্ষা করতে এসেছ—পেশোয়ার সম্ভ্রম রক্ষা করেছ।

তুলসী।—না মহারাজ, আমরা ইন্দোরের অধিবাসী নই, পুণারও অধিবাসী নই, আমরা বঙ্গবাসী—বাঙ্গালী; আমরা ন্যায়ের পক্ষপাতী—শান্তির জন্য আমরা লালায়িত। নর্ম্মদার দুই তীরে মহাযুদ্ধের আয়োজন দেখে শান্তির সন্ধানে আপনার কাছে ছুটে এসেছিলুম—শান্তি প্রার্থনা করেছিলুম; সে প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছে, আর আমাদের এখানে কোন কাজ নেই মহারাজ।

লক্ষ্মী।—এখন আপনি আপনার কর্ত্তব্য করুন মহারাজ। আমরা দুজনে স্বস্থানে চল্‌লেম। জয় হোক—জয় হোক আপনার।

মাধব।—এই রাত্রেই বিদ্যুতের বেগে নর্ম্মদাতীরে উপস্থিত হ'য়ে পিতৃব্যের অহঙ্কার চূর্ণ করব। [প্রস্থান।

লক্ষ্মীকান্ত ও তুলসীর গীত।

হরিহে ওহে পদ্মপলাশলোচন।
পদ্ম করে পদ্ম ধ'রে কর যুদ্ধ নিবারণ॥
(হরি) ধরিয়ে মুরলী মধুর অধরে,
ভাসাও মানবে প্রেমের লহরে,—
একবার মধুর স্বরে বাজাও শ্যাম

জয় রাধে শ্রীরাধে ব'লে
(প্রেম নে প্রেম নে বলে) হাসি বাঁশী মিলাইয়ে।
অচ্যুতং কেশবং কৃষ্ণং হরিং সত্যং জনার্দ্দনং
হংসং নারায়ণং চৈব এতন্নামাষ্টকম্ শুভং ;—
যেন রুধিরের ধারে আর না ধরণী হয় নিমগন।
লোভে নাহি মজে, যেন ভবজন ভজে রাতুল চরণ ॥



পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক *

মান্দালা—পার্ব্বত্য-পথ। কাল—অপরাহ্ণ।

বৃক্ষমূলে সোমনাথ উপবিষ্ট,—পার্শ্বে নন্দজী দণ্ডায়মান।

নন্দজী।—এমন সময় গাছেরতলায় ব'সে গালে হাত দিয়ে কি ভাবছ?

সোমনাথ।—কি ভাবছি—তা আবার জিজ্ঞাসা করছ নন্দজি!—ভাবছি—অদৃষ্টের কথা; ভাবছি—আমার জীবন-সংগ্রামের কথা; ভাবছি—কি চমৎকার অদৃষ্ট নিয়েই এ সংসারে এসেছিলেম!

নন্দজী।—তা—ভেবে ভেবে কিছু কূলকিনারা পেলে কি?

সোমনাথ।—কিছুই না; ভেবে দেখলেম—স্রোতে-ভাসা তৃণের মতন সংসার-সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছি! কতদূর ভেসে যাব—কোথায় গিয়ে ডুববো—তা কিছুই ঠিক করতে পারছি না।

নন্দজী।—দেখ, তুমি যদি দিন রাতই এমনি ক'রে ভাবতে থাক, তাহলে তোমার দ্বারা কি কাজের আর প্রত্যাশা করতে পারি বল?

সোমনাথ।—তুমি আমার কাছে এখনো কি প্রত্যাশা কর?

নন্দজী।—প্রতিশোধ গ্রহণ—অহল্যার ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ!

সোমনাথ।—বটে! এখন প্রতিশোধ-স্পৃহাকে হৃদয়ে পোষণ করছ নন্দজি!

নন্দজী।—তুমি যে দেখছি কথাটা শুনে আঁতকে উঠলে!

---

* এই দৃশ্যটি অভিনয়ে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

সোমনাথ।—হাঁ নন্দজি! সত্যই আজ আমি এ কথা শুনে ভয় পাচ্ছি। নন্দজি! দিন ছিল—যখন এই প্রতিশোধ স্পৃহাকে আদর ক'রে অন্তরের অন্তস্থলে স্থান দিয়েছিলেম; দিন ছিল—যখন এই প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য সয়তানের প্রবৃত্তিকেও অতিক্রম করেছি; —কিন্তু একদিনেব জন্যও মনে এতটুকু তৃপ্তি পাই নি। বুকের ভেতর যেন সদাসর্ব্বদাই আগুন জ্বলছে—মাথার ওপর দিয়ে প্রতি-নিয়ত যেন প্রলয়ের ঝড় বয়ে যাচ্ছে! নন্দজি! প্রতিশোধ—নেবার কথা মনে হ'লে এখন প্রাণ আতঙ্কে কেঁপে ওঠে!

নন্দজী।—তুমি বলছ কি? তোমার আগেকার সে সব উৎসাহ কোন চুলোয় গেল বল দেখি!

সোমনাথ।—তা জানি না নন্দজি! সে উৎসাহকে আর যেন খুঁজে পাচ্ছি না! আমি যেন এখন কেমন হ'য়ে গেছি নন্দজি! যৌবনের উন্মেষ-কাল থেকে হোলকার-বংশের সঙ্গে শত্রুতা-সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছি; সে সাধনায় সমস্ত যৌবন অতীত হয়েছে; সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত উৎসাহ—সমস্ত উদ্দীপনা নিভে গেছে! এখন কলের পুতুলের মতন আমি তোমাদেব সঙ্গে সঙ্গে ফিরছি। নন্দজি! আর কেন?—ফের; বৃথা চেষ্টা! রাঘব দাদার মতন অমন শক্তিমান ব্যক্তির সাহায্য পেয়েও যখন কিছু হ'ল না, তখন কোন্ সাহসে এই অসভ্য ভীলদের সহায়তায় প্রতিশোধ গ্রহণ করবার উদ্দাম আকাঙ্ক্ষাকে হৃদয়ে পোষণ করছ?

নন্দজী।—তুমি নিতান্ত পাগল—তাই এ কথা ব'লছ! আরে—এই ভীলরাজ কি বড় একটা কেওকেটা লোক? এর প্রতাপে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে নেমে জল খায়! এই সমস্ত মান্দালা প্রদেশটা এর মুঠোর ভেতর রয়েছে! রাজপুতানার রাজারা পর্য্যন্ত একে ভয়

ক'রে চলে ;—এই ভীলরাজার দাপটে অহল্যাবাঈয়েব রাজ্য পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে ! বিশ হাজার ভীলযোদ্ধা নিয়ে ভীলরাজ মল্লপতি এখানে রাজত্ব করছে ! আমাদের বুদ্ধির সাহায্য পেলে এরা কি করতে পারে ? মল্লপতিও সেটা বুঝতে পেরেছে !—দেখলে না, আমাদের দুঃখেব কথা শুনে কত খাতিব ক'বে আমাদের আশ্রয় দিলে ! আরে—তোমাকে তো দলের সর্দ্দার করতে রাজী হ'য়েছে—গুরুর মতন তোমায় মান্য করছে, তবু তোমার মনে এত সন্দেহ ?

সোমনাথ। নন্দজি ! তুমি মালিরাওয়ের একজন পারিষদ ছিলে, কাজেই ভীলরাজের মন্ত্রীত্ব পেয়ে তুমি আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে পড়েছ ! কিন্তু তার সরদারী পদ আমার কাছে কিছুমাত্র লোভনীয় নয়। তুমি আমার পূর্ব্ব কথা জান কি নন্দজি ! আমি একদিন দিল্লীর বাদশাহের মন্ত্রীত্ব করেছি—দিল্লীশ্বরেব সাম্রাজ্য একদিন আমার অঙ্গুলি সঞ্চালনে পরিচালিত হয়েছে। আবাব অদৃষ্ট চক্রে আমার চক্ষের ওপর সেই দিল্লীশ্বর সিংহাসনচ্যুত হয়েছে—আমার সঙ্গে যোগ দিয়ে হোলকার বংশের উচ্ছেদ-কামনায় প্রাণপাত চেষ্টা করেছে ! কিন্তু শেষে হতাশ হ'য়ে প্রতিহিংসা স্পৃহা পরিত্যাগ ক'রেছে ! আজ আমার শৈশবের সাথী অভিন্নহৃদয় বন্ধু আহম্মদশা, পরম সুহৃদ সূর্য্যমল ;—আমাকে ত্যাগ ক'রে চলে গেছে ! কিন্তু আমি তো তাদের সঙ্গী হ'তে পারলেম না ! বলতে পার নন্দজি !—আমি কেন সংসার পেতে সুখী হ'তে সক্ষম হলেম না ?

(নারায়ণীর প্রবেশ।)

নারায়ণী।—কেন পারলে না—তাকি বুঝতে পারছ না প্রভু ! এখন যে পিশাচ তোমাকে পরিত্যাগ করে নি—এখনো যে পিশাচ তোমার

স্কন্ধ চেপে বসে আছে! পিশাচের প্রলোভনে এখনও যে তুমি পাপের পঙ্কিল সলিলে ডুবে আছ। সুখী কেমন ক'রে হবে প্রভু?

নন্দজী।—[স্বগতঃ]—এই মাটী ক'রেছে! এ খ্যাপা বেটী যে আবার রসান দিতে এসে জুটলো দেখছি!

সোমনাথ।—তুমি সত্য কথা বলেছ নারায়ণী! হায় প্রিয়তমে—তখন যদি তোমার কথা শুনে পাপাচরণে নিরস্ত হতেম, তাহলে হয়তো আজ আমাকে আক্ষেপ করতে হ'ত না!

নন্দজী।—তাহলে আমিও বলি না কেন,—যমরাজ যদি দয়া ক'রে মালিরাও বেচারীকে টেনে না নিতেন, তাহলে আজ আমার অবস্থা এ রকম হ'ত না!

সোমনাথ।—নন্দজি! আমায় ছেড়ে দাও, আর আমি সয়তানী করব না; এবার আমি সংসারী হব—আমায় তুমি ছেড়ে দাও নন্দজি!

নন্দজী।—আমি আঁকুসি হয়ে তোমায় টেনে রেখেছি নাকি?—যে ক্রমাগতই—ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও—ব'লে চেঁচাতে আরম্ভ করেছ? যেতে ইচ্ছা হয়—যাও না; আমার তাতে কি বল না?

নারায়ণী।—এস প্রভু—চলে এস, আর এখানে এক মুহূর্ত্তও থেক না, তাহলে আর আসতে পারবে না; যখন সুমতি হয়েছে—ফের, পাপের পথ থেকে ফিরে এস; ভগবান তোমার সহায় হবেন।

নন্দজী।—[স্বগতঃ]—তাই তো! সত্য সত্যই সরবে না কি! নাঃ—এখন সরতে দেওয়া হচ্ছে না বাবা!—[প্রকাশ্যে] কথা না কইলেও নয়—হাজার হোক অনেক দিন এক সঙ্গে থেকে একটু মায়াও তো ব'সেছে বটে, কাজেই কথা কইতে হয়! এখন তো সাহসে বুক বেঁধে রওনা হচ্ছ—কিন্তু গিয়ে দাঁড়াবে কোথায়? দুনিয়ায় তো মাথা

রাখবার স্থান টুকু পর্য্যন্ত কোন চুলোয় নেই! তাই বলছি—থাকা হবে কোথায়?

সোমনাথ।—সত্য কথা নারায়ণী, কোথায় গিয়ে দাঁড়াব! আমি যে এখন নিঃসম্বল নিরাশ্রয়, সংসারে যে আমার আপনার বলতে কেউ নেই! কোথায় যাব? আশ্রয় কোথায় পাব?

নারায়ণী।—কেন প্রভু, বিশ্বপাতার এত বড় বিরাট সংসার! এর ভেতর আমাদের দাঁড়াবার স্থান নেই! এই উদার ধবিত্রীর বক্ষে লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী প্রাণী অবস্থান করেছে;—আমরা সেখানে একটু আশ্রয় পাব না?

নন্দজী।—আর তোমাদের মাথার ওপর যে চকচকে ধারাল তলোয়ার টাঙান রয়েছে—তার বুঝি কোন খবর রাখ না? কোন্ চুলোয় গিয়ে আশ্রয় নেবে বল তো শুনি! পেশোয়া মাধবরাওয়ের আদেশে তাঁর অধিকার থেকে আমরা নির্ব্বাসিত,—তারপর অহল্যাবাঈয়ের রাজ্যে যদি যাও, তাহলে তোমাকে মাথার মায়া ছাড়তে হবে! গোবিন্দপন্থের হুকুমের কথা কি ভুলে গেছ? তোমার কাঁচা মাথা যে তার কাছে নিয়ে যেতে পারবে—সে লাখ টাকা বকসিস পাবে। বলি এ সব কথা কি মনে নেই?

সোমনাথ।—উঃ—মাথার ভেতর আবার আগুন জ্বলে উঠলো! নন্দজি! তুমি ঠিক কথাই বলেছ,—আমার মাথার ওপর তলোয়ার টাঙান আছে—আমার আশ্রয়-স্থান কোথাও নেই।—নারায়ণী! এই মাত্র যে সুখের কল্পনাকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছিলেম, সঙ্গে সঙ্গে তা লুপ্ত হয়ে গেল। সংসার-সুখ আমাদের অদৃষ্টে নেই প্রিয়তমে! যদি সংসার পাতি, তাহলে গোবিন্দপন্থের হিংসাদীপ্ত ছুরি বুকে এসে পড়বে! না—না—সে যন্ত্রণা সহ্য করতে পারব না,—আততায়ীর

খড়্গে নিরীহ মেষের মতন প্রাণ দিতে পারব না ;—সে শিক্ষা জীবনে কখন পাই নি। তার চেয়ে আজীবন প্রতিহিংসা দেবীর উপাসনা করব—বীরভাবে জীবন অতিবাহিত ক'রে মৃত্যুর দ্বারে আতিথ্য-গ্রহণ করব। নন্দজি! চল—চল আমাকে তোমার ভীল-সর্দ্দার মল্লপতির কাছে নিয়ে চল,—আমি তার সরদারী গ্রহণ করব, প্রসন্নমনে তার কার্য্যে প্রবৃত্ত হব, আর আমার মনে দ্বিধা নেই—আর আমার মনে ঘৃণা নেই, চল—চল—আমায় নিয়ে চল!—

নন্দজী।—এই তো বলি কথার মতন কথা,—এস তাহলে।

[নন্দজী ও সোমনাথের প্রস্থান।

নারায়ণী।—উঃ—জগদীশ! তোমার মনে এই ছিল! অভাগিনীর সাধ্য-সাধনায় যদিও একবার মুখ তুলে চাইলে, আবার বিমুখ হ'লে দয়াময়! আমার হতভাগ্য স্বামীর সারাজীবন কি এই ভাবেই অতিবাহিত হবে! পিশাচ—পিশাচ! কি দৃঢ় মায়াজালে আমার প্রভুকে বেঁধেছিস্—আমার সহস্র চেষ্টাও যে তাকে ছিন্ন করতে পারলে না!—ওকি! ওদিকে অত সৈন্য কোলাহল হচ্ছে কেন—ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজ হচ্ছে! ব্যাপার কি! আমার স্বামীর তো কিছু হয়নি! [বেগে প্রস্থান।

নেপথ্যে সৈন্য কোলাহল ও বন্দুকের আওয়াজ।

(সোমনাথ ও নন্দজীর বেগে প্রবেশ।)

সোমনাথ।—সর্ব্বনাশ হল নন্দজি! সসৈন্য গোবিন্দপন্থ! পালাবার পন্থা নাই।

নন্দজী।—তাইত—তাইত—তাহলে—তাহলে—

নেপথ্যে গোবিন্দপন্থ।—তুকাজী! এই দুই নরপিশাচকে এখনই বন্দী কর,—আমি ততক্ষণ ভীলরাজকে হস্তগত করি।

(তুকাজী, লক্ষ্মীকান্ত ও কতিপয় সৈন্যের প্রবেশ।)

নন্দজী।—দোহাই বাপ সকল! আমাকে কিছু বোল না—

লক্ষ্মীকান্ত।—যে আজ্ঞে; আপনাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে যাব; তুকাজি! এই সোমনাথটা পালাবার চেষ্টা করছে—ওকে এখনই বেঁধে ফেল!

(নারায়ণীর বেগে প্রবেশ।)

নারায়ণী।—না-না-না,—বেঁধো না—তোমরা ওকে বেঁধো না; ওকে আমি বাঁধবো,—ওকে বাঁধবো বলে আমি অনেক দুব থেকে ছুটে আসছি!

তুকাজী।—এ কি! উন্মাদিনী রমণী!! কে তুমি?

নারায়ণী।—আমাকে চেন না—আমাকে কখন দেখনি—আমার নাম কি কখন শোননি? তবে শোন—আমি গোবিন্দপন্থের কন্যা,—আমার নাম নারায়ণী! আর ওই আমার স্বামী!

তুকাজী।—আপনি গোবিন্দপন্থেব কন্যা! এই পাপীষ্ঠ সোমনাথ আপনাব স্বামী! অসম্ভব!

লক্ষ্মীকান্ত।—মিথ্যা কথা!

নারায়ণী।—না-না-না—মিথ্যা কথা নয়; গোবিন্দপন্থের কন্যা মিথ্যা বলতে জানে না! তোমরা কি আমাকে দেখনি?—দেখেছ বই কি! তোমরা কি আমার কথা শোন নি?—শুনেছ বই কি! তবে যা শুনেছ—তা ঠিক নয়!—বাবাকে লুকিয়ে আমি একে বিবাহ করেছিলুম—তাই বাবা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।—আমি পাগলিনী হয়ে পালিয়ে গেছি—এই কথাই বাবা রটিয়েছে! কিন্তু আমি পাগল হইনি—তা যদি হতুম, তাহলে আজ একে এমন সময় ধরতে আসব কেন? এই বেইমান আমাকে বিবাহ ক'রে আমার সঙ্গে কেবলই

দাগাবাজি করেছে! তাই আজ একে ধ'রে বাবার কাছে নিয়ে যেতে এসেছি! আমার বাবা কোথায়?

তুকাজী।—আপনি স্থির হন,—তিনি এখনই এখানে আসবেন; আপনার যা বক্তব্য—তাঁর কাছেই বলবেন।

নারায়ণী।—হাঁ তাই বলবো—বাবাকে সমস্ত বলে দোব;—কিন্তু একে ছাড়া থাকতে দোব না;—তোমরা জান না—এ ভারী ধড়ীবাজ—এখনি পালাবে! আমি ওকে ধ'রে রাখবো!—(সোমনাথের হস্ত ধারণ) আর এও একটা পিশাচ! একেও ধ'রে রাখবো! (অপর হস্তে নন্দজীকে ধারণ) এবার বাবা এলে হয়! এবার পালাও দেখি!—কেমন, এখন বুঝতে পেরেছ—পাপে সুখ নেই, অনাচারে শান্তি নেই, সংসারে পাপীর স্থান নেই! বুঝেছ? যদি বুঝে থাক,—(জনান্তিকে)—ওই দেখ সুসজ্জিত যুগল অশ্ব; দক্ষিণে রাজপুত-রাজ্য—তীরের মতন চলে যাও!

[সোমনাথ ও নন্দজীর বেগে প্রস্থান।

তুকাজী।—ওকি—ওকি—ছেড়ে দিলে—পালাল—পালাল—

লক্ষ্মীকান্ত।—ধর—ধর—ধরো—

নারায়ণী।—(বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে দুই হস্তে দুইটি পিস্তল ধরিয়া)—খবরদার! এ ধারে এক পা যদি বাড়াও,—যদি আর একটিবার চেঁচাও—তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের দেহ প্রাণশূন্য হয়ে পড়ে যাবে!!

তুকাজী।—রমণী—যেই হও তুমি, পথ ছেড়ে দাও—আমাকে যেতে দাও,—ওই—ওই—দুই নরপিশাচ দৃষ্টির বহির্ভূত হয়ে গেলো,—পথ ছেড়ে দাও রমণী!

নারায়ণী।—শস্ত্রপাণি বীর! হাতে তোমার অস্ত্র আছে, সাধ্য* থাকে—অস্ত্রের সাহায্যে পথ ক'রে নাও, বৃথা সাধ্য-সাধনা করছ কেন?

জবাবদিহির ভয় করছ? পিতার কাছে কি জবাব দেবে—তার ভয় করছ? সে ভয় নেই। আমি পালাচ্ছিনা, যতক্ষণ পিতা ফিরে না আসেন, ততক্ষণ আমি এইখানে এই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবো—কোন ভয় নেই তোমাদের! কিন্তু এটাও স্থির জেনো—বিনা রক্তপাতে এ পথে একটি মক্ষিকাও যেতে পারবে না।

তুকাজী।—(স্বগতঃ) ভীষণ সমস্যা! সত্যই কি এ মহিলা গোবিন্দপন্থের কন্যা!

লক্ষ্মী।—(স্বগত) আশ্চর্য্য হলেম বাবা! এ রকম বিদ্‌কুটে ব্যাপার তো কখনও দেখি নি! কিন্তু এ ছুঁড়ী বলে কি? গোবিন্দপন্থের নারায়ণী নামে এক কন্যা ছিল, কিন্তু সে উন্মাদিনী হয়ে চলে গেছে—এই তো আমরা জানি! এর ভেতর কি তবে কিছু রহস্য আছে!

(গোবিন্দপন্থের প্রবেশ।)

গোবিন্দ।—তুকাজি! দুর্দ্দান্ত ভীল সর্দ্দারকে বন্দী করেছি; আর আমাদের এখানে অপেক্ষা কববার আবশ্যক নেই, বন্দীদের নিয়ে এস।

লক্ষ্মী।—বন্দীরা কি আর আছে সেনাপতি—সব ফেরার।

গোবিন্দ।—কি?—একি! কে এ?

লক্ষ্মী।—চিনতে পারছেন না হুজুব! কিন্তু ইনি যে আপনার মেয়ে ব'লে দাবী করছিলেন!

তুকাজী।—সেনাপতি! এঁরই জন্য আমরা সোমনাথ আর নন্দজীকে বন্দী করতে সক্ষম হইনি!

গোবিন্দ।—তুকাজি! এই রমণীর ভ্রূকুটি দেখে ভয় পেয়ে তুমি সেই পিশাচদের ছেড়ে দিয়েছো?

তুকাজী।—নারী-হত্যা করলে কি আপনি সন্তুষ্ট হতেন সেনাপতি?

না,—এ সংবাদ মহারাণীর কর্ণগোচর হ'লে আমি অব্যাহতি পেতেম! এ রমণীর রক্তপাত ব্যতীত—তাদের বন্দী করা কোনমতে সম্ভবপর ছিল না।

গোবিন্দ।—তুকাজি! আমার আদেশ—এখনি তুমি এই পাপীষ্ঠাকে বন্দী কর;—বন্দী কর।

নারায়ণী।—বাবা! অদৃষ্ট দোষে কর্ত্তব্যের জন্য আমার হৃদয় বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছিল, এখন সে বিদ্রোহী হৃদয় আমাকে ধরা দিয়েছে! আজ আমার সেই হৃদয়, সেই দেহ, সেই আত্মা, সেই প্রাণ শক্তিশূন্য, অভি-মানশূন্য, তোমার আয়ত্তের অধীন; তাকে বন্দী করবার জন্য অপরের প্রতি অমন নিষ্ঠুর আদেশ কেন? বাবা! বাবা! নতজানু হ'য়ে আপনার পদতলে ব'সে আমি ধরা দিচ্ছি—

গোবিন্দ।—সর্ব্বনাশী! রাক্ষসী! তোকে গৃহত্যাগ ক'রে পালাবার অবকাশ দিয়ে আমি যে ভয়ঙ্কর ভুল করেছিলেম—তার ফলে প্রতি-পলে আমার সর্ব্বনাশ সাধিত হয়েছে! কিন্তু আর নয়—পিশাচী, আর নয়,—আর তোকে আমি পাপাচরণের অবকাশ দোব না, মুক্ত আকাশের নিম্নে উদার প্রকৃতির উপর স্বেচ্ছায় আর তোকে বিচরণ করতে দোব না, আজ থেকে রুদ্ধ কক্ষ তোর মতন দানবীর যোগ্য বাসস্থান!—তুকাজি! লক্ষীকান্ত! এখনি তোমরা সৈন্য দল নিয়ে এই পথে ধাবিত হও, যেমন ক'রে হোক সেই দুই পলাতক কুক্কুরকে বন্দী করবার চেষ্টা কর (নারায়ণীকে লইয়া প্রস্থান।)

তুকাজী।—আশ্চর্য্য! এই রমণী গোবিন্দপন্থের কন্যা! সোমনাথ গোবিন্দ-পন্থের জামাতা! একি রহস্য!

লক্ষ্মী।—রহস্যটা বড়ই জটিল! এটার সমাধান করাই এখন আমাদের কর্ত্তব্য। তবে আপাতঃ কথা হচ্ছে এই—গোবিন্দপন্থের জামাতাকে

বন্দী করবার চেষ্টা না ক'রে পালাবার অবকাশ দেওয়াই আমাদের উচিত।

তুকাজী।—নিশ্চয়ই। (উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

ইন্দোর—রাজসভা। কাল—প্রভাত।

অহল্যাবাঈ, অমাত্যগণ ও প্রহবিগণ।

অহল্যা।—অমাত্যগণ! বিচাবপ্রার্থী প্রজাগণের বিচাব সমাপ্ত হয়েছে ;—আমি এক্ষণে সাগ্রহে গোবিন্দপন্থের আগমন প্রতীক্ষা করছি। তাঁব এত বিলম্ব হচ্ছে কেন?

(গোবিন্দপন্থেব প্রবেশ।)

আসুন সেনাপতি! দূত মুখে আপনাব বিজয়বার্ত্তা পেয়ে অবধি আমি সানন্দে আপনার আগমন প্রতীক্ষা কবছি। দুর্জ্জয় ভীলরাজকে দমন ক'রে আপনি মধ্যভারতের সমস্ত অধিবাসিদেব কৃতজ্ঞতা-ভাজন হ'য়েছেন! ভাষায় আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি—এমন সাধ্য আমার নেই।

গোবিন্দ।—বাঞ্জি! আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করেছি ; এর জন্য কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ অনাবশ্যক।

অহল্যা।—সেনাপতি! আমি সেই বন্দী ভীলপতিকে দেখ্‌তে ইচ্ছা করি।

গোবিন্দ।—আমি তাকে দরবারে উপস্থিত করবারই ব্যবস্থা করেছি ; ওই সে এসেছে।

(তুকাজী, লক্ষ্মীকান্ত ও দুইজন প্রহরীসহ
বন্দীভাবে মল্লপতির প্রবেশ।)

অহল্যা।—তুমিই ভীল ডাকাত মল্লপতি ?

মল্লপতি।—হামি ডাকাত আছে—এ কথা কে তুহারে কয়েছে ?

অহল্যা।—তোমার কার্য্যকলাপেই প্রকাশ পেয়েছে—তুমি লুণ্ঠন-ব্যবসায়ী ডাকাত।

মল্লপতি।—হামি ডাকাত না আছে,—রাজা আছে।

অহল্যা।—নরঘাতক দস্যু! রাজা ব'লে আত্মপ্রকাশ করতে তোমার লজ্জা করছে না ?

মল্লপতি।—লজ্জা কিসের আছে ? ভীল-মুলুকের রাজা হামি,—রাজার মতন কথা কইছে! হামি ডাকাত না আছে; তু হামারে ডাকাত কইলে, হামি তুহারে ডাকাত কইবে; তা হইলে দুনিয়ার সক্কলে ডাকাত হইয়ে যাবে! তা হইলে, পেশোয়া ডাকাত, দিল্লীর বাদশা ডাকাত, সিন্ধিয়া ডাকাত, নিজাম ডাকাত, হায়দার আলি ডাকাত,—দুনিয়ার সব কি ডাকাত।

অহল্যা।—আচ্ছা স্বীকার করলুম—তুমি ডাকাত নও, রাজা; তাহলে রাজার মতন তুমি যে সব কাজ করেছ, নিশ্চয়ই তার পরিচয় দিতে পার ?

মল্লপতি।—হাঁ, আলবৎ পারবে; হামি বহুত বহুত কাম করেছে, হামার নাম শুনিয়ে বাঘে—গাইয়ে এক ঘাটে নেমে পানি পিয়ে যায়, হামার হাঁকে পাহাড়ের চুড়ো খসিয়ে পড়ে—

অহল্যা।—আর বল—তোমার অত্যাচারে দেশ শ্মশান হয়েছে; গৃহস্থের ঘরে ঘরে হাহাকার উঠেছে, অত্যাচার-পীড়িত প্রজাদের আর্ত্তনাদে সমস্ত মধ্য-ভারতের বিশাল গগন বিদীর্ণ হচ্ছে।

মল্লপতি।—হাঁ—হাঁ—হামি তা বলবে—হামি তা বলবে,—ডর কি আছে? হামি তা ক’রেছে!

অহল্যা।—আর তোমার কৃতকার্য্যের যে প্রায়শ্চিত্ত আছে—এ কথাও বোধ হয় স্বীকার করতে সম্মত আছ?

মল্লপতি।—হামি ভীলের রাজা আছে।

অহল্যা।—হাঁ, তা জানি; কিন্তু রাজার ওপব আব একজন রাজা আছেন; তাঁরই আদেশে আজ তুমি বন্দী হয়েছ—কৃতকার্য্যেব প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করতে এসেছ! ভীল সরদার মল্লপতি! তোমাব বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত, তুমি অসংখ্য অপরাধে অপরাধী; তোমার অপবাধের কঠোর শাস্তি হবে।

মল্লপতি।—শাস্তি! কিসের শাস্তি! ভীল-সবদাব মল্লপতি শাস্তিকে ডব না করে।

অহল্যা।—আমি তোমার প্রতি যে ভীষণ শাস্তিব ব্যবস্থা কবেছি সরদাব, তা শুনলে তোমার আপাদমস্তক কম্পিত হবে,—তোমার বজ্র-কঠোব হৃদয়ে দারুণ বিভীষিকার সঞ্চার হবে,—তোমার নিষ্ঠুর প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে।

মল্লপতি।—পুঃ!!

অহল্যা।—অবজ্ঞা করছ সরদার! উত্তম, এখনি আমাব দণ্ডাদেশ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করতে সক্ষম হবে।—তুকাজি! ভীল সরদার মল্লপতির যে পুত্রকে বন্দী করেছ, এখনি এখানে এনে উপস্থিত কর।

(তুকাজীর প্রস্থান।)

মল্লপতি।—হামার ছেলিয়া!

অহল্যা।—হাঁ—তোমার ছেলে—তোমাব একমাত্র ছেলে; সেও তোমার মতন বন্দী হয়েছে।

মল্লপতি।—হামার ছেলিয়াকে এখানে লিয়ে এসে তু কি করবি?

অহল্যা।—আমি তাকে হত্যা করব।

মল্লপতি।—হত্যা করবি—খুন করবি—ছেলিয়াকে মারিয়ে লিবি?

অহল্যা।—আশ্চর্য্য হ'চ্ছ সরদার! স্বহস্তে শত সহস্র নরহত্যা ক'রে—আজ হত্যার নামে শঙ্কিত হচ্ছ?—আশ্চর্য্য!

মল্লপতি।—হামি তো কখ্খনো ছেলিয়াকে মারি নি!

অহল্যা।—তুমি কখন তোমার ছেলেকে মার নি, কিন্তু আমার অনেক ছেলেকে নিষ্ঠুরভাবে খুন করেছ, তাদের মাথা কেটে নিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছ; এখন কি সে সব কথা ভুলে যাচ্ছ সরদার?

(বন্দী ভীলবালককে লইয়া তুকাজীর প্রবেশ।)

মল্লপতি।—উঃ—বাপ্পা—বাপ্পা—হামার পরাণ! এই ভাবে তুহারে দেখতে হ'ল?

ভীল-বালক।—বাপ্পা! বাপ্পা! তু বি ধরা পড়েছিস?—ইহারা হামার জান লিবে—জান লিবে! বাপপা—বাপ্পা!

অহল্যা।—তুকাজি! হতভাগ্য বালককে সরিয়ে আন। তোমার তরবারি নিষ্কাষিত কর, এখনি ওই বালককে এইখানে হত্যা করতে হবে।

তুকাজী।—এইখানে—

অহল্যা।—চুপ কর; বিনাবাক্যব্যয়ে আমার আদেশ পালন কর; তোমার তরবারি নিষ্কাষিত কর, ভীল-বালকের মস্তক লক্ষ্য ক'রে প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়াও।

[তুকাজীর অসি নিষ্কাষণ ও বালকের মস্তকের উপর উত্তোলন

মল্লপতি।—হোঃ হোঃ হামার বুক ফাটিয়ে যাচ্ছে, হামার কোল্জে ভাঙিয়ে পড়্ছে—হামার আঁখে সব বি ঝাপ্সা লাগছেঁ! রাণী! রাণী! তুহার দোহাই দিচ্ছি—তু আগে হামার জান লিয়ে লে।

অহল্যা।—তাহলে তোমার অপরাধের শাস্তি হবে কেমন ক'রে? তোমাকে এখন মারা হবে না সরদার! এখন কেবল তোমার পুত্রকে হত্যা করা হবে; কি ভাবে হত্যা করা হবে তা জান? তুমি তোমার বন্দীদের যে ভাবে হত্যা করতে। আগে তোমার পুত্রের জিহ্বা ছেদন করা হবে, সেই ছিন্ন জিহ্বা সুতোয় বেঁধে তোমার নাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে, তার পর একে একে তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্ন ক'রে তোমার সর্ব্বাঙ্গে মালা গেঁথে পরিয়ে দেওয়া হবে। এই রকম চমৎকার সাজে সাজিয়ে তোমাকে কারাগারে আটক ক'রে রাখা হবে পুত্রশোকের আগুনে তোমাকে দগ্ধে দগ্ধে মারা হবে। এই তোমার শাস্তি। তুকাজি! প্রস্তুত হও; এখনি বালকের জিহ্বা ছেদন করতে হবে।

ভীল-বালক।—বাপপা বাপপা। হামায় কাটিয়ে লিবে—তুহার সামনে হামায় কাটিয়ে লিবে।

মল্লপতি।—উহুঃ—উহুহুঃ—হামার বাপপা—হামার ছেলিয়ে—হুঃ হুঃ—

অহল্যা।—নিষ্ঠুর সরদার। এই তখন শাস্তির নামে উপেক্ষা করছিলে,—আর এখন তোমার চোখ ফেটে জল প'ড়ছে!

মল্লপতি।—ভীল সরদার নিজের জানের তরে ডর না করে—হাঁসতে হাঁসতে বর্সা লিয়ে নিজের জান কবুল দিতে পারে,—কিন্তু ছেলিয়ার গোড়ে একটা কাঁটা বিঁধলে তাহার জান ফাটিয়ে পড়ে! হোঃ হোঃ ছেলিয়া বাপের কলজে আছে—ছেলিয়া বড় চিজ আছে!

অহল্যা।—সরদার! আমি এখন তোমার পুত্রকে তোমার সম্মুখে হত্যা করতে বসেছি—তা দেখে তোমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে, পুত্র-স্নেহে তোমার হৃদয় উদ্বেলিত হচ্ছে, তোমার নির্দ্দয় অন্তরও কেঁদে উঠছে! কিন্তু সরদার, তুমি যখন তোমার বন্দীদের এই ভাবে হত্যা ক'রে তাদের ছিন্ন মুণ্ড, ছিন্ন হস্ত-পদ তাদের বাপ মা'র কাছে পাঠিয়ে

দিয়েছিলে, তখন তাদের অবস্থা কি হয়েছিল তাদের প্রাণ কি ক'রে কেঁদে উঠেছিল, তা কি এখন কল্পনা করতে পারছ? ছেলে যে তাদেরও বড় আদরের চিজ—ছেলে যে তাদেরও বুকের কলজে,—এখন কি তা বুঝতে পারছ সরদার?

মল্লপতি।—হোঃ হোঃ বুঝতে পেরেছে—হামি বুঝতে পেরেছে—তাদের বি কলজে হামার মতন জ্বলিয়ে গেছে—হামি তা জ্বালিয়ে দেছে! হোঃ হোঃ হামার মাথায় সোটা পড়ছে—হামার বুকে কাঁড় বিঁধছে! হামি কি করেছে—হামি কি করেছে! রাণী! রাণী! হামি তুহারে বলছে—তুহার গোড় ধরে বলছে—কাটারী মারিয়ে হামার জান ছাঁটিয়ে লে! হামি আর থাকতে পারছে না—হামি আর দাঁড়াতে পারছে না,—হোঃ হোঃ—হামি কি করেছে—হামি কি করেছে!

অহল্যা।—সরদার! একটী কথার ওপর তোমার পুত্রের জীবনমরণ নির্ভর করছে। তুমি যদি সে কথায় সম্মত হও, তাহলে তোমার পুত্রের মুক্তি,—অন্যথায় মৃত্যু।

মল্লপতি।—বল্ তু রাণী—সে কথা কি আছে? হামার বাপ্পার লাগে হামি এখন সব করতে পারে।

অহল্যা।—আমি তোমার কাছে একটী সামগ্রী চাই; যদি তুমি তাতে সম্মত হও, তাহলেই অব্যাহতি।

মল্লপতি।—হামার ছেলিয়ার লাগে হামি জান দিতে পারে।

অহল্যা।—জান দিতে হবে না সরদার, আমি তোমার কাছে একটি কথা চাই, শুধু একটি কথা, মুখের একটি মাত্র কথা, একটি প্রতিশ্রুতি। শোন সরদার। তুমি যদি এখন আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে তোমার পুত্রের মাথায় হাত দিয়ে ভগবানকে সাক্ষ্য রেখে প্রতিজ্ঞা কর—যে আর কখন নরহত্যা করবে না, কারুর প্রতি অত্যাচার করবে না,

দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ ক'রে কৃষকের বৃত্তি নিয়ে কৃষিকর্ম্ম ক'রে জীবন-যাপন করবে, সমস্ত ভীল প্রদেশের শান্তির জন্য দায়ী হবে—তাহলে তোমার পুত্রকে - শুধু পুত্রকে কেন—তোমাকেও মুক্ত ক'রে দোব।

মল্লপতি।—এই কথা? শুধু এই কথা? রাণী! রাণী! এ সত্যি—না ঝুটা আছে?

অহল্যা।—রাণী অহল্যাবাঈ কখন মিথ্যা বলে না।

মল্লপতি।—রাণী! রাণী! হামি তুহার কথা মাথা পাতিয়ে লিবে; আকাশে দেওতা আছে, সামনে তু দেবী আছিস, আর ওই হামার ছেলিয়া আছে—হামি সকলকে ডাকিয়ে হাঁক দিয়ে বলছে,—হামি তুহার কথা মাথা পেতে লিবে—আর হামি ডাকাতি করবে না—আর হামি আদমী মারবে না—আর কুছু পাপ কাজ করবে না!—রাণী—রাণী! আজ হতে হামি তুহার নকর—হামি তুহার ছেলিয়া—তু হামার মায়ী!

অহল্যা।—সেনাপতি! সরদারকে মুক্ত ক'রে দিন; তুকাজি! ভীল-বালকের বন্ধন মোচন ক'রে আমার কাছে নিয়ে এস, আমি ওকে কোলে করব। [তথাকরণ।

ভীল-বালক।—মায়ী! মায়ী। হামার বড় ডর লেগেছেল।

অহল্যা।—এখন আমি তোমার মা, আর তোমার কোন ভয় নেই বাপ! এই নাও—এই জিনিসটি পর।

[গলার হার খুলিয়া বালকের কণ্ঠে প্রদান।]

সরদার! তোমার পুত্রকে নিয়ে কিছু দিন আমার আলয়ে অবস্থান কর; তারপর তোমাদের জীবিকা নির্ব্বাহের যথোচিত ব্যবস্থা ক'রে তোমাদের দেশে পাঠাব।

মল্লপতি।—মায়ী! মায়ী! দেওতা ছাড়া এতদিন পর্য্যন্ত ভীল-সরদার

কাহার কাছে মাথা নোয়ায় নি, আজ হামার মাথা হামি তুহার গোড়ে রাখছে; যতদিন হামি বাঁচবে—হামার মাথা এমনি থাকবে, সব ভীল লোকের মাথাবি এমনি থাকবে।

অহল্যা।—[রক্ষীর প্রতি] এদের বিশ্রাম-ভবনে নিয়ে যাও।

[ভীল সরদার ও তাহার পুত্রকে লইয়া রক্ষীদের প্রস্থান।]

(মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ। *)

মন্ত্রী।—রাজ্ঞি! আবার এক ভীষণ সংবাদ উপস্থিত।

অহল্যা।—কি সংবাদ?

মন্ত্রী। ব্রাহ্মণগাঁওয়ের শাসনকর্ত্তা মহারাণীর নিকট এক দূত পাঠিয়েছেন; দূত-মুখে প্রকাশ—রাজপুতানার রাজারা দলবদ্ধ হ'য়ে আমাদের অধিকারে প্রবেশ করেছে; ইতিমধ্যেই তারা আমাদের সীমান্ত রক্ষী সৈন্যদলকে পরাস্ত ক'রে নিজেরা দুর্গ অধিকার করেছে। তাই ব্রাহ্মণগাঁওয়ের শাসনকর্ত্তা সৈন্য-প্রার্থনা ক'রে দূত পাঠিয়েছেন।

অহল্যা।—রাজপুত রাজাগণের স্তিমিত বীরত্ব-বহ্নি সহসা এ ভাবে বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠল কেন,—তা কিছু শুনলেন?

মন্ত্রী।—মহারাষ্ট্র-শক্তিকে ধ্বংস করবার জন্য তাঁরা সব বদ্ধপরিকর হয়েছেন।

অহল্যা।—মুসলমানরা যখন সমস্ত বাজপুতনা কষণ কযেছিল, তখন তো রাজপুতরাজগণ এমন দৃঢ় মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হন নি! গর্ব্বিত রাজপুতশক্তির অধঃপতনের এ একটা চমৎকার নিদর্শন বটে!—অকৃতজ্ঞ নরপতিগণ! তোমাদের দুর্জ্জয় শত্রু মহাপরাক্রান্ত ভীলপতিকে দমন ক'রে আমি তোমাদের নিষ্কণ্টক করলুম, আর এখন তোমরা

---

* নিম্নের এই অংশটুকু অভিনয়ে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

তার প্রতিদান-স্বরূপ আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে ক'রে দাঁড়ালে! জগতে কৃতঘ্নের কৃতঘ্নতা এমনই অপূর্ব্ব বটে।

মন্ত্রী।—আরো শুনলেম,—পূর্ব্ব মন্ত্রী গঙ্গাধর যশোবন্ত আর ইন্দোরের চিরশত্রু সোমনাথ রাজপুত রাজাদের সঙ্গে যোগদান করেছে।

অহল্যা।—আর আমাদের কাল-বিলম্ব করা কোন ক্রমে শ্রেয়ঃ নয়!—আজ অপরাহ্ণে আপনারা সকলেই মন্ত্র-কক্ষে উপস্থিত হবেন; সেইখানেই এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থির করা হবে।—মন্ত্রি! ব্রাহ্মণগাঁওয়ের শাসনকর্ত্তার দূতও যেন সেখানে উপস্থিত হন, আমি তাঁর কাছে প্রত্যক্ষভাবে সমস্ত কথা শুনতে চাই। এখন দরবার ভঙ্গ হোক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সিপ্রা তীর। কাল—সন্ধ্যা।

নারায়ণী ও সোমনাথের প্রবেশ।

নারায়ণী।—আবার যে তোমার সাক্ষাৎ পাব—তা স্বপ্নেও ভাবি নি; কিন্তু দেখ, যেন এই সাক্ষাৎই শেষ সাক্ষাৎ না হয়!

সোম।—এ কথা বলছ কেন নারায়ণী?—তোমার অভিপ্রায় কি?

নারায়ণী।—তুমি কি আমার অভিপ্রায় বুঝতে পার নি প্রভু? যে জেগে ঘুমোয়—সহস্র ডাকেও তার ঘুম ভাঙ্গে না, যে জেনে-শুনে পাপ করে—কেউ তাকে সুপথে আনতে পারে না;—তোমার অবস্থাও আজ ঠিক এই রকম হয়েছে! সে দিনকার কথা কি তোমার মনে আছে প্রভু? সেই যখন তুমি আমার সাধ্য-সাধনা কাতর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান ক'রে নন্দজীর প্রলোভনে প'ড়ে অধর্ম্মের দলভুক্ত

হ'য়েছিলে! কিন্তু হাতে হাতে তার ফল ফলে গেল! ধর্ম্মের জয়—অধর্ম্মের ক্ষয়,—চোখের ওপর দেখতে পেলে। তা দেখেও—হাতে হাতে প্রতিফল পেয়েও, আবার তুমি রাজপুতদের সঙ্গে যোগ দিয়েছ! রাজপুত-যুদ্ধে আবার রাণীর সঙ্গে শত্রুতা সাধছ!—তুমি কি প্রভু! একেবারে ধর্ম্মজ্ঞান হারিয়েছ; তোমার বিবেক-বুদ্ধি রসাতলে দিয়ে তুমি এমনই নরপিশাচ হয়ে দাঁড়িয়েছ!

সোমনাথ।—নারায়ণী! নারায়ণী! তিরস্কার ক'র না—তিরস্কার ক'র না,—শুনে তুমি স্থখী হবে—এবার আমি কৃতকার্য্য হব—এবার প্রতি যুদ্ধেই আমরা জয়ী হচ্ছি—এবার আমি সাফল্যের আশা করি।

নাবায়ণী।—তোমার আশায় ধিক্! দেখ, আর সে দিন নেই—যে তোমার স্তোক বাক্যে ভুলে নারায়ণী তোমার কুকর্ম্মের পোষকতা করবে! আজ নারায়ণী পাষাণে বুক বেঁধে স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছে! স্বামী! আজ আর আমি সয়তানী নই—আজ আমি হিন্দুর ঘরের ধর্ম্মশীলা রমণী! তোমার-আমার আজ বড় কঠোর পরীক্ষা!

সোমনাথ।—কি পরীক্ষা নারায়ণী?

নারায়ণী।—মিলন-বিচ্ছেদের পরীক্ষা, জীবন-মৃত্যুর পরীক্ষা,—অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের পরীক্ষা; আজ স্থির করেছি—তোমার পাপাচরণে আর আমি তোমার সঙ্গিনী হব না,—তোমাব স্তোক বাক্যে ভুলে আর আমি পিশাচি সাজব না; আজ তোমায়-আমায় কঠোর পরীক্ষা! তোমার সম্মুখে এখন দুই অবলম্বন; এক দিকে ধর্ম্ম,—অন্যদিকে অধর্ম্ম; এক দিকে পাপের প্রলোভন—অন্যদিকে পত্নীর আকিঞ্চন; এক দিকে সয়তানী—অন্যদিকে সহধর্ম্মিণী;—কাকে চাও তুমি?

সোম।—কি চাই আমি?—বড়ই কঠিন প্রশ্ন! আচ্ছা নারায়ণী, আমি যদি বলি তোমাকেই চাই, তাহলে আমাকে কি করতে হবে?

নারায়ণী।—পাপের সংস্রব পরিত্যাগ ক'রে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

সোম।—কোথায় যেতে হবে, তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে?

নারায়ণী।—আমার পিত্রালয়ে,—পিতার কাছে।

সোমনাথ।—কি সর্ব্বনাশ! তুমি আমাকে মৃত্যুর মুখে ডেকে নিয়ে যেতে চাও?

নারায়ণী।—আশ্চর্য্য! জীবন পণ ক'রে অধর্ম্ম সাগরে ঝাঁপ দিয়ে এখন মৃত্যুকে ভয় ক'রছ,—এ বড় আশ্চর্য্য কথা! আমি এখন কি চাই জান? আমি তোমাকে সত্যই বাবার কাছে নিয়ে যেতে চাই—তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে বলতে চাই—বাবা! বাবা! আমি তোমার বিদ্রোহী মেয়ে, আমার বিদ্রোহী স্বামীকে তোমার কাছে ধ'রে এনেছি; আমাদের দণ্ড দাও বাবা!—এতে বাবার মনে দয়া হয়—ভালই, মুক্তি পাব; আর যদি দণ্ডিত হই, তাতেই বা ক্ষতি কি? দুজনে কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে এক সঙ্গে পরলোকের পথে চলে যাব; সে কি সুখ নয় প্রভু? সে কি নির্ব্বিকার শান্তি নয় স্বামী?

সোমনাথ।—নারায়ণী! নারায়ণী! আমি একটু ভাবতে চাই,—না ভেবে আমি কিছু বলতে পারছি না! প্রায়শ্চিত্ত চাই—ঠিক বলেছ, প্রায়শ্চিত্ত চাই! কিন্তু ভাবতে চাই, কেমন ক'রে প্রায়শ্চিত্ত ক'রব—তা ভাবতে চাই!

(জনৈক পাণ্ডার বেগে প্রবেশ।)

পাণ্ডা।—এই যে—এই যে—মানুষের দেখা পেয়েছি! কে তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ,—এস—শীঘ্র এস,—আমাদের মহারাণীকে রক্ষা কববে এস।

সোমনাথ।—কে তুমি?—কি বলছ?

পাণ্ডা।—বড় সর্ব্বনাশের কথা ব'লছি!—মহেশ্বর ক্ষেত্রে মহারাণী আক্রান্ত—

নারায়ণী।—সে কি?

পাণ্ডা।—আর কি বলব? শত্রুসৈন্য মহেশ্বর-ক্ষেত্র আক্রমণ করেছে,—সেখানে জন কতক রক্ষী ব্যতীত মহারাণীকে রক্ষা করতে কেউ নেই—রাজধানী এখান থেকে অনেক দূর,— সেখানে খবর দেবার সময় নেই; ততক্ষণে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। তাই আমি এ অঞ্চলের অধিবাসীদের এ সংবাদ দিতে চলেছি, যাও—শীঘ্র যাও মহারাণীকে—একি! অস্ত্রধারী পুরুষ! এ খবর শুনে তুমি তো এখন লাফিয়ে উঠলে না! তোমার বুকের রক্ত তো টগবগ ক'রে ফুটে উঠল না! তলোয়ার খুলে তুমি তো এখন সেখানে ছুটে গেলে না!—বুঝতে পেরেছি, তুমি রাণীর পুত্র নও—শত্রু!—কে আছ—কে আছ— এ অঞ্চলে কে আছ—মহারাণী অহল্যার গুণমুগ্ধ কে আছ—

[চীৎকার করিতে করিতে প্রস্থান।

নারায়ণী।—স্বামী! কি ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করবে—তাই না ভাবতে চাচ্ছিলে। আর ভাববার দরকার কি প্রভু? বাবার কাছে ধরা দিয়ে কাপুরুষের মতন প্রায়শ্চিত্ত করতে লজ্জিত হচ্ছিলে, এবার রাণীর জন্য আত্মোৎসর্গ ক'রে বীরের মতন প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ কর।

সোমনাথ।—নারায়ণী! তোমার কথা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু তা অসম্ভব। রাণীর বিপদের কথা আমার অবিদিত নয়; ব্যাপারটা কি জান? শ্বশুরের স্মৃতিরক্ষার্থ রাণী সিপ্রাতীরে এই মহেশ্বর-ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই বিপদ্‌কালে তিনি নির্ভয়ে কয়েকজন রক্ষী মাত্র নিয়ে এখানে এসেছেন; এখান থেকেই যুদ্ধের সংবাদ রাখছেন। কিন্তু রাণীর ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী গঙ্গাধর যশোবন্ত এই সংবাদ পেয়ে এক দল

অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে রাণীকে বন্দী করতে এসেছে। আমাকেও এখনি সেখানে গিয়ে তার সঙ্গে যোগ দিতে হবে।

নারায়ণী।—বটে! এত দূর!—উত্তম; যাও—যাও তুমি; গঙ্গাধর যশোবন্তের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে রাণীর সংহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হও,—আমিও আমার কার্য্য সাধন করতে যাই।

সোমনাথ।—তুমি কোথায় যাবে?

নারায়ণী।—রাণীর কাছে।

সোমনাথ।—রাণীর কাছে?

নারায়ণী।—হাঁ, রাণীর কাছে!—রাণীকে রক্ষা করতে; তুমি একটা মূর্ত্তিমান নরপিশাচের জঘন্য কর্ম্মের পরিপোষক হ'তে যাচ্ছ, আর আমি এক বিশাল রাজ্যের রাণী—লক্ষ লক্ষ সন্তানের জননী—ভবানীরূপিণী করুণাময়ী অহল্যাবাঈকে রক্ষা করবার জন্য প্রাণ বলি দিতে যাচ্ছি! যাও স্বামি—তোমাব চিরবাঞ্ছিত স্থানে গিয়ে সুখে আশ্রয় নাও; কিন্তু মনে রেখ—এবার তোমায় আমায় পরীক্ষা; দেখা যাবে—এবার কে হারে, কে জেতে!

সোমনাথ। নারায়ণী! নারায়ণী!

নারা।—আবার কেন ডাক? তুমি তোমার স্থানে যাও, আমি আমার গন্তব্যস্থানে চ'লে যাই, ডাকাডাকি বৃথা; সম্মুখে পরীক্ষা!

সোমনাথ।—নারায়ণী! নারায়ণী! আমি বড় কঠিন সমস্যায় পড়েছি! আমি যে এত দিন অধর্ম্মের সঙ্গে যুদ্ধ করেও জয়ী হয়েছি সে কেবল তোমার জন্য; তোমার মতন সতীসাধ্বী পত্নীর জন্য; তোমার অভাবে আমার পতন অনিবার্য্য! আমায় ত্যাগ ক'রনা নারায়ণী!

নারায়ণী।—আমি তো তোমাকে ত্যাগ করিনি প্রভু! তুমিই তো আমাকে ত্যাগ ক'রে চলে যাচ্ছ! আমি তো তোমাকে বরাবরই বলছি—আজ

আর আমি সে নারায়ণী নই, আর আমি তোমার কথা শুনব না প্রভু ; তবে শুনতে পারি—যদি তুমি এখনি আমার অনুসঙ্গী হও—যদি তুমি এখনি আমার ধর্ম্মকে তোমারো হৃদয়ে স্থান দাও—যদি তুমি এখুনি আমার সংকল্পে ব্রতী হও—যদি তুমি রাণীকে রক্ষা করবার জন্য আমার হাত ধ'রে অনন্ত শত্রু সাগরে আত্মোৎসর্গ কর !

সোমনাথ।—ক'রব—তাই ক'রব—নারায়ণী, আমি তাই ক'রব ! তোমার হাত ধ'রে প্রফুল্ল অন্তরে শত্রু-সাগরে আত্মবিসর্জ্জন করব ! আর আমি সে সোমনাথ নই—আর আমি নরকের সয়তান নই—আর আমি গুপ্তঘাতক নরপিশাচ নই !—এই দেখ সহধর্ম্মিণী—তোমার ধর্ম্ম আমারো বক্ষস্থলে আশ্রয় নিয়েছে—প্রাণের সঙ্গে মিশে গেছে ! এই দেখ—ধর্ম্মের প্রভাবে আমার ক্ষীণ বক্ষঃ স্ফীত হয়ে উঠেছে, এই দেখ শিথিল বাহু আবার কেমন দৃপ্ত হয়েছে !—চল—চল—নারায়ণী !—চল শত্রুসাগরে ঝাঁপ দিতে যাই। যদিও আমি একা—

(লক্ষ্মীকান্ত, রক্ষিগণ ও পাণ্ডার প্রবেশ।)

লক্ষ্মীকান্ত।—একা কেন দাদা ! আমি তোমার সখা ; আর এরা তোমার গোলাম ?

সোমনাথ।—একি ! একি ! আপনি ?

লক্ষ্মীকান্ত।—অবাক হয়ো না দাদা,—আমি তোমাদের কথা সব শুনিছি। তোমার সুমতি হয়েছে দেখে বড় খুসী হয়েছি।—আর দেরী ক'রে কাজ নেই ; মহারাণী বিপন্না, চল দাদা—আমরা প্রাণ উৎসর্গ ক'রে রাণীকে রক্ষা করি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মহেশ্বর-ক্ষেত্র

নাট-মন্দির। কাল—সন্ধ্যা।

অহল্যা ও তুলসী।

অহল্যা।—তুলসী! তুলসী! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস্? কি ভাবছিস্?—আর কি ভাববার সময় আছে?—দেখছিস না,—বিধর্ম্মীরা মন্দিরে ছুটে আসছে—মন্দিরেশ্বরের মূর্ত্তি চূর্ণ করতে আসছে!—উঃ—এ কথা মুখ দিয়ে ব'লতেও আমার বুক জ্বলে উঠছে!—তুলসী! তুলসী! অহল্যাবাঈ উপস্থিত থাকতে পিশাচ-স্পর্শে মহেশ্বরের মন্দির অপবিত্র হবে?

তুলসী।—যতক্ষণ অহল্যাঈ বেঁচে থাকবে—তুলসীর হাতে অস্ত্রধারণের অনুমাত্র শক্তি থাকবে, ততক্ষণ নয়!

অহল্যা।—তার পর? তার পর?—উঃ ভাবতেও প্রাণ কেঁপে ওঠে—যিনি সহস্র যুদ্ধজয়ী, লক্ষ বীরের রক্তে যাঁর তরবারি রঞ্জিত,—তাঁর স্মৃতিমন্দির আজ বিধর্ম্মীর পদাঘাতে দলিত হবে!—না, তা হবে না; তা হ'তে পারে না; তা কখন হ'তে দোব না!—আয় তুলসী—আয় দুজনে কায়মনপ্রাণে সেই মহাপুরুষের ঐশী শক্তির আবাহন করি,—আয় শক্তিময়ী মহাশক্তিকে ডাকি—

তুলসী।—শুধু ডাকে কি হবে রাণী?

অহল্যা।—ডাকের টানে কি না হয় তুলসী! ভক্তের ডাকে ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত হয়—ভগবানের আসন ট'লে যায়—শবের জড়দেহ জীবন্ত হয়ে উঠে! আয় ডাকি,—সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে আমার সর্ব্বার্থসাধিকে—অসংখ্য সন্তানকুলপালিকে—ভক্তিশক্তিমুক্তিদায়িকে! তনয়ার

কাতর প্রার্থনায় কাণ দে মা! অনন্তব্রহ্মাণ্ড থেকে একবার এই দানবদলিতমর্ত্ত্যে নেমে আয় মা! আয় মা—নবরাগরঙ্গিণী—নববলধারিণী—নদবর্পেদর্পিনি—নাস্তিকের দর্পহরণ কর্ মা!—কই মা, এলিনি—কিঙ্করীর কাতর কণ্ঠস্বর তবে কি তোর কর্ণগোচর হয় নি!—এস, এস, কে কোথায় আছ—এস সকলে—সমস্বরে কাতর আবাহনে করালিনী মহাকালীর মহানিদ্রাভঙ্গ করি! এস আকালবোধন ক'রে আবার মাকে জাগিয়ে তুলি! এস ডাকি,—মা প্রসূতি অম্বিকে—ধাত্রিধরিত্রী-ধনধান্যদায়িকে—নগাঙ্কশোভিনী নগেন্দ্র বলিকে!—এস,—সিন্ধুসেবিতে—সিন্ধুপূজিতে—সিন্ধুমথনশক্তিদায়িনী—শক্রবধে দশভূজে দশপ্রহরণ-ধারিণী! শক্তি দাও মহাশক্তি—অনন্ত শক্তি প্রদায়িনী!

তুলসী।—শক্তি দাও মহাশক্তি—অনন্তশক্তি প্রদায়িনী!!

অহল্যা।—আয় মা নগেন্দ্রনন্দিনী! আয় মা চণ্ডমুণ্ডঘাতিনী! আয় মা মহিষাসুরমর্দ্দিনী!! আয় মা—নৃমুণ্ডমালিনী তারা!!!

(সোমনাথের প্রবেশ।)

সোমনাথ।—মা! মা! চুপ কর—তোমার রক্ষার্থ সন্তান উপস্থিত; তোমার প্রাণময় আবাহনে মহামায়ার ইঙ্গিতে তোমার চিরশত্রু তোমার পুত্ররূপে ছুটে এসেছে। আর ডেক না মা—চুপ কর; এবার ডাকলে—তোমার আবাহনে মহাশক্তি মর্ত্ত্যে নেমে আসবে—তেত্রিশ কোটি দেবতার যোগ নিদ্রা ভেঙ্গে যাবে—প্রলয় হবে মা প্রলয় হবে! সন্তানের ওপর নির্ভর কর জননী।

(গঙ্গাধরের প্রবেশ।)

গঙ্গাধর।—নরাধম! সয়তান! বিশ্বাসঘাতক! তুই এখানে!

(সোমনাথকে আক্রমণ।)

সোমনাথ।—[আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া] দেখছো—আজ ধর্ম্মরাজ সোমনাথের সহায়! গঙ্গাধর যশোবন্ত! তুমি আমার মাতার প্রতি অত্যাচার করতে এসেছ! আজ আর তোমাব নিস্তার নেই! আমার হাতেই তোমার মৃত্যু।

গঙ্গাধর।—দাঁড়াও বিশ্বাসঘাতক! (বেগে প্রস্থান।

সোমনাথ।—মা! মা! আদেশ কর—কি করব! গঙ্গাধর পালিয়ে গেল,—ওকে বন্দি ক'রে আনবো—কিম্বা ওর ছিন্ন মুণ্ড পদপ্রান্তে উপহার দোব।—বল মা জননী কি করব? (নারায়ণীর প্রবেশ।)

নারায়ণী।—কর্ত্তব্য চাও?—দেখ কর্ত্তব্য কোথায়।—একদল সৈন্য নন্দজীর প্ররোচনায় মন্দির অপবিত্র করতে আসছে,—তাদের বাধা দেবে চল, আর সময় নেই—ছুটে চল, তাবা যেন এখানে এসে—মহারাণীকে চোখে দেখেও তাঁর অমর্য্যাদা করতে না পারে!

সোমনাথ।—চল—চল নারায়ণী—চল শত্রু-সাগবে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি! সত্যই আজ আমার আত্মদানের দিন! রণক্ষেত্রে-শত্রুবক্ষে আজ আমাদের ফুলসজ্জা,—চল—চল—নারায়ণী!

[উভয়েব বেগে প্রস্থান।

তুলসী।—রাণী! চিনতে পেরেছ কি এদের! এরাই—সেই সোমনাথ আর নারায়ণী! আজ তোমার মর্য্যাদাবক্ষার জন্য প্রাণ দিতে এসেছে।

অহল্যা।—তুলসী! তুলসী! আমি ওদের চিনেছি! ওরা আমার জন্য প্রাণ দিতে এল, আমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম—একটি কথা কইতেও পারলুম না। হ্যাঁ—তুলসী! ওরা আমাদের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করবে—আর আমি তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব!—ওই দেখ্ —ওই দেখ্ তুলসী! ওরা দুটী প্রাণী উল্কাপিণ্ডের মতন কি ভাবে শত্রুর ওপর পতিত হ'ল—ওই দেখ্ কি চমৎকার অস্ত্রখেলা—প্রাণে ওদের

কি উদ্দীপনা—কি অদ্ভুত উন্মাদ শক্তি! ওই—ওই বুঝি গেল! ওকি—ওকি—লক্ষ্মীকান্ত! সঙ্গে সৈন্য—ওকি আবার শত্রুর উল্লাসধ্বনি—ওই আমার সোমনাথের অসম সাহস—অদ্ভুত অস্ত্রচালনা! নারায়ণী কি শক্তিরূপিণী! চল্ তুলসী—চল দেখি—

[অহল্যা ও তুলসীর প্রস্থান।

(সৈন্যগণের প্রবেশ।)

সৈন্যগণ।—জয় মা মহারাণী

সৈন্যদের গীত।

দোব না দোব না দোব না মোরা ভাঙ্গিতে শিবের ঘর।
রাখিব কীর্ত্তি, দেবতা-মূর্ত্তি, মাতি রণরঙ্গে করিব সমর।
শন্ শন্ শন্ এড়িব শায়ক,
সহস্র অরাতি মারিব একক,
ভয়ে অরিকুল হবে পলাতক, কীর্ত্তি মোদের গাবে চরাচর।
রাখিব ধর্ম্ম, রাখিব মান,
রাখিব আর্য্য বীরের নাম,
উড়াইব গর্ব্বে বিজয় নিশান, হিন্দুর নাম হবে অমর॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ। কাল—রাত্রি।

(পিস্তল হস্তে গোবিন্দপন্থ।)

গোবিন্দ।—শান্তি!—কোথায় শান্তি? তৃপ্তি!—কোথায় তৃপ্তি? আনন্দ!—কই কোথায় তার অস্তিত্ব? মিথ্যা কথা; সংসারে সুখ নেই—সংসারে আনন্দ নেই—সংসারে শান্তি নেই—সংসারে তৃপ্তি নেই! ওই ওই—রাজ্যব্যাপী রব,—রাণীর প্রাসাদ থেকে দরিদ্রের পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সকলের মুখে একই কথা, একই চর্চ্চা; গোবিন্দপন্থের বংশ-বার্ত্তা সকলের মুখে মুখে ফিরছে। গোবিন্দপন্থের চরিত্র চর্চ্চায় সকলেই আনন্দ পাচ্ছে। গোবিন্দপন্থের কন্যার নামে—গোবিন্দপন্থের কন্যার স্বামীর নামে লক্ষ রসনা ধিক্কার দিচ্ছে! উঃ—বুক জ্বলে যাচ্ছে! স্মৃতির দহনে স্নায়ু পর্য্যন্ত দগ্ধ হচ্ছে! চুপ, চুপ! সুন্দর সময়—সুন্দর সুযোগ—সুন্দর অবসর!—নিস্তব্ধ—চারিদিক নিস্তব্ধ!—এস—এস মৃত্যু—এস তুমি করুণাময়ী! তুমি বড় সৌম্য—বড় স্নিগ্ধ—বড় সুন্দর; তুমি সত্য, তুমি নিত্য, তুমি প্রত্যক্ষ! তাই আজ সকাতরে তোমার আবাহন করছি! অনুশোচনায় প্রাণ আমার অনুক্ষণ দগ্ধ হচ্ছে—তাই তোমার শরণাপন্ন হচ্ছি! এস তুমি দয়াময়ী—আমাকে প্রচ্ছন্ন কর—হরণ কর, নিশার অসিত বাগ উষার তুষার-কিরণে মগ্ন হবার পূর্ব্বেই আমাকে গ্রাস কর।

(আত্মহত্যার উপক্রম,—বেগে রুক্মার প্রবেশ।)

রুক্মা।—কি কর—কি কর—সর্ব্বনাশ ক'রছ! [হস্তধারণ]

গোবিন্দ।—ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও; রুক্মা—ছেড়ে দাও; সর্ব্বনাশী —ছেড়ে দাও—

রুক্মা।—কখন নয়,—প্রাণ থাকতে রুক্মা তোমাকে আত্মহত্যা করতে দেবে না।

গোবিন্দ।—ব্রহ্মাণ্ডবাদী হলেও—আজ গোবিন্দপন্থের সংকল্প পণ্ড হবে না, —ছেড়ে দাও—সর্ব্বনাশী ছেড়ে দাও—আজ আমি মায়াহীন মমতাহীন—আজ আমি স্নেহমায়াবর্জ্জিত রাক্ষস! ছেড়ে দাও

রুক্মা।—বীরোত্তম! প্রভুভক্ত, রাজভক্ত, স্বদেশভক্ত অদ্বিতীয় বীর! তুমি আত্মহত্যা করবে আর সহধর্ম্মিণী হয়ে আমি তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব! কখনই নয়, এ মহাপাতক তোমাকে আমি কখনই করতে দোব না; তোমার চিত্তবিকার হ'য়েছে—তুমি উন্মাদ হয়েছ, আমি আমার উন্মাদ স্বামীকে এই বক্ষে আবদ্ধ ক'রে রাখব! সংসারে আমি তোমার পায়ের নিগড়; এ নিগড় ছিন্ন ক'রে তুমি কোথায় যাবে?

গোবিন্দ।—ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও! ওই ওই সম্মুখে লেলিহান রসনা বিস্তার ক'রে মৃত্যু আমায় আহ্বান করছে! ছেড়ে দে রাক্ষসী,—ছেড়ে দে—দূর হ মায়াবিনী—

[ঠেলিয়া দূরে নিক্ষেপ।

রুক্মা।—ওগো—কে কোথায় আছ,—ছুটে এস—রক্ষা কর—সর্ব্বনাশ হয়! আত্মহত্যা হয়—

গোবিন্দ।—আত্মহত্যা নয়—মুক্তি—মুক্তি—মুক্তি—অব্যাহতি—বিস্মৃতি —আত্মহত্যা নয়—

(রক্তাক্ত সোমনাথকে লইয়া রক্তাক্ত কলেবরে নারায়ণীর প্রবেশ।)

নারায়ণী।—বাবা! বাবা! আত্মহত্যা ক'র না—আত্মহত্যা ক'র না—এই

দেখ তোমার বিদ্রোহী মেয়ে তার বিদ্রোহী স্বামীকে ধ'রে এনে তোমার কাছে ধরা দিতে এসেছে।—আত্মহত্যা ক'রো না বাবা।

গোবিন্দ।—একি! এ আবার কি প্রহেলিকা।

(অহল্যাবাঈ, তুলসী ও লক্ষ্মীকান্তের প্রবেশ।)

অহল্যা।—এব উত্তর আমি দোব সেনাপতি।

গোবিন্দ।—একি, একি মহারাণী! একি আপনাব হস্তে রক্তের চিহ্ন কেন?

অহল্যা।—আশ্বস্ত হোন্ সেনাপতি! আমার জন্য ভয় করবেন না—এই বীর-দম্পতির শোণিতে আমার হস্ত রঞ্জিত। সেনাপতি! আজ মহেশ্বরক্ষেত্রে আমার নেত্র চিবনিমীলিত হ'ত—হয় নি কেবল আপনার জামাতা আব কন্যার জন্য!

গোবিন্দ।—কি বলছেন মহারাণী! এও কি ভাগ্যহীন গোবিন্দপন্থেব প্রতি মর্ম্মভেদী বিদ্রূপ মা!

অহল্যা।—সেনাপতি! গঙ্গাধব যশোবন্ত একদল সৈন্য নিয়ে মহেশ্বরক্ষেত্রে আমাকে আক্রমণ করতে গিয়েছিল; মৃত্যু ভিন্ন আমার মর্য্যাদারক্ষার সেখানে আর কোন অবলম্বন ছিল না। কিন্তু আপনার জামাতা আর কন্যাব সময়োচিত সাহায্যে—প্রাণপাত সংগ্রামে আমি অক্ষত দেহে রক্ষা পেয়েছি। আমি এদের আমার রাজ্য পুবস্কার দিতে চেয়েছিলুম, কিন্তু এরা সে পুরস্কারের পরিবর্ত্তে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেছে তাই আমি এদের সঙ্গে ক'রে স্বয়ং এখানে উপস্থিত হয়েছি।

নারায়ণী।—বাব! বাবা! তোমার চরণে আমরা অনন্ত অপরাধে অপরাধী, তাই আজ মার্জ্জনা-ভিক্ষা করতে এসেছি, আমাদের মার্জ্জনা কর বাবা!

সোমনাথ।—মহামান্য সেনাপতি! আমি চিরদিন আপনার সঙ্গে শত্রুতাই সেধে এসেছি; আমার অপরাধের সীমা নেই! সমুদ্র প্রমাণ অপরাধ নিয়ে আজ আপনার চরণপ্রান্তে মার্জ্জনা ভিক্ষা করতে এসেছি। মহারাণী সন্তানকে মার্জ্জনা করেছেন—সেই আশাতেই আপনার কাছে মার্জ্জনা চাইতে সাহস করেছি। সময় আমার আসন্ন—মৃত্যু দণ্ড হাতে ক'রে পশ্চাতে দণ্ডায়মান! এ সময় আপনার কাছে মার্জ্জনা পেলে কৃতার্থ হব—সুখে মরতে পারব! বলুন—আমাকে মার্জ্জনা করলেন!

গোবিন্দ।—মার্জ্জনা করব?—কাকে? রাজদ্রোহীকে—রাজার হত্যা-কারীকে—বিশ্বাসঘাতক—গুপ্তহন্তাকে—আমার কন্যার অপহরণ-কারীকে? মার্জ্জনা করব? নির্লজ্জ্য—লম্পট—ঘৃণ্য নরপশু! আমার কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা করতে তোমার লজ্জা করছে না? মার্জ্জনার কথা উচ্চারণ করতে তোমার জিহ্বায় জড়তা আসছে না?

অহল্যা।—পন্থজি! আপনি সোমনাথের পূর্ব্ব কথা বিস্মৃত হোন; আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সোমনাথকে মার্জ্জনা করেছি।

গোবিন্দ।—আপনি ওকে মার্জ্জনা করতে পারেন, কিন্তু আমার কাছে ওর মার্জ্জনা নেই,—আমার কাছে ওর মার্জ্জনার প্রাথনা নিস্ফল!

অহল্যা।—সেনাপতি! সোমনাথ আর তার পত্নীকে আপনি মার্জ্জনা করেন—এই আমার আদেশ।

গোবিন্দ।—দেবী! একি আদেশ করলেন? যার জন্য আমার কন্যা গৃহ-বিতাড়িতা, যার জন্য পতিপুত্র-শোক-বিহ্বলা অহল্যাদেবীকে অশ্রুধারা মুছে করে করবাল ধারণ করতে হয়েছে, যার জন্য গোবিন্দপন্থের জীবন আজ মায়া মমতাশূন্যশ্মশান,—আপনি তাকে মার্জ্জনা, করতে আদেশ!—

নারায়ণী।—বাবা! বাবা! আর তোমাকে মার্জ্জনা করতে হবে না! ভয়

নেই—ভয় নেই—তোমায় আর রাজ্ঞীর আদেশ লঙ্ঘন করতে হবে না। ফুরিয়ে গেল—সব ফুরিয়ে গেল ,—স্বামী আমার ঈশ্বরের রাজ্যে —করুণার রাজ্যে—মার্জ্জনার রাজ্যে—চলে গেল! মানুষ ক্ষমা ভিক্ষা করতে জানে, কিন্তু ক্ষমা করতে কৃপণ! আর ক্ষেমঙ্করী মা আমার —তাপিতের জন্য অভয় হস্ত উত্তোলন করেই আছেন! ওই—ওই— —সেই রাঙ্গা হাত খানি! দিক্‌বসনা লোলরসনা খড়্গাধারিণী মুণ্ডমালিনী—তবু সেই অভয় কর—সেই—অভয় কর! যাই মা যাই ; —বাবা! বাবা! আমার আত্মহত্যা করবার অধিকার নেই, কিন্তু আমার অনুমৃতা হবার অধিকার আছে—দাও—

[অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া নিজ বক্ষে আঘাত ও পতন।]

রুক্মা।—মা—মা—নারায়ণী,—মা আমাব!—আমার বুকের রক্ত, অঞ্চলের নিধি! আমার চখের ওপর—আত্মহত্যা করলি! উঃ—আমাকে এ দেখতে হ'ল! ভগবান কি করলে! উঃ—বুক গেল—বুক গেল —উঃ [পতন ও মৃত্যু]

অহল্যা।—একি! একি!—রুক্মা—রুক্মা—মা—

লক্ষ্মীকান্ত।—কই নিশ্বাস তো পড়ছেনা!—একি আকস্মিক মৃত্যু!

তুলসী।—ভাগ্যবতী!—ভাগ্যবতী! প্রাণটা এত সোজা ছিঁড়ে ফেললি মা! এই চোখের জলে তোর পায়ের আলতা ধুয়ে কপালে দিই! যেন মা তোমারই মতন রোগের জ্বালায় না ভুগে পতির পায় মাথা রাখতে পারি।

গোবিন্দ।—রুক্মা!—রুক্মা!—দুর্ভাগ্যের সম্বল—আমার সর্ব্বস্ব!—

অহল্যা।—সেনাপতি! সংসার ধর্ম্ম আপনার কর্ম্ম নয়,—বৈরাগ্যগ্রহণই

আপনার কর্ত্তব্য ছিল।—আয় তুলসী, আমরা প্রাসাদে যাই, যাতে রাজোচিত সম্মানে এদের সৎকার হয়, তার ব্যবস্থা করি।

[অহল্যা, তুলসী ও লক্ষ্মীকান্তের প্রস্থান।

গোবিন্দ।—বাঃ—বাঃ—আমি এখন কি সুখী—কত সুখী!—শান্তি খুঁজছিলেম—তৃপ্তি খুঁজছিলেম—আনন্দ চাচ্ছিলেম,—এখন এক সঙ্গে সবই তো পেলেম!—রুক্মা গেল—সংসার শূন্য হ'ল,—শান্তি পেলেম! কন্যা গেল—তৃপ্তি পেলেম। সোমনাথ মরেছে—আনন্দ পেয়েছি!—আর কি? গোবিন্দপন্থ! আর কি চাও! তুমি আজ বড় সুখী! আরো বেশী সুখী হবে—যদি এদের সাথী হও! তাই হব নাকি? হই না—বেশ তো; না না রাণীর তো সে আদেশ নয়! রাণীর আদেশ—বৈরাগ্য গ্রহণ করি!—তাই হব—তাই করব; সব তো গেছে—এবার আমিও সর্ব্বস্বহারা হয়ে তাদের স্মৃতি নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই না কেন! সেই ভাল—সেই ভাল,—তাই করি—তাই করি! গোবিন্দপন্থ আজ থেকে বৈরাগী—গোবিন্দপন্থ আজ থেকে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী! তোমার চরণে কি মন যাবে প্রভু! যে কর্ত্তব্যের কর্কশ অর্থ গ্রহণ ক'রে সংসারে মার্জ্জনা কথা ভুলে গিয়েছিল, তারেও মার্জ্জনা ক'রে চরণ দুখানি কি দেখাবে দয়াময়!!

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

কক্ষ। কাল—মধ্যাহ্ন।

[অহল্যা ও তুলসী।]

অহল্যা। তুলসী, এতদিনে আমার শ্বশুরের রাজ্য নিষ্কণ্টক, রাজ্য মধ্যে আজ বিমল শান্তি প্রতিষ্ঠিত;—প্রজাগণ শান্তি সুখে মগ্ন। এমন আনন্দের দিনেও আমি কিন্তু মনে একটা বড় ব্যথা পেয়েছি। কা'ল রাত্রে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি তুলসী; স্বপ্নে দেখলুম—যেন বিশ্বেশ্বর মহেশ্বর নিরাশ্রয়, বিশ্বে তাঁর দাঁড়াবার একটু স্থান নেই, তীর্থে তীর্থে তিনি যেন পাগলের মতন ঘুরে বেড়াচ্ছেন! তাই তিনি আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছেন! একি অদ্ভুত স্বপ্ন তুলসী? এ স্বপ্নের রহস্য কিছু বুঝতে পারছিস?

তুলসী।—রাণী, এ আর কিছুই নয়,—তীর্থে তীর্থে তুমি বিশ্বেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে দাও—এই বোধ হয় দেবতার ইচ্ছা। রাণী, মিথ্যা নয়—দেবভূমি ভারতে হিন্দুর দেবতা সত্যই আজ নিরাশ্রয়! রাণী, তুমি এবার ভারতের সাধন-ক্ষেত্রে দেব-দেবীর প্রতিষ্ঠা করো, তীর্থে তীর্থে দেবতার মন্দির নির্ম্মাণ ক'রে দাও; আর বাঙ্গালা হতে বারাণসী ক্ষেত্রে যাত্রার সুগম পথ প্রস্তুত ক'রে বঙ্গবাসীকে ধন্য কর।

অহল্যা।—তুলসী, তুলসী, ঠিক বলেছিস বোন,—সত্যই আজ হিন্দুর দেবতা নিরাশ্রয়,—হিন্দুর তীর্থ মহাশ্মশান।

তুলসী।—রাণী! তুমি এই মহাশ্মশানে—প্রতিষ্ঠার হৈম প্রদীপ প্রজ্বলিত কর,—জনশূন্য তমসাচ্ছন্ন তীর্থশ্মশানে আবার কর্ম্মের, লক্ষ্যের, ভক্তির, ব্রতের, স্বর্ণ-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হোক,—হিমাদ্রি হ'তে কন্যা-

কুমারী পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতভূমি তোমার কল্যাণে দেবতার আশ্রমে— মুক্তিকামী তীর্থযাত্রীর আশ্রয়স্থানে পরিণত হোক।

অহল্যা।—ভগিনী! এ জন্য আমার সর্ব্বস্ব পণ—আজ থেকে তোমার এই কল্পনা আমার জীবনেব ব্রত হ'ল! উপযুক্ত হস্তে রাজ্যরক্ষার ভার দিয়ে আমি নিজে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ ক'রে স্বয়ং এর ব্যবস্থা করবো। ভগবান, আমার সংকল্পে সহায় হোন!

(গঙ্গাবাইএর প্রবেশ।)

গঙ্গা।—মহারাণী! মা! প্রণাম করি।

অহল্যা।—এসো মা এসো, চিরসুখী হও।

গঙ্গা।—সুখী! মা! তবে আমার ভিক্ষা? অনেক দিন আশ্বাসে আশ্রয়ে আছি মা, আমার ভিক্ষা?

(লক্ষ্মীকান্তের প্রবেশ।)

অহল্যা।—লক্ষ্মীকান্ত! গঙ্গাবাই আজ তাব ভিক্ষা চাইছে; কতদূব কি ক'রে উঠলে?

[redacted]।—কিছুই ক'রে উঠতে পারিনি মা! গঙ্গাবাঈকে বিবাহ কবতে কেউ সম্মত নয়!

[redacted]।—গঙ্গাবাঈয়ের বিবাহে আমি এক বিশাল ভূখণ্ড আর প্রচুর অর্থ [redacted]ক দিতে প্রস্তুত,—একথা সকলে শুনেছিল?

[redacted]া মা, কিন্তু তাতেও কেউ রাজী নয়,—এঁর প্রতি স্বর্গীয় রাজা [redacted]য়ের ব্যবহারের কথা শুনে—

[redacted]গঙ্গাবাই যে রাজবংশের মেয়ে, এ কথা তারা শুনেছে?

[redacted] শুনেছে; ঐ কথা শুনে তারা বলে কি জানেন মা? তারা

বলে—রাজবাড়ীতে অমন যোগ্য পাত্র থাকতে, বাইরে আবার পাত্রের সন্ধান কেন ?

অহল্যা।—আমার বাড়ীতে! আমাব বাড়ীতে যোগ্য পাত্র!—কে ?

লক্ষ্মী।—কেন—তুকাজী রাও!—তাবা বলে কি জানেন ? বলে, তুকাজীরাও হোলকার-বংশের ছেলে, আর গঙ্গা সিন্ধিয়া-বংশেব মেয়ে।—দু'য়ে মিশবে ভাল !!

অহল্যা।—অসম্ভব!—তুকাজী যদি আমাব গর্ভজাত পুত্র হ'ত, তাহলে আমি অম্লানবদনে গঙ্গার সঙ্গে তাব বিবাহ দিতুম! কিন্তু সে আমার পালক পুত্র—একজন কর্ম্মচারী! আমি তার মাতা নই—প্রতিপালিকা মাত্র! আমাব স্বার্থেব জন্য—আমার প্রতিজ্ঞারক্ষার জন্য আমি কেমন ক'বে তাকে এতখানি ত্যাগ স্বীকাব করতে আদেশ করবো! অসম্ভব !!

গঙ্গা।—মা! তাহলে অনুমতি হোক—আমি পথের কাঙ্গালিনী—আবার পথে যাই!

(তুকাজীব প্রবেশ।)

তুকাজী।—যেও না গঙ্গা—দাঁড়াও!—মা! আমি কি কোন অপরাধ করেছি ?

অহল্যা।—সেকি বাবা ? তোমার অপরাধ!

তুকাজী।—তবে মাতৃহৃদয়েব অমৃতময় মমতা-সাগরে আমায় এতকাল ডুবিয়ে রেখে—আজ পর ক'রে দিচ্ছ কেন মা ? ও পুণ্য গর্ভে স্থান পাবার সৌভাগ্যে বঞ্চিত হয়েছিলেম ব'লে—আজ আমাকে পুত্রের ন্যায় আদেশ করতে কেন কুণ্ঠিত হচ্ছ মা ? মা হ'লেই কি এতই স্বার্থপর হ'তে হয় ? পুত্রের সব আব্দার—সব দৌরাত্ম্য বুক পেতে সহ্য

করবে—আর মার কাজের জন্য তার গায়ে একটু বাতাসেরও ভর লাগতে দেবে না! আমায় দূরে রেখো না—পর ক'র না মা!

অহল্যা।—তোমায় পর ভাবি! জাননা কি তুকাজী—তোমার মুখ চেয়ে আমি কি শোক ভুলে আছি? তবে—আমি—একটা—

তুলসী।—রাও সাহেব! রাজ রাজেশ্বরী আজ ঋণের দায়ে বিপন্ন; ইন্দোরের মহারাণী রাজত্ব দিয়েও একটি ঋণ পরিশোধ করতে পারছেন না।

তুকাজী।—এমন কি ঋণ?

অহল্যা।—বাবা—

তুলসী।—কথার ঋণ; অহল্যা দেবী আজ সত্যভঙ্গ ভয়ে কাতরা!

তুকাজী।—অধম সন্তানের দ্বারা তার কি কিছু উপকার হ'তে পাবে?

অহল্যা।—তুমি জান বাবা! এই গঙ্গাবাঈ সিন্ধিয়া রাজবংশের কন্যা; বংশ পরিচয়ে হিন্দুস্থানের কোন রাজগৃহের কন্যার চেয়ে কম নয়; তার ওপর সেই দিন থেকে আমি ওকে এক রকম কন্যার ন্যায় কাছে রেখেছি। গঙ্গা অতি সুশীলা—আমার কাছে কখন কিছু চায়নি—কেবল একটি ভিক্ষা চেয়েছিল—সে ভিক্ষা আজও আমি ওকে দিতে পারি নি!

তুকাজী—জিজ্ঞাসা করতে পারি কি মা—সে কি ভিক্ষা?

তুলসী।—স্বামী ভিক্ষা; নিরাশ্রয়া গঙ্গা মনোমত পতির পদাশ্রয় চায়!

[illegible]জী।—তা—তা—(অধোবদনে)

[illegible]।—তুকাজি!—তুমিই একদিন ঘোর বিপদে এই নারীর লজ্জা [illegible]বারণ করেছিলে!

[illegible]—রাও সাহেব! নগরে সকলেই ব'লছে—যে, হোলকার বংশের [illegible] অবিবাহিত সুন্দর পাত্র বাড়ীতে থাকতে মহারাণী সিন্ধিয়া-

বংশের মেয়ের জন্য অন্যত্র পাত্র খুঁজছেন কেন ? কিন্তু আপনার মন না জেনে দেবী এ বিষয়ে আপনাকে কোন কথা বলতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন !—

তুকাজী।—মা—আমায় আদেশ করতে কুণ্ঠিত হচ্ছিলেন ! জননী ! কোন্ কুৎসিতার পাণিগ্রহণ করলে আপনার প্রীতি হবে—অনুমতি করুন, কোন্ হীনজাতীয়া কুমারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করলে আপনার সন্তোষ সাধন হবে—আজ্ঞা করুন,—দেখুন আপনার দাস সেবকানুসেবক অধম সন্তান সে আদেশ পালন করে কিনা ! কিন্তু, সিন্ধিয়া-কুল-কুসুম ওই সরলা সুন্দরী—রাজরাজেশ্বরের সিংহাসনের শোভা-সম্পাদনের যোগ্যা ! অসি-জীবি বেতনভোগী দাস—ও অমূল্য রত্ন কণ্ঠে ধারণ করতে যাবে কোন্ সাহসে ?

অহল্যা।—বেতনভোগী দাস ! তুমি জান না তুকাজি ! কার ভক্তি—কার অকৃত্রিম বিশ্বাস—কার বিমল গুণাবলী—কার স্নেহমাখা মুখ মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখে আমি দত্তক গ্রহণের প্রস্তাব উপেক্ষা ক'রে অমাত্য গঙ্গাধরকে শত্রু করেছিলেম ! গঙ্গাবাঈ যদি তোমার চক্ষে রাজসিংহাসনের উপযুক্ত হয়, তাহলে রাজকুলকুমারী পরিণীতা হয়ে রাজসিংহাসনেই ব'সবে।

গঙ্গা।—(অহল্যার পদে পড়িয়া) মা ! মা ! রক্ষা কর—পথে পতিত গলিত পত্র তুলে দেবতার শিরে দিয়ো না—এত সুখ আমার সহ্য হবে না। (উঠিয়া) মানুষকে মহত্ত্ব শেখাতে কাঙ্গালকে কোলে নিতে ভিখারিণীকে বৈকুণ্ঠ ভিক্ষা দিতে কোন মহাদেবী তুমি মা আজ নারীবেশে ধরায় ?

অহল্যা।—আমার ভিক্ষা কি তোর মনে ধ'রেছে গঙ্গা ?

গঙ্গা।—মহারাণী ! উনি এক দিন ভিখারিণীর লজ্জা নিবারণ করেছিলেন।

মা! এ অধম নাবীব জন্যই উনি একদিন অপমানিত হয়েছিলেন—বন্দী হয়েছিলেন!

তুকাজী। আমি পুরুষেব প্রার্থনীয় কার্য্য ক'রেই বন্দী হয়েছিলেম; সে আমাব অপমান নয়—আনন্দ; মা! আজ আপনি স্নেহেব বন্ধনের ওপব অমৃতেব বন্ধন পবিয়ে দিলেন।

লক্ষ্মীকান্ত।—আনন্দ!—আনন্দ! এ মিলনে আমবা সুখী, সমস্ত ইন্দোববাসী সুখী হবে। জয় মহাবাণী অহল্যা—জয় নববরবধূ!



পট পরিবর্ত্তন—

সিংহাসন-গৃহ সজ্জিত।

অহল্যা।—এস বৎস তুকাজি! এস হোলকাব বংশের কুলপ্রদীপ—হোলকাব কুলেব পবিত্র সিংহাসন উজ্জ্বল কব; (তুকাজীর মস্তকে মুকুট অর্পণ) ব'স মা গঙ্গা—স্বামীর পার্শ্বে কমলার গুণরাজি নিয়ে পুণ্য সিংহাসন আলো ক'বে ব'স! (নিজ মস্তকের মুকুট গঙ্গার মস্তকে প্রদান) তোমাদের যুগল মূর্ত্তি দেখে সকলে মুগ্ধ হোক!

সকলে।—জয় মহারাণী অহল্যার জয়! জয় নববরবধূ!!

(পুরবালাগণের প্রবেশ।)

মঙ্গল-গীত।

পোহাল দুঃখ রজনী।
গেছে ত্রাহি ত্রাহি রব—কাতর রোদন,
নাহি সে সমস্যা—জীবন-মরণ,
হের শান্তি-সূর্য্য বিকাশে বদন—হাসে জননী॥
বরাভয়করা দিতেছে অভয়,
তোল উচ্চ তান, গাও জয় জয়,
বাজাও দুন্দুভি—অবাতি বিজয়,
মার নামে পূর্ণ অবনী।
অপসৃত আজি আতঙ্ক রাশি,
মুক্ত কণ্ঠে গাহে যুক্ত-বঙ্গবাসী—
ধন্য-ধর্ম্ম-ধন্য—অহল্যারাণী।

যবনিকা।